সুপ্রিয় বিসিএস ভাইভা প্রত্যাশীগণ,

আস্‌সালামু আ'লাইকুম। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অংশ হতে আপনারা মাত্র একটি ধাপ দূরে অবস্থান করছেন। যেকোনো দেশের মৌলিক উন্নয়নে সে-দেশের সিভিল সার্ভিসের দক্ষতা এবং যোগ্যতা অন্যতম ভূমিকা রেখে থাকে। দেশের প্রতিটি সেক্টরের সকল স্টেক-হোল্ডারদের সাথে সু-সম্পর্ক রেখে সরকারের নীতির সঠিক বাস্তবায়নে যারা অগ্রগামী তারাই দেশের সিভিল সার্ভেন্ট। দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব আসলে সিভিল সার্ভিসের অফিসারদের। আর তাইতো নিজের জ্ঞানকে সরকারের কর্মযজ্ঞে ব্যবহার করে আড়ালে থেকে দেশের জন্য পরিশ্রম করার প্রত্যয়ে সিভিল সার্ভিস এগিয়ে যাচ্ছে।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ৩য় ধাপ ভাইভা পরীক্ষা। একজন বোর্ড চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে (যিনি আবার সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য) একটি বোর্ডে সাধারণত তিন (০৩) জন সদস্য থাকেন। আপনাদের সর্বশেষ ভাগ্য নির্ধারণ আসলে তাঁদের হাত দিয়েই হবে। মনে রাখবেন, সরকারি কর্ম কমিশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। দেশের জন্য নিবেদিত এবং দেশের সত্ত্বাকে ধারণ এবং বহন করে থাকেন এমন অফিসারদের সুপারিশ করে থাকেন। আপনাদের নিয়োগ কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি দিয়ে থাকবেন। তাই যোগ্য এবং বিচক্ষণ বোর্ড আপনাদের প্রতিটি মুভমেন্টের রেকর্ড রাখবেন। মনে রাখবেন, ভাইভা পরীক্ষা শুধু প্রশ্নোত্তরের পরীক্ষা না। এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে প্রার্থী হয়তো অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর সঠিক দিতে পারেননি কিন্তু পছন্দসই ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাই আপনাদের প্রবেশ থেকে প্রস্থান প্রতিটি মুহূর্তের পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিন।

ভাইভা পরীক্ষার পূর্ব থেকেই অনেকে বিভিন্ন সদস্যদের পূর্ব ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। বিভিন্ন নামে তাদের অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে প্রায় প্রতিটি বোর্ড থেকেই প্রতি বছর (মেয়াদ সাপেক্ষে) সকল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। তাই নিজেদের জ্ঞানকে শানিত করুন, নিজেদেরকে গুছিয়ে রাখুন, যেকোনো পরিস্থিতির জন্য গোছানো প্রস্তুতিই আপনাদেরকে একটি ভালো ভাইভার জন্য প্রস্তুত করবে। **'উত্তরণ ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি'** বিসিএস এর তিনটি ধাপের জন্য গোছানো প্রস্তুতির প্রথম সংগঠক। এরই ধারাবাহিকতায় আপনাদের ভাইভার প্রস্তুতি ঠিক দিকে চালিত করতে **'ভাইভা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি বুক'** এর সংযোজন। বইটি প্রস্তুত করার পূর্বে বিভিন্ন সার্ভিসে কর্মরত ক্যাডারদের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়া হয়েছে। তাদের প্রস্তুতির সারমর্মকে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেই এই বইটির সূচি এবং আলোচনা সাজানো হয়েছে।

প্রতিবারের মতো ভাইভা প্রস্তুতিতে বইটি আপনাদেরকে দারুণ সাহায্য করবে এটা আমাদের আত্মবিশ্বাস। আপনাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই আমাদের কাম্য।

শুভকামনায়
উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS ভাইভা
গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উত্তরণ একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com

প্রকাশকাল
জুলাই, ২০২৫

উৎসর্গ

মানুষগুলো স্বাধীনতার স্বাদ নিয়ে চলছে, খোলা আকাশের নিচে একদল ছেলে-মেয়ে খেলছে। বাংলাদেশের এই দৃশ্য একসময় কল্পনায়ও ভাবতে পারেনি কেউ। তখন বাতাসে গভীর আর্তনাদ ভেসে বেড়াতো, সবার মনের মাঝে আতঙ্ক বিরাজমান ছিল। সেই কালো ছায়ায় আলো নিয়ে এসেছে কিছু বীর বাঙালি। যাদের দুর্বার সাহস আর মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। পেয়েছি এই মাতৃভূমি বাংলাদেশ।

স্বদেশের প্রয়োজনে নিজের জীবন বিলিয়ে দেওয়া সকল মুক্তিযোদ্ধার সম্মানে...

পারস্পরিক সহযোগিতা–ই পারে
পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

প্রিয় সুহৃদ,

আশা করি '**BCS ভাইভা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি বুক**'টি আপনাদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। আমাদের চেষ্টার বাহুল্য ছিল বইটি ত্রুটিমুক্ত রাখতে। কিন্তু কেউ আসলে ভুলের উর্ধ্বে নয়। হয়তো একেবারেই অপ্রত্যাশিত কিছু ভুল বইয়ে থেকে যেতে পারে। আমরা এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। তবে শুদ্ধতার পথে চলতে আপনাদের সাহায্য কামনা করছি। কারো মনোযোগী দৃষ্টিতে কোনো ধরনের ভুল ধরা পড়লে নিম্নলিখিত ই-মেইলে তা অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নিবো।

Email : solution.uttoron@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে-

BCS ভাইভা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি বুক, পৃষ্ঠা নম্বর, অধ্যায়/টপিক/প্রশ্ন নম্বর, ভুলটা কী এবং কী হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়।

উদাহরণ: BCS ভাইভা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি বুক, পৃষ্ঠা নম্বর ১৩৭, প্রশ্ন নম্বর ১১, দেওয়া আছে আইনসভার প্রধান স্পিকার কিন্তু হবে প্রধানমন্ত্রী।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট আপনাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভকামনায়
উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

কপিরাইট © ২০২৫ উত্তরণ

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সূচিপত্র

ক্র. নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ভাইভা প্রস্তুতি ও আদব কায়দা	০১
বাংলাদেশ বিষয়াবলি		
০২	সাম্প্রতিক বাংলাদেশ	০৫
০৩	বাংলাদেশ পরিচিতি	৩৭
০৪	বাংলাদেশের ইতিহাস	৪৩
০৫	পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ	৫৪
০৬	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ	৬৪
০৭	সংবিধান	৮৬
০৮	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা	১৩৬
০৯	বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচলিত আইনসমূহ	১৩৮
১০	বাংলাদেশের অর্থনীতি	১৫০
১১	গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ	১৯৬
১২	বাংলাদেশের ম্যাপ পরিচিতি	২০৫
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি		
১৩	সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক	২১৬
১৪	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক	২৩৩
১৫	আন্তর্জাতিক সংগঠন ও জোট	২৫১
১৬	বৈশ্বিক সংকট ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক	২৬৬
১৭	অর্থনীতি ও প্রযুক্তি	২৯২
১৮	পরিবেশ	৩০১
১৯	আন্তর্জাতিক ম্যাপ পরিচিতি	৩১৩

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪

জনসংখ্যা	
মোট জনসংখ্যা	১৭১ মিলিয়ন/১৭ কোটি ১০ লক্ষ
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৩%
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১৭১ জন/বর্গ কি.মি.
পুরুষ : নারী অনুপাত	৯৬.৩:১০০
স্থূল জন্মহার	১৯.৪ জন (১০০০ জনে)
স্থূল মৃত্যুহার	৬.১ জন (১০০০ জনে)
শিশু মৃত্যুর হার	২৭ জন (প্রতি হাজারে)
মোট প্রজনন হার	২.১৭%
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার	৬২.১%
গড় আয়ুষ্কাল	৭২.৩ বছর
	পুরুষ- ৭০.৮ বছর
	মহিলা- ৭৩.৮ বছর
মোট সড়ক পথের দৈর্ঘ্য	২২,৪৭৬ কি.মি
সাক্ষরতার হার (৭+ বয়স)	৭৭.৯%
	পুরুষ- ৮০.১%
	মহিলা- ৭৫.৮%
দারিদ্র্যের হার	১৮.৭%
চরম দারিদ্র্যের হার	৫.৬%
মোট শ্রম শক্তি	৭.৩৫ কোটি
মোট শ্রমশক্তির শতকরা হার	কৃষি- ৪৫%
	শিল্প- ১৭%
	সেবা- ৩৮%
সুপেয় পানি গ্রহণকারী	৯৮.২%
মুদ্রাস্ফীতি	৯.৭৪%
উন্নত টয়লেট সুবিধা	৯৩.৬৩%

GDP (*)	
চলতি মূল্যে জিডিপি	৫০,০২,৬৫৪ কোটি টাকা
স্থির মূল্যে জিডিপি	৩৩,৪৬,০১৭ কোটি টাকা
প্রবৃদ্ধির হার	৪.২২%
কৃষিখাতের অবদান	১১.১৯%
শিল্পখাতের অবদান	৩৭.৩৭%
সেবাখাতের অবদান	৫১.৪৪%
মাথাপিছু জিডিপি	২৭৩৮ মার্কিন ডলার
মাথাপিছু আয়	২৬২৫ মার্কিন ডলার
(*) বিবিএস এর চূড়ান্ত হিসাব- ২০২৩-২৪	

বাংলাদেশি পণ্যের আমদানি – রপ্তানি	
পণ্য রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
পণ্য আমদানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে অবস্থান	৮ম
সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আয়	১ম- সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৯.৪%)
	২য়- যুক্তরাষ্ট্র (১২.৪%)
	৩য়- যুক্তরাজ্য (১১.৭%)

ব্যাংক	
মোট তফসিলি ব্যাংক	৬১ টি
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬ টি
বিশেষায়িত ব্যাংক	৩ টি
বেসরকারি ব্যাংক	৪৩ টি
বৈদেশিক ব্যাংক	৯ টি
ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩৫ টি

জাতীয় বাজেট: ২০২৫-২৬ অর্থবছর

বাজেটের শিরোনাম: বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়

কার্যকর: ১ জুলাই, ২০২৫, উত্থাপনকারী: অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ

বিষয়	পরিমাণ/ তথ্য	জিডিপির হার
বাজেটের ক্রম	▪ বাংলাদেশের বাজেট: ৫৪তম। অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫৫তম।	
বাজেটের আকার	▪ ৭,৯০,০০০ কোটি টাকা।	১২.৭%
রাজস্ব আয়	▪ ৫,৬৪,০০০ কোটি টাকা।	৯%
বৈদেশিক অনুদান	▪ ৫০০০ কোটি টাকা।	
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)	▪ ২,৩০,০০০ কোটি টাকা।	৩.৭%
জিডিপির আকার	▪ ৬২,৪৪,৫৭৮ কোটি টাকা।	
জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	▪ ৫.৫%	
মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা	▪ ৬.৫%	

২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে উল্লেখযোগ্য কিছু খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ

খাত	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)
শিক্ষা	৯৫,৬৪৪
সামাজিক নিরাপত্তা	৯১, ৭০০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৪১,৪০৭
কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং খাদ্য নিরাপত্তা	৩৯,৬২০

- এছাড়াও জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবার এবং আহতদের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৪৫০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ষষ্ঠ জনশুমারি

'জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন' স্লোগানকে উপজীব্য করে দেশে ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ জুন রাত থেকে ২১ জুন, ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়া জনশুমারিটি দেশের প্রথম ডিজিটাল শুমারি, যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও একটি মাইলফলক। ১০ বছর অন্তর হিসাবে ২০২১ সালে ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার কারণে, বিশেষ করে করোনা মহামারি ও ট্যাব কেনার জটিলতায় তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর প্রাথমিক ফলাফল ২৭ জুলাই, ২০২২ তারিখে ঘোষণা করা হয়।

জনশুমারির চূড়ান্ত ফলাফল

মোট জনসংখ্যা	১৬,৯৮,২৮,৯১১ জন বা ১৬৯.৮৩ মিলিয়ন	মোট খানার সংখ্যা	৪,১০,১০,০৫১
মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	১৬,৫০,১৫৯ (মোট জনসংখ্যার ১.০%)	পুরুষ ও নারীর অনুপাত	৯৮:১০০
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	১১১৯ জন	সাক্ষরতার হার	৭৪.৬৬%
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.২২%	নির্ভরশীলতার অনুপাত	৫২.৬৮%
আয়তনে বড় জেলা	রাঙ্গামাটি	আয়তনে ছোট জেলা	নারায়ণগঞ্জ

জনশুমারিভিত্তিক জনসংখ্যা (মিলিয়নে)

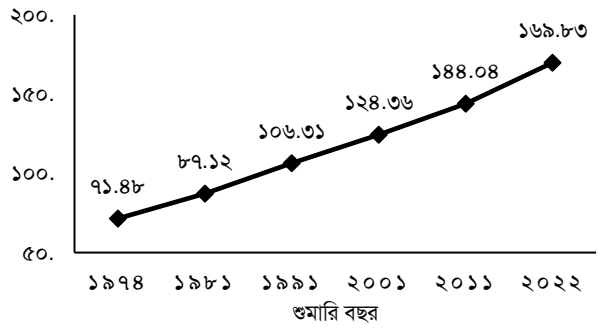

জনসংখ্যার শুমারিভিত্তিক বৃদ্ধির হার

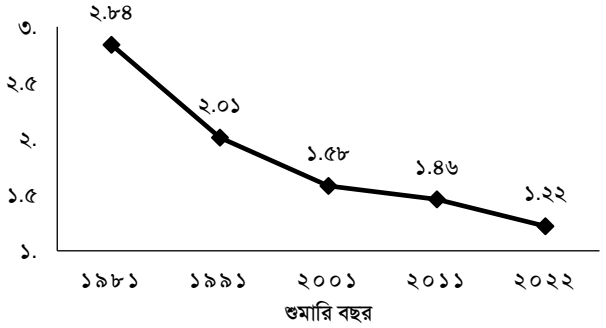

ষষ্ঠ জনশুমারি ২০২২ ও ২০১১ জনশুমারির মধ্যে কিছু সূচকে তুলনা

ক্র. নং	প্রধানসূচক	জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২	আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১
০১	জনসংখ্যা		
	বাংলাদেশ	১৬,৯৮,২৮,৯১১	১৪,৪০,৪৩,৬৯৭
	পুরুষ	৮,৪০,৭৭,২০৩	৭,২১,০৯,৭৯৬
	মহিলা	৮,৫৬,৫৩,১২০	৭,১৯,৩৩,৯০১
	হিজড়া	১২,৬২৯	-
০২	গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার	১.২২	১.৪৬ (সমন্বয়কৃত ১.৩৭)
০৩	জনসংখ্যার ঘনত্ব	১১১৯	৯৭৬
০৪	লিঙ্গানুপাত	৯৮.০	১০০.৩

ক্র. নং	প্রধানসূচক	জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২	আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১
০৫	নির্ভরশীলতা অনুপাত		
	জাতীয়	৫২.৬৪	৭৩.০০
	পল্লি	৫৬.০৯	৭৭.০০
	শহর	৪৫.৬৩	৬৯.০০
০৬	সাক্ষরতা (%) (৭ বছর ও তদূর্ধ্ব)		
	জাতীয় (পুরুষ ও মহিলা উভয়)	৭৪.৬৬	৫১.৭৭
	পুরুষ	৭৬.৫৬	৫৪.১১
	মহিলা	৭২.৮২	৪৯.৪৪
০৭	মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী (%) (৫ বছর ও তদূর্ধ্ব)		
	জাতীয়	৫৫.৮৯	-
	পুরুষ	৬৬.৫৩	-
	মহিলা	৪৫.৫৩	-
০৮	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (%) (৫ বছর ও তদূর্ধ্ব)		
	জাতীয়	৩০.৬৮	-
	পুরুষ	৩৮.০২	-
	মহিলা	২৩.৫২	-

ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনার বৈশিষ্ট্য

■ ষষ্ঠ জনশুমারির প্রতিপাদ্য— "জনশুমারিতে তথ্য দিন, পরিকল্পিত উন্নয়নে অংশ নিন"।	■ আগের প্রতিটি শুমারি হয়েছিল জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। এবারই প্রথম বর্ষাকালে জনশুমারি হয়।
■ এই জনশুমারিতে ৩৫ ধরনের তথ্য নেওয়া হয়।	■ জনশুমারিতে SDG বাস্তবায়নের ৯টি সূচকের তথ্য রয়েছে।
■ এটি বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল পদ্ধতিতে শুমারি।	■ এই জনশুমারিতে প্রথমবারের মতো তৃতীয় লিঙ্গকে যুক্ত করা হয়।

যে সকল ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার

- **GIS**: পূর্ণরূপ Geographic Information System, এর মাধ্যমে Digital Map এ Enumeration Area প্রস্তুত ও Geocode এর সমন্বয় করা হয়। শুমারি সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তসমূহ Digital Map এর সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করা হয়।
- **ICMS:** পূর্ণরূপ Integrated Census Management System, এটি শুমারি কাজে ব্যবহৃত একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে শুমারি কার্যক্রমে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট গণনাকারী, সুপারভাইজার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদন মনিটরিং করা হয়।
- **CAPI:** পূর্ণরূপ Computer Assisted Personal Interviewing, এই প্রযুক্তিতে Mobile Device Management সফটওয়্যারের মাধ্যমে শুমারি কাজে ব্যবহৃত ট্যাব ও সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় এবং প্রায় ৪ লক্ষ ব্যবহারকারীর তথ্য-উপাত্ত এনক্রিপ্টেড অবস্থায় সার্ভারে প্রেরণ করা হয়। এই প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত অ্যাপ্লিকেশন ও সার্ভারসমূহ Tier 4 Data Center এ স্থাপন করা হয়।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন-২০২৪

সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথার সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ১৬ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। প্রায় ১ মাস ধরে চলা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগে বাধ্য হন এবং দেশত্যাগ করে ভারতে অবস্থান করেন। আন্দোলন চলাকালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্দোলন দমনে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, পুলিশ ও অন্যান্য সরকারি বাহিনীকে ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে। ফলে কয়েক শতাধিক মানুষ নিহত হয়। আহত হয় আরও কয়েক হাজার। আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে লাল হয়ে যায় বাংলাদেশিদের ফেসবুক প্রোফাইল। সরকার বিরোধী এই আন্দোলন পরিচিতি লাভ করে লাল বিপ্লব/রেড রেভ্যুলেশন/ছাত্র-জনতার বিপ্লব/জুলাই রেভ্যুলেশন নামে।

কোটা পদ্ধতি কী

কোনো কিছুর নির্দিষ্ট অংশকে বিশেষ ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ রাখার পদ্ধতিই কোটা পদ্ধতি। সারা পৃথিবীতেই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতে যুক্ত করার জন্য কোটা একটি কার্যকরী উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে কোটা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। যেমন: পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কোটা 'রিজার্ভেশন' নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে কোটার ইতিহাস

বাংলাদেশের সংবিধানে সরাসরি কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে কোটা প্রদান করার কথা উল্লেখ নেই। তবে সংবিধানের ২৯(ক) নং অনুচ্ছেদে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় যুক্ত করতে বিশেষ সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে কোটা পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয় স্বাধীনতার পরপরই। ১৯৭২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সরকারের নির্বাহী আদেশে দেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা বণ্টন করা হয়। যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ কোটা ও ২০ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ৮০ শতাংশ জেলা কোটার মধ্যে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা ও ১০ শতাংশ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে যুক্ত হয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটা ও প্রতিবন্ধী কোটা। কয়েক ধাপের সংস্কারের পর নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫৬ শতাংশে। সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ থাকা মুক্তিযোদ্ধা কোটা প্রথমে শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রাখা হলেও পরবর্তী সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে বেকার সমস্যায় ভুগতে থাকা বাংলাদেশের চাকরির বাজারে দেখা দেয় বিরাট বৈষম্য। এই বৈষম্য চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের মনে চরম অসন্তোষের জন্ম দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময়ে কোটা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসলেও সরকার এই দাবিকে অগ্রাহ্য করে। ফলে এই দাবিতে ২০১৮ সালে এক বৃহৎ আন্দোলন গড়ে উঠে।

- ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের জন্য কোটা বরাদ্দ হয়– ১৯৮৫ সালে।
- মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের জন্য কোটা বরাদ্দ হয়– ১৯৯৭ সালে।
- মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিদের জন্য কোটা বরাদ্দ হয়– ২০১১ সালে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা বরাদ্দ হয়– ২০১২ সালে।

২০১৮ সালের কোটা আন্দোলন

বিদ্যমান কোটাসমূহের যৌক্তিক সংস্কার চেয়ে ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি হাইকোর্টে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে একটি রিট আবেদন দায়ের করা হয়। রিটে উল্লেখ করা হয় যে, বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের পরিপন্থি। পরবর্তী সময়ে 'ছাত্ররা কোটা সংস্কার চাই' নামক ব্যানারে একত্র হয়ে কোটা সংস্কারসহ ৫ দফা দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কোটা সংস্কার না করার ঘোষণা দিয়ে একটি আদেশ জারি করে। ২০১৮ সালের মার্চে ছাত্রদের মানববন্ধন থেকে বেশ কয়েকজনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনা আন্দোলনকে আরো বেগবান করে তুলে। একই বছরের এপ্রিলে লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা আন্দোলনকারীদের পক্ষে অবস্থান নিলে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেড পর্যন্ত সকল চাকরিতে সব ধরনের কোটা বাতিলের ঘোষণা দেন। যদিও শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল কোটা বাতিল না করে কোটার যৌক্তিক সংস্কার। একই বছরের অক্টোবরে সরকার এই সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করে।

> **রেফারেন্স বুক**
> কোটা ব্যবস্থা ও এর সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিচের বইটি পড়তে পারেন-
> **Greshams Law Syndrome and Beyond** (Akbar Ali Khan)
> Chapter Title: Departure of Merit: The Most Complex Quota System

২০২৪ সালের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন

২০১৮ সালে সরকার সকল ধরনের কোটা বাতিল করে যে পরিপত্রটি ঘোষণা করেছিল সেটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০২১ সালে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান।

২০২৪ সালের ৫ জুন হাইকোর্ট উক্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮ সালের পরিপত্রটি বাতিল ঘোষণা করে। এই রায় প্রকাশিত হওয়ার পরপরই শিক্ষার্থীরা 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এর ব্যানারে একত্র হতে শুরু করে। কিন্তু রায় প্রকাশের পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইদ-উল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হওয়ায় আন্দোলনে সাময়িক বিরতি ঘোষণা করা হয়। আন্দোলনকারীরা কোটার যৌক্তিক সংস্কারের জন্য সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। কিন্তু সরকার এই সময়ের মধ্যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও অন্যান্য কর্মসূচি ঘোষণা করে। ২-৬ জুলাই শিক্ষার্থীরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ও সড়ক অবরোধ করে রাখে। ৭-১২ জুলাই শিক্ষার্থীরা সারাদেশে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি পালন করে।

পরবর্তী সময়ে আদালত ১০ জুলাই পরিপত্র বাতিলের রায়ের উপর ১ মাসের স্থিতাবস্থা ঘোষণা করে এবং প্রধান বিচারপতি শিক্ষার্থীদের ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেন। পরবর্তী দিনগুলোতে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের চেষ্টা করলে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয়।

কোটা সংস্কার

২৩ জুলাই ২০২৪ সরকারি চাকরির নিয়োগে সব গ্রেডে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটার বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি এবং একই সাথে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

- **কোটার নতুন প্রজ্ঞাপন:** ২৩ জুলাই ২০২৪ সরকার সমতার নীতি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রতিনিধিত্ব লাভ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্থাৎ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত/ আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্ব- শাসিত ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের চাকুরিতে/ কর্মে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল গ্রেডে নিম্নরূপভাবে কোটা নির্ধারণ করে।
  - মেধাভিত্তিক ৯৩%, মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫%, ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী ১% ও প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ – ১%
  - নির্ধারিত কোটায় যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট কোটার শূন্য পদসমূহ সাধারণ মেধা তালিকা হইতে পূরণ করা হবে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি-১ শাখা এর বিগত ৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের পরিপত্র নং ০৫.০০.০০০০.১৭০,১১.০৭.১৮-২৭৬ সহ পূর্বে জারিকৃত এ সংক্রান্ত সকল পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/আদেশ/নির্দেশ/অনুশাসন রহিত করা হয়।
- এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হয়।

২০১৮ ও বর্তমানের কোটা ব্যবস্থার তুলনা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি		
ক্যাটাগরি	পূর্বে	বর্তমানে
মেধা	৪৪%	৯৩%
মুক্তিযোদ্ধা	৩০%	৫%
নারী	১০%	-
জেলা কোটা	১০%	-
ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী	৫%	১%
প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ	১%	১%

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি		
ক্যাটাগরি	পূর্বে	বর্তমানে
মেধা	-	৯৩%
মুক্তিযোদ্ধা	৩০%	৫%
নারী	১৫%	-
অনাথ ও প্রতিবন্ধী	১০%	১%
জেলা কোটা	৩০%	-
আনসার ও ভিডিপি সদস্য	১০%	-
তৃতীয় লিঙ্গ ও ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী	৫%	১%

একনজরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২০২৪

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ৫ জুন, ২০২৪ সালে সরকারি চাকরির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল করে জারি করা পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১ জুলাই থেকে কোটা সংস্কারের লক্ষ্যে চার দফা দাবিতে লাগাতার কর্মসূচির ঘোষণা দিলে এর ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট, ২০২৪ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিক ঘটনাবলি

৫ জুন	সরকারি চাকরিতে (৯ম-১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধাসহ বিদ্যমান কোটা বাতিল সংক্রান্ত পরিপত্র ২০১৮ অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট।
১ জুলাই	দাবী আদায়ে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামক সংগঠন তৈরি হয়।
৬ জুলাই	বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি ঘোষণা করেন।
১৪ জুলাই	আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ঢাকায় গণপদযাত্রা করে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। এ দিন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার এক বক্তব্যে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের রাজাকারের নাতি-পুতি হিসেবে অভিহিত করেন। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা ব্যঙ্গ করে "তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার! কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার" এবং "চাইতে গেলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার" স্লোগান দেয়।
১৬ জুলাই	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন। তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম শহিদ। তার সমাধি বাবনপুর (জাফরপাড়া), পীরগঞ্জ, রংপুর। এই দিন প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যতীত সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়।
১৭ জুলাই	শিক্ষার্থীরা সারাদেশে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি ঘোষণা করে।
১৮ জুলাই	সরকার সারাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। ঢাকার উত্তরাতে BUP - (Bangladesh University of Professionals) শিক্ষার্থী মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ নিহত হন। তার স্মরণীয় কথা 'ভাই, পানি লাগবে কারো, পানি'।
১৯ জুলাই	আন্দোলনকারীরা ৯ দফা দাবি পেশ করেন। সরকার রাত ১২টা থেকে কারফিউ জারি করে।
২১ জুলাই	সুপ্রীম কোর্টের ৭ জন বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ পূর্বের কোটা পদ্ধতি বাতিল করে ৯৩% মেধা, ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, ১% প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ এবং ১% ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটা রাখার পক্ষে রায় দেয়।

৩০ জুলাই	বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সারাদেশে 'মার্চ ফর জাস্টিস' পালন করার ঘোষণা দেয়।
৩১ জুলাই	'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচির পর আন্দোলনকারীরা 'Remembering Our Heroes' কর্মসূচি ঘোষণা করে।
২ আগস্ট	শিক্ষক ও নাগরিক সমাজ 'দ্রোহযাত্রা' কর্মসূচি পালন করে।
৩ আগস্ট	সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে উত্তাল বাংলাদেশ। ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শিক্ষার্থীসহ লাখো মানুষ সমবেত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়।
৪ আগস্ট	বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা সারাদেশের নাগরিকদের ৫ আগস্ট 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচিতে অংশ-গ্রহণের আহ্বান জানায়।
৫ আগস্ট	তীব্র গণ-আন্দোলনের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং গণভবন থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে দেশ ত্যাগ করেন। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামান অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যান্য নাম

- জুলাই বিপ্লব, বাংলা বসন্ত, ছাত্র-বসন্ত, দ্বিতীয় স্বাধীনতা, দ্বিতীয় বিপ্লব।
- প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস একে দ্বিতীয় স্বাধীনতা ও দ্বিতীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন।
- প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের ৭৯তম সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেওয়ার সময় জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকে 'মনসুন অভ্যুত্থান' বলে আখ্যা দেন।

আন্দোলনে শহিদ ও আহতের সংখ্যা

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী এই অভ্যুত্থানে ১৩২ শিশু-কিশোর ও ১১ জন নারী শহিদ হন।
- গণঅভ্যুত্থান সেলের প্রথম ধাপের খসড়া তালিকা অনুযায়ী শহিদ হন ৮৫৮ জন এবং আহতের সংখ্যা ১১ হাজার ৫৫১ জন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এর শহিদদের গেজেট প্রকাশ

- জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের তালিকা প্রকাশ করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- গেজেট প্রকাশের তারিখ- ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫।
- সরকারি গেজেট অনুযায়ী গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের সংখ্যা ৮৩৪ জন।

কয়েকজন শহিদের নাম

- আবু সাঈদ (প্রথম শহিদ)
- ফারহান ফাইয়াজ
- নূর আলম
- তাহমিদ তামিম
- মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ
- মোঃ শাহজাহান
- সজীব সরকার
- রাকিব হাসান
- শাইখ আসহাবুল ইয়ামিন
- দিপ্ত দে
- গোলাম নাফিজ
- আব্দুল আহাদ
- মোঃ ওয়াসিম আকরাম
- আব্দুল্লাহ আল মামুন
- মোঃ ফারুক
- রিয়া গোপ (শিশু)

গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের ১ম ধাপের তালিকা

জুলাই গণহত্যা নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদন

- ১ জুলাই-১৫ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাবলি নিয়ে তৈরি 'ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের' ১১৪ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।
- প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ- ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।
- প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে- জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় (OHCHR)।

জুলাই - আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের ফলে সৃষ্ট সংগঠন

➢ **বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন**

- **গঠন:** ১ জুলাই, ২০২৪
- **সদস্য সচিব:** আরিফ সোহেল
- **যে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল:** ২০২৪-এ বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান।
- **আহ্বায়ক:** হাসনাত আব্দুল্লাহ
- **মুখপাত্র:** উমামা ফাতেমা
- **বর্তমান উদ্দেশ্য:** জাতীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করে জুলাই আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের শক্তিকে একত্রিত করা।

➢ **জাতীয় নাগরিক কমিটি**

▪ **গঠিত হয়:** ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	▪ **আহ্বায়ক:** নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী	▪ **সদস্য সচিব:** আখতার হোসেন
▪ **মুখ্য সংগঠক:** সারজিস আলম	▪ **মুখপাত্র:** সামান্তা শারমিন	▪ **কেন্দ্রীয় সদস্য সংখ্যা:** ১৪৭
▪ **উদ্দেশ্য:** ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ, নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বাস্তবায়ন, ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের স্পিরিট (চেতনা) সমুন্নত রাখা।		জাতীয় নাগরিক কমিটি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি সমন্বয়ে গঠিত নতুন রাজনৈতিক দল

- প্রতিষ্ঠিত এই নতুন রাজনৈতিক দলের নাম- 'জাতীয় নাগরিক পার্টি' (National Citizen Party, NCP)
- এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ছাত্র নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক দল।
- 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শব্দটির ইনকিলাব শব্দটি এসেছে মূলত আরবি ইকলাব শব্দ থেকে। আর জিন্দাবাদ শব্দটি উর্দু ও ফারসি ভাষার মিশেল। ইনকিলাব অর্থ বিপ্লব। আর জিন্দাবাদ মানে অভিনন্দন জানানো। ফলে ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগানের মানে হলো বিপ্লবকে অভিনন্দন জানানো। অবশ্য ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব তাঁর লেখায় ইনকিলাব জিন্দাবাদের অর্থ হিসেবে লিখেছেন, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'।

জাতীয় নাগরিক পার্টি			
সংক্ষেপে	এনসিপি (NCP)	ছাত্র শাখা	বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ
আহ্বায়ক	নাহিদ ইসলাম	ভাবাদর্শ	বহুত্ববাদ
সদস্য সচিব	আখতার হোসেন	রাজনৈতিক অবস্থান	মধ্যপন্থি
প্রতিষ্ঠাতা	জাতীয় নাগরিক কমিটি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন		

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর ৬ আগস্ট, ২০২৪ সালে রাষ্ট্রপতি সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ফলে বাংলাদেশে যেন সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ৮ আগস্ট, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে প্রথমবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় এবং একই দিনে রাষ্ট্রপতি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান। বর্তমানে এই সরকারের মোট সদস্য ২২ জন। এর মধ্যে নারী সদস্য ৪ জন।

প্রধান উপদেষ্টা

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়:** প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।
- **দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ।

অন্যান্য উপদেষ্টাগণ

ক্র. নং	নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
০১	হাসান আরিফ (২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ মৃত্যুবরণ করেন)	▪ ভূমি ▪ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন
০২	মো. তৌহিদ হোসেন	▪ পররাষ্ট্র
০৩	ড. আসিফ নজরুল	▪ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক ▪ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান
০৪	ড. আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন	▪ ধর্ম বিষয়ক
০৫	সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান	▪ পানি সম্পদ ▪ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন
০৬	শারমীন এস মুরশিদ	▪ সমাজকল্যাণ ▪ মহিলা ও শিশু বিষয়ক
০৭	আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া	▪ যুব ও ক্রীড়া ▪ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
০৮	সুপ্রদীপ চাকমা	▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক
০৯	ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ	▪ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১০	মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান	▪ সড়ক পরিবহণ ও সেতু ▪ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ ▪ রেলপথ
১১	শেখ বশির উদ্দিন	▪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ▪ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ▪ বস্ত্র ও পাট
১২	মোঃ মাহফুজ আলম	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)
১৩	ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ	▪ অর্থ ▪ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১৪	আদিলুর রহমান খান	▪ শিল্প ▪ গৃহায়ন ও গণপূর্ত
১৫	ব্রি. জে. (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন	▪ শ্রম ও কর্মসংস্থান ▪ নৌ-পরিবহণ
১৬	ফরিদা আখতার	▪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ
১৭	নুরজাহান বেগম	▪ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
১৮	ফারুক-ই-আজম	▪ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ▪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ
১৯	অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার	▪ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

ক্র. নং	নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
২০	আলী ইমাম মজুমদার	▪ খাদ্য ▪ ভূমি
২১	লে. জে. (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী	▪ স্বরাষ্ট্র ▪ কৃষি
২২	মোস্তফা সরয়ার ফারুকী	▪ সংস্কৃতি বিষয়ক
২৩	অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল (সি আর) আবরার	▪ শিক্ষা মন্ত্রণালয় (৫ মার্চ, ২০২৫)
-	মো: নাহিদ ইসলাম (পদত্যাগ- ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫)	▪ তথ্য ও সম্প্রচার ▪ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক নিযুক্ত)

উপদেষ্টার সমান মর্যাদা	দায়িত্ব
ড. খলিলুর রহমান	জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং রোহিঙ্গা সমস্যা বিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ
লে. জে. (অব.) আব্দুল হাফিজ	প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্ব পালন
লুৎফে সিদ্দিকী	প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয় সংক্রান্ত বিশেষ দূত (অবৈতনিক)
প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা	**মন্ত্রণালয়**
খোদা বকশ চৌধুরী	স্বরাষ্ট্র
অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম	শিক্ষা (পদত্যাগ: ১০ মার্চ, ২০২৫)
শেখ মইনউদ্দিন	সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
আনিসুজ্জামান চৌধুরী	অর্থ-মন্ত্রণালয়

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাংবিধানিক বৈধতা

সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ১০৬ নম্বর অনুচ্ছেদ [সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার- যদি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।] অনুযায়ী মতামত দেন।

আবার, সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে জনগণকে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক বলা হয়েছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই জনগণের অভিপ্রায়ে গঠিত হয়েছিল।

প্রয়োজনীয়তার নীতি (ডকট্রিন অব নেসেসিটি) বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত অংশ। এই মতবাদের মূলকথা হলো, যদি কোনো কাজ সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত না হওয়া সত্ত্বেও সদ্বিশ্বাসে ও সৎ উদ্দেশ্যে সংবিধান, জনগণ ও রাষ্ট্র বা সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়, তা সংবিধান সিদ্ধ হিসেবে বিবেচিত হবে। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার এক গভীর সাংবিধানিক সংকটের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সাংবিধানিক আইনে এই সরকার বৈধ।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৮ জুন, ১৯৪০ সালে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার বাথুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা ও কর্ম জীবন

- **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** বিএ ও এমএ (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি (অর্থনীতি), ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়।
- **পেশা:** বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, উদ্যোক্তা এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।
- **কর্মজীবন:** স্নাতকের পর তিনি ব্যুরো অব ইকোনোমিক্স-এ যোগ দেন গবেষণা সহকারী হিসেবে। ১৯৬২ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯ সালে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মুহাম্মদ ইউনূস যুক্তরাষ্ট্রের মিডল টেনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭২ সালে দেশে ফিরে তিনি সরকারের পরিকল্পনা কমিশনে নিযুক্ত হন এবং এর কিছু দিন পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সালে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন এবং ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে কর্মরত ছিলেন।

বিখ্যাত গ্রন্থ

▪ Banker to the Poor: Micro-lending and the battle against World Poverty. (১৯৯৮)	▪ Three Farmers of Jobra; Department of Economics, Chittagong University; (১৯৭৪)
▪ Creating a World Without Poverty	▪ A World of Three Zeros
▪ Building Social Business	▪ Super Happiness
▪ দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্বের জন্য	▪ গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন (আত্মজীবনী)
▪ 'পথের বাধা সরিয়ে নিন, মানুষকে এগুতে দিন' ইত্যাদি।	

বিখ্যাত উক্তি

- "If you imagine, Some day it will happen. If you don't imagine, It will never happen.
- "Human being is a fighter, human being is a creator."
- "Poverty does not belong in civilized human society. Its proper place is in a museum. That's where it will be."
- "Once we know where we want to go, getting there will be so much easier."
- "If you think creating a world without any poverty is impossible, let's do it. Because it is the right thing to do."
- "We can remove poverty from the surface of the earth only if we can redesign our institutions – like the banking institutions, and other institutions; if we redesign our policies, if we look back on our concepts, so that we have a different idea of poor people"
- "If we are looking for one single action which will enable the poor to overcome their poverty, I would focus on credit."
- "Like navigation markings in unknown waters, definitions of poverty need to be distinctive and unambiguous. A definition that is not precise is as bad as no definition at all."

মুক্তিযুদ্ধে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রে 'বাংলাদেশি নাগরিক কমিটি' গঠন করেন।
- বাংলাদেশিদের সাথে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সমর্থন বাড়াতে 'বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার' পরিচালনা করেন।
- তিনি ন্যাশভিলে তার বাড়ি থেকে 'বাংলাদেশ নিউজলেটারও' প্রকাশ করতেন।

উল্লেখযোগ্য পদকসমূহ

পদকের নাম	বিবরণ
র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার (Ramon Magsaysay)	✓ সাল: ১৯৮৪ ✓ ক্ষেত্র: গ্রামীণ দারিদ্র্য নারীদের ক্ষমতায়নে তাঁর ক্ষুদ্রঋণ মডেলের স্বীকৃতিস্বরূপ ✓ প্রদানকারী: র‍্যামন ম্যাগসেসে অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশন, ফিলিপিন্স
স্বাধীনতা পুরস্কার	✓ সাল: ১৯৮৭ ✓ ক্ষেত্র: পল্লী উন্নয়ন ✓ প্রদানকারী: বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ
ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার	✓ সাল: ১৯৯৮ ✓ ক্ষেত্র: গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ✓ প্রদানকারী: ভারত সরকার, ভারত
বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব পুরস্কার	✓ সাল: ২০০৪ ✓ ক্ষেত্র: গত ২৫ বছরে ২৫ জন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যবসায়িক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ✓ প্রদানকারী: ফিলাডেলফিয়ার হোয়ার্টন স্কুল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র
নোবেল পুরস্কার	✓ সাল: ২০০৬ ✓ ক্ষেত্র: শান্তিতে ✓ প্রদানকারী: নরওয়েজীয় নোবেল কমিটি, সুইডেন
প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম	✓ সাল: ২০০৯ ✓ ক্ষেত্র: দারিদ্র্যমুক্তি ও ক্ষুদ্রঋণ ✓ প্রদানকারী: যুক্তরাষ্ট্র সরকার

পদকের নাম	বিবরণ
কংগ্রেশনাল গোল্ড মেডেল	✓ সাল: ২০১০ ✓ ক্ষেত্র: দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিতে ✓ প্রদানকারী: যুক্তরাষ্ট্র সরকার
গোল্ডেন বিয়াটেক অ্যাওয়ার্ড	✓ সাল: ২০০৯ ✓ ক্ষেত্র: ক্ষুদ্রঋণ ও জামানত বিহীন ব্যাংকিং ✓ প্রদানকারী: স্লোভাকিয়ার ইনফরমাল ইকোনমিক ফোরাম, ইকোনমিক ক্লাবের দেয়া সর্বোচ্চ পুরস্কার, স্লোভাকিয়া
অলিম্পিক লরেল পুরস্কার	✓ সাল: ২০২১ ✓ ক্ষেত্র: ক্রীড়া উন্নয়নে ✓ প্রদানকারী: অলিম্পিক কমিটি
ইউনাইটেড নেশনস ফাউন্ডেশনের চ্যাম্পিয়ান অব গ্লোবাল চেঞ্জ পুরস্কার	✓ সাল: ২০২১ ✓ ক্ষেত্র: মানব মর্যাদা, সমতা এবং ন্যায়বিচার বৃদ্ধির জন্য তার আলোকিত নেতৃত্ব এবং উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ ✓ প্রদানকারী: জাতিসংঘ
কার্ল কুবেল পুরস্কার	✓ সাল: ২০২২ ✓ ক্ষেত্র: অনন্যসাধারণ ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ✓ প্রদানকারী: জার্মানির দ্য কার্ল কুবেল ফাউন্ডেশন ফর চাইল্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি, জার্মানি
ট্রি অব পিস পুরস্কার	✓ সাল: ২০২৪ ✓ ক্ষেত্র: শূন্য নিট কার্বন নিঃসরণ, শূন্য সম্পদ কেন্দ্রীকরণ ও শূন্য বেকারত্বের পৃথিবী এ নীতির জন্য ✓ প্রদানকারী: ১১তম বিশ্ব বাকু ফোরাম, ইউনেস্কো

অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

বিভিন্ন অধ্যাদেশ জারি

ক্র. নং	নাম	জারি
১	Bangladesh Bank (Amendment) Ordinance 2024	১৩ আগস্ট ২০২৪
২	জেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	১৭ আগস্ট ২০২৪
৩	উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	১৭ আগস্ট ২০২৪
৪	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	১৭ আগস্ট ২০২৪
৫	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	১৭ আগস্ট ২০২৪
৬	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (সংশোধন), অধ্যাদেশ, ২০২৪	২৭ আগস্ট ২০২৪
৭	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন), অধ্যাদেশ, ২০২৪	২৭ আগস্ট ২০২৪
৮	বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী (Special Security Force) (সংশোধন), অধ্যাদেশ, ২০২৪	৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
৯	জাতির পিতা পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ ২০২৪	৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪
১০	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন), অধ্যাদেশ, ২০২৪	২৪ অক্টোবর ২০২৪
১১	সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যানসিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪।	১৮ নভেম্বর ২০২৪
১২	জাতীয় সংসদ সচিবালয় (অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ২০২৪	১৮ নভেম্বর ২০২৪
১৩	বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪	১৮ নভেম্বর ২০২৪
১৪	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2024	২৪ নভেম্বর ২০২৪
১৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ, ২০২৪	২৮ নভেম্বর ২০২৪
১৬	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সংশোধন), অধ্যাদেশ, ২০২৪	০৫ ডিসেম্বর ২০২৪
১৭	Bangladesh Law Officers (Amendment) Ordinance, 2024	০৮ ডিসেম্বর ২০২৪

জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন গঠন

পরিচয়	ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকালীন জুলাই গণহত্যায় শহিদ হওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা।
প্রতিষ্ঠাকাল	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
লক্ষ্য	জুলাই গণহত্যায় শহিদ ও আহতদের পরিবারকে স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা।
সভাপতি	ড. মুহাম্মদ ইউনূস
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	অবসরপ্রাপ্তি লে. কর্ণেল কামাল আকবর (৮ মে, ২০২৫)

জুলাই স্মৃতি সম্পর্কিত তথ্যপ্রবাহ

বিষয়	তথ্য
জুলাই স্মৃতি উদ্যান উদ্বোধন	▪ ৩ জানুয়ারি ২০২৫ চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ এলাকায় 'জুলাই স্মৃতি উদ্যান' উদ্বোধন করা হয়। ▪ ১৯৫৪ সালে পাঁচলাইশ পার্ক নামে স্থাপন করা হয় উদ্যানটি। ▪ ১ জানুয়ারি ২০২৫ পার্কটির নাম পরিবর্তন করে 'জুলাই স্মৃতি উদ্যান' রাখা হয়।
জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর	প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের পঞ্চম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' করার সিদ্ধান্ত নেয় ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪।
গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল গঠন	▪ ১৭ অক্টোবর, ২০২৪ উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের আওতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের ইতিহাস সংরক্ষণ এবং শহিদ ও আহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা চূড়ান্ত করতে গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল গঠন করা হয়। ▪ এই সেলের সদস্য সংখ্যা- ১০। ▪ সেলের প্রধান- অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকতা।
উন্নত মম শির	ইতিহাসের অম্লান তরুণ আবু সাঈদকে নিয়ে অনবদ্য চিত্রকলা অঙ্কন করেন শিল্পী শহিদ কবির (এচিং মাধ্যমে)।
অদম্য ২৪ স্মৃতিস্তম্ভ	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে।
শহিদ ওয়াসিম আকরাম উড়াল সড়ক	▪ ১ জানুয়ারি ২০২৫ চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নামকরণ করা হয় 'শহিদ ওয়াসিম আকরাম উড়াল সড়ক'। ওয়াসিম আকরাম ১৬ জুলাই ২০২৪ চট্টগ্রামে শহীদ হন এবং তার বাড়ি কক্সবাজার জেলায়।

সরকারি চাকরির বয়সসীমা ৩২ নির্ধারণ

- ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ, পাবলিক নন-ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশনসহ স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ২০২৪ জারি করা হয়।
- অধ্যাদেশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩২ বছর করা হয়।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পুনর্বহাল

একাত্তরে যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন, ১৯৭৩ এর মাধ্যমে ২৫ মার্চ, ২০১০ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ২০২৪ সালের ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার বিচারের জন্য ১৪ অক্টোবর, ২০২৪ সালে এই ট্রাইব্যুনালটি পুনর্গঠিত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ৮ মে, সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে এই ট্রাইব্যুনালকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ নামকরণ করে এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গঠন করে।

ট্রাইব্যুনালের গঠন

ট্রাইব্যুনাল	ট্রাইব্যুনাল-১	ট্রাইব্যুনাল-২
চেয়ারম্যান	হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার	হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী
সদস্য	হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মহিতুল হক এনাম চৌধুরী	বিচারপতি মো. মঞ্জুরুল বাছিদ (অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ) এবং বিচারপতি মো. শাহরিয়ার কবীর (মাদারীপুরের জেলা ও দায়রা জজ)
চিফ প্রসিকিউটর	মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম	মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রণয়ন

- **শ্বেতপত্র হচ্ছে-** সরকারের দ্বারা প্রকাশিত কোনো নীতিগত নথি যেখানে সংসদীয় প্রস্তাবনা থাকে।
- **অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য-** দেশের বিদ্যমান অর্থনীতির সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা।
- **শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির আনুষ্ঠানিক নাম-** বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থার শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি।
- **কমিটির প্রধান-** বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের সম্মানীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

শ্বেতপত্রে যে ছয়টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়-

- সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- বাহ্যিক ভারসাম্য
- জ্বালানি ও বিদ্যুৎ
- মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা
- কর্মসংস্থান
- বেসরকারি বিনিয়োগ

- অন্তবর্তীকালীন সরকারের অর্থনৈতিক শ্বেতপত্রের শিরোনাম-
  'বাংলাদেশের অর্থনীতির শ্বেতপত্র: একটি উন্নয়ন আখ্যানের ব্যবচ্ছেদ' (White Paper report on the state of Bangladesh Economy: Dissection of a Development Narrative).
- **শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন-** ১ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালে প্রধান উপদেষ্টার কাছে শ্বেতপত্র হস্তান্তর করা হয়। এটি এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে (ICPPED) বাংলাদেশের স্বাক্ষর

- গুম বন্ধের পাশাপাশি এই অপরাধের জন্য দায়মুক্তি বন্ধ করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ২৯ আগস্ট, ২০২৪ সালে গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করে।
- ২০১০ সালে ৩০ আগস্টকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক গুম দিবস ঘোষণা করে।
- ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ 'Commissions of Inquiry Act, 1956'-এর section 3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গুম হওয়া ব্যক্তিদের সন্ধানে পাঁচ সদস্য-বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।
- কমিশনের প্রধান বা সভাপতি মনোনীত হন হাইকোর্ট বিভাগের সাবেক বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী।

সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান

- ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে 'The Code of Criminal Procedure, 1898' এর ১২ (১) ও ১৭ ধারা অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে স্পেশাল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করে।

কর্মকর্তার পরিচিতি	আইন ও অপরাধসমূহ	সময়কাল
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন্ড অফিসার	ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ৬৪, ৬৫, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯৫ (২), ১০০, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩৩, ১৪২	প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ৬০ দিন পর্যন্ত। তবে এটি এখনও (জুন, ২০২৫) বহাল আছে

বিডিআর বিদ্রোহ হত্যাকাণ্ড তদন্তে কমিশন গঠন

- বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সাত সদস্যের স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
- এই কমিশনের প্রধান করা হয়েছে বিডিআরের (বর্তমানে বিজিবি) সাবেক মহাপরিচালক এ এল এম ফজলুর রহমানকে।

প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সেবা চালু

বিশেষ লাউঞ্জ: ১১ নভেম্বর, ২০২৪ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ একটি লাউঞ্জ উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য এটিই প্রথম লাউঞ্জ।

ওয়েটিং লাউঞ্জ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী যাত্রী ও তাদের স্বজনদের জন্য ওয়েটিং লাউঞ্জের উদ্বোধন করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে সাজাপ্রাপ্ত প্রবাসীদের মুক্তিতে অবদান

জুলাই মাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সংহতি জানিয়ে আরব আমিরাতে বিক্ষোভ করায় আটক হয়েছিলেন ৫৭ জন বাংলাদেশি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ উদ্যোগের ফলে সংযুক্ত আরব আমিরাত ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সাজাপ্রাপ্ত সবাইকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে।

পলিথিনের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ

- ১ অক্টোবর, ২০২৪ থেকে দেশের সুপার শপ
- ১ নভেম্বর, ২০২৪ থেকে দেশের কাঁচাবাজারে পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

সংস্কার কমিশন

বিভিন্ন সংস্কার কমিশন ও কমিশন প্রধান

ক্র. নং	সংস্কার কমিশন	সংস্কার কমিশনের প্রধান	ক্র.	সংস্কার কমিশন	সংস্কার কমিশনের প্রধান
১	নির্বাচনব্যবস্থা	বদিউল আলম মজুমদার	৭	দুর্নীতি দমন	ইফতেখারুজ্জামান
২	পুলিশ	সফর রাজ হোসেন	৮	জনপ্রশাসন	আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী
৩	বিচার বিভাগ	বিচারপতি শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান	৯	সংবিধান	আলী রীয়াজ
৪	স্বাস্থ্য	জাতীয় অধ্যাপক এ কে আজাদ খান	১০	শ্রমিক অধিকার	সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ
৫	গণমাধ্যম	জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কামাল আহমেদ	১১	নারী বিষয়ক	শিরীন পারভীন হক
৬	স্থানীয় সরকার	তোফায়েল আহমেদ			

দুর্নীতি দমন সংস্কার কমিশন

- **ইংরেজি নাম:** Anti-Corruption Reform Commission (ACRC)
- **গঠন:** ৩ অক্টোবর, ২০২৪
- **মোট সদস্য:** ৮ জন
- **প্রধান:** ড. ইফতেখারুজ্জামান (TIB'র নির্বাহী পরিচালক)

সুপারিশের সারসংক্ষেপ

- সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদের পরিবর্তন।
- স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন।
  রাষ্ট্রীয় ও আইনি ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন ও প্রতিরোধে-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- বেসরকারি খাতে ঘুষ লেনদেনকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান- UNCAC এর অনুচ্ছেদ ২১ অনুসারে বেসরকারি খাতের ঘুষ লেনদেনকে স্বতন্ত্র অপরাধ হিসেবে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
- Common Reporting Standards এর বাস্তবায়ন।
- Open Government Partnership এর পক্ষভুক্ত করা।
- দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে বরখাস্ত করতে শৃঙ্খলা অনুবিভাগ রাখার সুপারিশ।
- দুদক আইনে পরিবর্তন- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ৩২ক বিলুপ্ত করতে হবে।
- দুদক কর্তৃক একটি Prosecution Policy প্রণয়ন।
- দুদকের নিজস্ব বেতন কাঠামো তৈরি।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

বিষয়	বর্তমান	প্রস্তাবিত
প্রতিষ্ঠানের ধরন	সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান
সদস্য	৩ জন	৫ জন (কমপক্ষে ১ জন নারী থাকবে)
মেয়াদ	৫ বছর	৪ বছর
কমিশন গঠনে কমিটি	সার্চ কমিটি	বাছাই ও পর্যালোচনা কমিটি
দুদক কমিশনারদের অভিজ্ঞতা	২০ বছর	১৫ বছর
মহাপরিচালক সংখ্যা	৮ জন	১২ জন

সংবিধান সংস্কার কমিশন

- **ইংরেজি নাম:** Constitution Reform Commission
- **গঠন:** ৬ অক্টোবর, ২০২৪
- **মোট সদস্য:** ৯ জন
- **প্রধান:** আলী রীয়াজ (রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও লেখক)

সুপারিশের সারসংক্ষেপ

- সংবিধানের প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে 'প্রজাতন্ত্র' এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'নাগরিকতন্ত্র' এবং 'জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ' শব্দগুলো ব্যবহৃত হবে। তবে ইংরেজি সংস্করণে "Republic" ও "Peoples Republic of Bangladesh" শব্দগুলো অপরিবর্তিত থাকবে।
- নাগরিকতন্ত্রের রাষ্ট্র ভাষা হবে 'বাংলা'। সংবিধানে বাংলাদেশে নাগরিকদের মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সকল ভাষা এ দেশের প্রচলিত ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ক এবং ৭খ বিলুপ্তিকরণ।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

বিষয়	বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ	বর্তমানে	প্রস্তাবিত
সাংবিধানিক নাম	১	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (People's Republic of Bangladesh)	জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ (People's Republic of Bangladesh)
নাগরিকত্ব	৬(২)	বাঙালি	বাংলাদেশি
মূলনীতি	৮	জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা	সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র
সংসদ	৬৫	এককক্ষ বিশিষ্ট	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট
সরকারের মেয়াদ	৫৭	৫ বছর	৪ বছর
জাতীয় সংসদের মেয়াদ	৭২	৫ বছর	৪ বছর
রাষ্ট্রপতির মেয়াদ	৫০	৫ বছর	৪ বছর
সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ন্যূনতম বয়স	৬৬	২৫ বছর	২১ বছর
নিম্নকক্ষে আসন	-	-	৪০০
উচ্চকক্ষে আসন	-	-	১০০

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

- **ইংরেজি নাম:** Electoral Reform Commission
- **গঠন:** ৩ অক্টোবর ২০২৪
- **মোট সদস্য:** ৮ জন
- **প্রধান:** ড. বদিউল আলম মজুমদার, (সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন), নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ)

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

বিষয়	বর্তমানে	সংস্কারে সুপারিশ
সংসদ	এক কক্ষ	দ্বি-কক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ	যতবার ইচ্ছা ততবার	(একাদিক্রমে দুই বা দুবারের বেশি নয় অন্য যেকোনোভাবে)
একই ব্যক্তি একই সাথে প্রধানমন্ত্রী, রাজনৈতিক দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা	অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন	পারবেন না
ডেপুটি স্পিকার	সরকারি দল	বিরোধী দল
সংসদের নিম্নকক্ষে নারীদের সংরক্ষিত আসন	৫০	১০০
নির্বাচনে EVM ব্যবহার	বৈধ	বাতিল
একাধিক আসনে প্রার্থী	বৈধ	বাতিল
স্থানীয় সরকার নির্বাচন	দলীয়	নির্দলীয়
প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটিং	ব্যবস্থা নেই	ব্যবস্থা করা
অনলাইন ভোটিং	ব্যবস্থা নেই	ব্যবস্থা করা
গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে ভোটের %	নেই	৪০% ভোট না পড়লে সেই আসনে পুনর্নির্বাচন

- দুবারের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।

পুলিশ সংস্কার কমিশন

- **ইংরেজি নাম:** Police Reform Commission
- **গঠন:** ৩ অক্টোবর, ২০২৪
- **মোট সদস্য:** ৯ জন
- **প্রধান:** সফর রাজ হোসেন (সাবেক সচিব)

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

▪ পুলিশ কমিশন গঠন।	▪ যুগোপযোগী আইন ও প্রবিধানমালা।
▪ পুলিশের দুর্নীতি প্রতিরোধে ওয়াচডগ/ওভারসাইট কমিটি গঠন।	▪ নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রদান।
▪ কাজের চাপ কমাতে পুলিশের কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ উন্নত করা।	▪ পুলিশের পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বিবেচনা করা।
▪ বিশেষায়িত সংস্থা/ ইউনিট শক্তিশালীকরণ।	

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

- **ইংরেজি নাম:** Judicial Reform Commission
- **গঠন:** ০৩ অক্টোবর, ২০২৪
- **মোট সদস্য:** ৭ জন
- **প্রধান:** বিচারপতি শাহ্ আবু নাঈম মোমিনুর রহমান (সাবেক বিচারক, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট)

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

- সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে বিচারপতির সংখ্যা নির্ধারণে প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের প্রাধান্য।
- সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয় স্থাপন।
- আদালতের বিকেন্দ্রীকরণ- সংবিধানের ১০০ অনুচ্ছেদ সংশোধনীর মাধ্যমে রাজধানীর বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় সদরে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা।
- স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন, ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন ও ১৯৪৩ সালের পুলিশ প্রবিধানমালা সংস্কার।

বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সংবিধান-সংশোধনী

অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩) (রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সীমিত করে নিয়োগ কমিশনকে ক্ষমতায়িত করা),
৫৫(২) (প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা থেকে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগের বিষয়কে পৃথক করা),
৯৪ (বিচারকদের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির মতকে প্রাধান্য দেয়া এবং আপীল বিভাগের ন্যূনতম বিচারক সংখ্যা ৭ (সাত) জন করা),
৯৫ (রাষ্ট্রপতি আপীল বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককেই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করবেন, অর্থাৎ, প্রধান বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতির কোনো স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা থাকবে না বা নির্বাহী বিভাগের কোনো প্রভাব থাকবে না।

জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন

- **ইংরেজি নাম:** Public Administration Reforms Commission
- **গঠন:** ৩ অক্টোবর, ২০২৪
- **মোট সদস্য:** ১১ জন
- **প্রধান:** আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী (সাবেক সচিব ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা)

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

- পুরোনো চারটি বিভাগের সীমানাকে চার প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা চালু।
- কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে নতুন দুটি বিভাগ সৃষ্টি।
- নয়া দিল্লির মতো কেন্দ্র শাসিত রাজধানী মহানগর সরকার গঠন করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করা।
- জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদবি পরিবর্তন।
- জেলা পরিষদ বাতিল, উপজেলা পর্যায়ে একজন এএসপিকে 'জননিরাপত্তা অফিসার' হিসেবে নিয়োগ প্রদান।
- একটির বদলে তিনটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন (সাধারণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) গঠন।
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন (বর্তমানে চালু বিভিন্ন ক্যাডারকে ১২টি প্রধান সার্ভিসে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব)।
- উপসচিব পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রশাসন ক্যাডারের কোটা ৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫০ শতাংশে আনার প্রস্তাব।

মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংখ্যা হ্রাস

	বর্তমান	সুপারিশ		বর্তমান	সুপারিশ
মন্ত্রণালয়	৪৩টি	২৫টি	বিভাগ	৬১টি	৪০টি

মন্ত্রণালয়গুলোকে পাঁচটি গুচ্ছে বিভক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। এগুলো হলো:

বিধিবদ্ধ প্রশাসন	অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য	ভৌত অবকাঠামো ও যোগাযোগ	কৃষি ও পরিবেশ	মানব সম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন

- **ইংরেজি নাম:** Local Government Reform Commission.
- **গঠন:** ১৮ নভেম্বর, ২০২৪
- **প্রধান:** অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান)
- **মোট সদস্য:** ৮ জন

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

- স্থানীয় সরকারের পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক আইন ও বিধিমালা বাতিলের সুপারিশ ।
- সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মেয়র এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের নির্বাচন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোট না করা।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের রাজনৈতিক দলের প্রতীক ব্যবহার না করা।
- জেলা পরিষদের সদস্যদের জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত করা।
- জেলা পরিষদ হবে পরিকল্পনা ইউনিট আর উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ হবে বাস্তবায়ন ইউনিট।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো দুটি ভাগে ভাগ করার সুপারিশ- ক. বিধানিক অংশ; খ. নির্বাহী অংশ

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন

ইংরেজি নাম: Media Reform Commission

গঠন: ১৮ নভেম্বর, ২০২৪

মোট সদস্য: ১১ জন

প্রধান: কামাল আহমেদ

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

- One house, one media অর্থাৎ একই কোম্পানি বা মালিকের অধীনে একাধিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান থাকতে পারবে না।
- বিটিভি, বেতার ও বাসসকে একীভূত করে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি, যার নাম হতে পারে 'বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা বা জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা'।
- মাঝারি ও বড় সংবাদমাধ্যমকে পুঁজিবাজার শেয়ার ছাড়তে হবে।
- সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন।
- সাংবাদিকদের ন্যূনতম বেতন স্কেল সরকারি প্রথম শ্রেণির (নবম গ্রেড) করার সুপারিশ।

স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন

ইংরেজি নাম: Health Sector Reform Commission

গঠন: ১৮ নভেম্বর, ২০২৪

সদস্য: ১১ জন

প্রধান: জাতীয় অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান (সভাপতি বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি)

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ঘোষণার সুপারিশ।
- জিডিপির কমপক্ষে ৫% এবং জাতীয় বাজেটের ১৫% স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের সুপারিশ।
- স্বাস্থ্য খাতের নীতি নির্ধারণ ও তদারকির জন্য একটি স্বতন্ত্র 'বাংলাদেশ স্বাস্থ্য কমিশন' এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস' গঠনের প্রস্তাব। এছাড়া স্বাস্থ্যখাতে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ার জন্য একটি স্বতন্ত্র পাবলিক সার্ভিস কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠনের সুপারিশ।
- প্রতিটি রোগীকে চিকিৎসকের সাথে অন্তত ১০ মিনিট পরামর্শের সময় দেখার মান নির্ধারণ সুপারিশ।
- অত্যন্ত দরিদ্রে জনগোষ্ঠীর ২০% কে সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান এবং ১০% দরিদ্র রোগীকে বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ।

শ্রম সংস্কার কমিশন

ইংরেজি নাম: Labor Reform Commission
গঠন: ১৭ নভেম্বর ২০২৪
মোট সদস্য: ১০ জন
কমিশন প্রধান: সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, BILS

উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ

- সকল শ্রমিকের আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষা: শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার, দরকষাকষি, তথ্যপ্রাপ্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।
- ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ: খাতভিত্তিক মর্যাদাপূর্ণ মজুরি, নিরাপদ-হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা এবং শ্রমিক নিবন্ধন ব্যবস্থা গঠন।
- সম-অধিকার ও বৈষম্য প্রতিরোধ: নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, যৌন হয়রানি ও সহিংসতা বন্ধ, শিশু ও জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ।
- সামাজিক নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন: সামাজিক সুরক্ষা, আপদকালীন তহবিল, শহিদ স্বীকৃতি, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা।
- শিল্পায়ন, দক্ষতা ও নাগরিক সুবিধা: টেকসই শিল্পায়ন, শ্রমঘন এলাকায় নাগরিক সুবিধা, দক্ষতা উন্নয়ন ও শ্রমবিষয়ক গবেষণা।
- প্রবাসী শ্রমিক ও জলবায়ু সংবেদনশীলতা: অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় কর্মপরিবেশের পুনর্গঠন।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন

- **ইংরেজি নাম**: Women's Affairs Reform Commission
- **গঠন**: ১৮ নভেম্বর, ২০২৪
- **মোট সদস্য**: ১০ জন
- **প্রধান**: শিরীন পারভিন হক (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, নারীপক্ষ)

সুপারিশের সারসংক্ষেপ

- সংবিধানের ২৬ম ২৭, ২৮(৩), ২৯, ৩২ ও ৪২ অনুচ্ছেদ সংশোধন।
- CEDAW এর সংরক্ষণসমূহ প্রত্যাহার, স্থায়ী নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যমূলক সকল আইন পর্যালোচনা ও সংশোধন।
- নারীর স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন।
- নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য সহিংসতা মুক্ত সমাজ।
- জনপ্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।
- নারীর অগ্রগতির জন্য শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধি।
- সকল বয়সী নারীর জন্য সুস্বাস্থ্য।
- অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ও সম্পদের সুষ্ঠু বিন্যাস।
- নারী শ্রমিকের নিরাপদ অভিবাসন।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন

সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশসমূহ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য গঠনের জন্য রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলোর সঙ্গে আলোচনা করতে এবং সেই মর্মে সুপারিশ প্রদান করতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

- জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি- প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস
- সদস্য সংখ্যা- ৭
- প্রজ্ঞাপন জারি- ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
- মেয়াদ- কার্যক্রম শুরুর তারিখ থেকে ছয় মাস
- কার্যক্রম শুরু- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত আদালতের রায়

২০২৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ পঞ্চদশ সংশোধনীটি আংশিক অবৈধ বলে রায় দেন। হাইকোর্ট পঞ্চদশ সংশোধনীর ৫৪ টি বিধানের মধ্যে মোট ছয়টি বিধান বাতিল করেছে। বাকি ৪৮টি পরবর্তী সংসদের উপর ন্যস্ত করেছে।

যে বিধান গুলো বাতিল করা হয়

বাতিলকৃত বিধান	আদালতের মন্তব্য
▪ পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ২০ ও ২১ নং ধারা। এর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরে আসার বড় বাধা দূর হলো।	▪ এ দুটি ধারাকে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বাতিল ঘোষণা করে আদালত বলেছে এগুলো সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে ধ্বংস করেছে।
▪ পঞ্চদশ সংশোধনী আইনের ৪৭ ধারা বাতিল ঘোষণা। এর ফলে ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীতে ১৪২ অনুচ্ছেদে যেভাবে গণভোটের বিধান সংযুক্ত হয়েছিল সেভাবেই তা পুনর্বহাল হলো।	▪ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় বাতিল ঘোষণা করা হলো।
▪ সংবিধানের ৭(ক) ও ৭(খ) অনুচ্ছেদ বাতিল।	▪ অসাংবিধানিক, অসঙ্গতিপূর্ণ ও অস্পষ্ট বলে উল্লেখ।
▪ সংবিধানের ৪৪(২) অনুচ্ছেদ বাতিল। [৪৪(২) অনুচ্ছেদ- এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোনো আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যেকোনো ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।]	▪ সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক। এর গার্ডিয়ানশিপ বা তার ক্ষমতা নিম্ন আদালতে দেওয়ার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশে এযাবৎকালীন গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাগণ

প্রধান উপদেষ্টা	কার্যকাল
বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০ – ৯ অক্টোবর, ১৯৯১
বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	৩০ মার্চ, ১৯৯৬ – ২৩ জুন, ১৯৯৬
বিচারপতি লতিফুর রহমান	১৫ জুলাই, ২০০১ – ১০ অক্টোবর, ২০০১
অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদ	২৯ অক্টোবর, ২০০৬ – ১২ জানুয়ারি, ২০০৭
ড. ফখরুদ্দিন আহমদ	১২ জানুয়ারি, ২০০৭ – ৬ জানুয়ারি, ২০০৯

গণভোট সংক্রান্ত বিধান

সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে গণভোট সংক্রান্ত বিধান সংযুক্ত ছিল।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত গণভোট

বাংলাদেশে মোট তিনবার গণভোট অনুষ্ঠিত হয়।

সাল	যে কারণে গণভোট হয়
১৯৭৭	প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন কার্যের বৈধতা দান প্রসঙ্গে
১৯৮৫	হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সমর্থন যাচাইয়ে
১৯৯১	সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন প্রস্তাব নিয়ে

ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা

২০ অক্টোবর ২০২৪, বিচারপতিদের অপসারণে সংসদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আনা সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা কর সুপ্রিম কোর্ট এর ফলে বিচারপতিদের অপসারণ ক্ষমতা পুনরায় সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

বর্তমানে ৯৬ অনুচ্ছেদ

২০ অক্টোবর, ২০২৪ সালে আপিল বিভাগের চূড়ান্ত রিভিউ শুনানির পর সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের ২-৮ নং বিধান পুনর্বহাল হয়। অর্থাৎ বর্তমানে ৯৬ অনুচ্ছেদে ৮টি বিধান থাকবে।

বিচারকদের অপসারণ

সংবিধানের ৯৬ (২) অনুচ্ছেদের বিধানমতে অবসর গ্রহণের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোনো বিচারককে অপসারণ করতে হলে সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীনে গঠিত সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে অপসারণ করা যাবে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৬ (৩) অনুচ্ছেদে সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

সংবিধান বাতিল/অবৈধ সংশোধনীসমূহ

১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত সংবিধানের ৫টি সংশোধনী বাতিল/অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে- ৫ম, ৭ম, ১৩তম, ১৫তম (আংশিক), ১৬তম।

সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ

- অধ্যাদেশ জারি- ২১ জানুয়ারি, ২০২৫
- সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগে সুপারিশের জন্য গঠিত কাউন্সিলের নাম- সুপ্রীম জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল।
- কাউন্সিলের সদস্য হবে- ৭ জন।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (জিআই পণ্য)

জিআই পণ্যের ধারণা

GI এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Geographical Indication যার বাংলা পারিভাষিক অর্থ ভৌগোলিক নির্দেশক। সাধারণত কোনো পণ্য বা দ্রব্যের উৎপত্তি বা উদ্ভাবিত স্থান বা অঞ্চলকে নির্দেশ করতে GI ধারণাটি ব্যবহৃত হয়। মূলত GI হলো একটি নাম বা সাইন যা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাকে নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে পণ্যটি ঐ নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের পণ্য হিসেবে খ্যাতি পায় এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

WTO এর TRIPS চুক্তিতে GI এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ-

"Geographical Indication are indication that identify a good as originating in the territory of a member or a region or locality in that territory where a given quality reputation or other characteristic of goods is essentially attributable to its geographic origin". অর্থাৎ ভৌগোলিক নির্দেশক হলো এমন এক ধরনের চিহ্ন বা নাম, যা দেখলেই বোঝা যায়- পণ্যটি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা থেকে এসেছে এবং তার বিশেষ গুণ, মান বা খ্যাতি ওই এলাকার পরিবেশ, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

একটি পণ্য যেভাবে জিআই নিবন্ধন পায়

জিআই পণ্যের নিবন্ধন প্রদান করে WIPO (World Intellectual Property Organization) যার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করতে হয়। এসব শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পণ্য GI নিবন্ধন পেয়ে থাকে। তবে WIPO -এর হয়ে কাজটি করে থাকে সংশ্লিষ্ট দেশের কোনো নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশে এ দায়িত্বটি পালন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্যাটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তর (DPDT)। কোনো পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ঐ পণ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে তথ্য প্রমাণসহ DPDT -তে আবেদন করতে হয়। আবেদন পাওয়ার পর DPDT তাদের নিজস্ব জার্নালে ঐ পণ্যের যাবতীয় তথ্য সহ একটি নিবন্ধন প্রকাশ করে। আইন অনুযায়ী নিবন্ধন প্রকাশের দুই মাসের মধ্যে দেশ বা বিদেশ থেকে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি না আসলে অধিদপ্তর পণ্যটির GI নিবন্ধন প্রদান করে।

বাংলাদেশের জিআই পণ্য

বাংলাদেশে ২০১৩ সালে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন ২০১৩ পাস হয়। এর আওতায় জিআই সনদ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে জিআই পণ্যের সংখ্যা ৫৫টি।

১. জামদানি শাড়ি	২০. কুমিল্লার রসমালাই	৩৯. ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা
২. বাংলাদেশের ইলিশ	২১. কুষ্টিয়ার তিলের খাজা	৪০. কুমিল্লার খাদি
৩. চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম	২২. রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম	৪১. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি
৪. বিজয়পুরের সাদা মাটি	২৩. মৌলভীবাজারের আগর	৪২. গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা
৫. দিনাজপুর কাটারিভোগ	২৪. মৌলভীবাজারের আগর আতর	৪৩. সুন্দরবনের মধু
৬. বাংলাদেশ কালিজিরা	২৫. মুক্তাগাছার মণ্ডা	৪৪. শেরপুরের ছানার পায়েস
৭. রংপুরের শতরঞ্জি	২৬. যশোরের খেজুরের গুড়	৪৫. সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি
৮. রাজশাহী সিল্ক	২৭. নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা	৪৬. গাজীপুরের কাঁঠাল
৯. ঢাকাই মসলিন	২৮. রাজশাহীর মিষ্টি পান	৪৭. কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান
১০. রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলি আম	২৯. গোপালগঞ্জের রসগোল্লা	৪৮. অষ্টগ্রামের পনির
১১. বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি	৩০. জামালপুরের নকশিকাঁথা	৪৯. বরিশালের আমড়া
১২. বাংলাদেশের শীতলপাটি	৩১. টাঙ্গাইল শাড়ি	৫০. কুমারখালীর বেডশিট
১৩. বগুড়ার দই	৩২. নরসিংদীর লটকন	৫১. দিনাজপুরের বেদানা লিচু
১৪. শেরপুরের তুলশীমালা ধান	৩৩. মধুপুরের আনারস	৫২. মুন্সীগঞ্জের পাতক্ষীর
১৫. চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম	৩৪. ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই	৫৩. নওগাঁর নাক ফজলী আম
১৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম	৩৫. মাগুরার হাজরাপুরী লিচু	৫৪. টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের জামুর্কির সন্দেশ
১৭. নাটোরের কাঁচাগোল্লা	৩৬. সিরাজগঞ্জের গামছা	৫৫. ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলার বীজ ও গাছ
১৮. বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল	৩৭. সিলেটের মণিপুরি শাড়ি	
১৯. টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম	৩৮. মিরপুরের কাতান শাড়ি	[সর্বশেষ আপডেট এপ্রিল- ২০২৫]

বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান-২০২৪

অবদান	অবস্থান
ইলিশ উৎপাদন এবং পাট রপ্তানি	প্রথম
পাট উৎপাদন, কাঁঠাল উৎপাদন, তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ও স্বাদু পানির মাছ উৎপাদন।	দ্বিতীয়
ধান উৎপাদন	তৃতীয়
ছাগল উৎপাদন	চতুর্থ

অবদান	অবস্থান
প্রবাসী আয়	অষ্টম
চা উৎপাদন	দ্বাদশ
আম উৎপাদন	সপ্তম

প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি

ক্রমিক নং	পদবি	নাম
১	প্রধান বিচারপতি	সৈয়দ রেফাত আহমেদ (২৫তম)
২	সেনাবাহিনী প্রধান	জেনারেল ওয়াকার উজ জামান (১৮তম)
৩	নৌবাহিনী প্রধান	মোহাম্মদ নাজমুল হাসান (১৭তম)
৪	বিমানবাহিনী প্রধান	হাসান মাহমুদ খান (১৭তম)
৫	বাংলাদেশের ব্যাংকের গভর্নর	আহসান এইচ মনসুর (১৩তম)

সর্বশেষ তথ্যসমূহ (বিভাগ, জেলা, থানা ইত্যাদি)

বিষয়	বর্তমান সংখ্যা	সর্বশেষ
বিভাগ	৮টি	ময়মনসিংহ; গঠিত হয় ২০১৫ সালে
জেলা	৬৪টি	প্রস্তাবিত ৬৫তম জেলা কিশোরগঞ্জের ভৈরব। প্রতিষ্ঠাকালীন জেলা ১৯টি।
থানা	৬৫২টি	ভাসানচর থানা, নোয়াখালী; ঈদগাঁও থানা, কক্সবাজার
উপজেলা	৪৯৫টি	৩ উপজেলা ঈদগাঁও, ডাসার ও মধ্যনগর
পৌরসভা	৩৩০টি	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
সিটি কর্পোরেশন	১২টি	ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়– ২০১৮ সালে
নদী বন্দর	৫৪টি	সন্দ্বীপ (উপকূলীয় নদীবন্দর)
স্থল বন্দর	২৪টি	ভোলাগঞ্জ, সিলেট
সমুদ্র বন্দর	৩টি	পায়রা সমুদ্র বন্দর, পটুয়াখালী
গ্যাসক্ষেত্র	২৯টি	ইলিশা ১, ভোলা
চা বাগান	১৭০টি	পঞ্চগড় টি কোম্পানি
মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	৫টি	খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা
সরকারি মেডিকেল কলেজ	৩৭টি	সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, সুনামগঞ্জ
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬টি	হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
সরকারি মেরিন একাডেমি	৫টি	রংপুর সরকারি মেরিন একাডেমি
আর্মড মেডিকেল কলেজ	৬টি	রংপুর আর্মড মেডিকেল কলেজ
ক্যাডেট কলেজ	১২টি	জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ

গুরুত্বপূর্ণ পদক ও পুরস্কার

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৫

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মানজনক রাষ্ট্রীয় পদক হচ্ছে স্বাধীনতা পুরস্কার। জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পদকে ভূষিত করা হয়। পুরস্কারটি প্রবর্তন করা হয় ১৯৭৭ সালে (স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার নামে)। স্বাধীনতা পদকের অর্থমূল্য ৫ লক্ষ টাকা। ২০২৫ সালে ৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

ক্র. নং	নাম	ক্ষেত্র	মন্তব্য
১.	মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ	সাহিত্য	মরণোত্তর
২.	নভেরা আহমেদ	সংস্কৃতি	মরণোত্তর
৩.	স্যার ফজলে হাসান আবেদ	সমাজসেবা	মরণোত্তর
৪.	অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	মরণোত্তর
৫.	মোহাম্মদ মাহবুবুল হক খান ওরফে আজম খান	মুক্তিযুদ্ধ ও সংস্কৃতি	মরণোত্তর
৬.	জনাব বদরুদ্দীন মোহাম্মাদ উমর	শিক্ষা ও গবেষণা	-
৭.	আবরার ফাহাদ	প্রতিবাদী তারুণ্য	মরণোত্তর

একুশে পদক-২০২৫

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশে পদক। পদকটি প্রবর্তন করা হয় ১৯৭৬ সালে। পুরস্কার প্রাপ্তদেরকে ১৮ ক্যারেট মানের ৩৫ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক, ৪ লক্ষ টাকা, একটি রেপ্লিকা ও একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। একুশে পদক প্রদান করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২০২৫ সালে ১৪ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জাতীয় নারী ফুটবল দলকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের নাম	ক্ষেত্র
হেলাল হাফিজ (মরণোত্তর) ও শহীদুল জহির (মরণোত্তর)	ভাষা ও সাহিত্যে
নিয়াজ জামান	শিক্ষা
শহীদুল আলম	সংস্কৃতি ও শিক্ষা
আজিজুর রহমান (মরণোত্তর)	চলচ্চিত্র
মঈদুল হাসান	গবেষণায়
মোহাম্মদ ইউসুফ চৌধুরী (মরণোত্তর)	সমাজসেবা
বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল	ক্রীড়া
ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের নাম	**ক্ষেত্র**
ওস্তাদ নীরদ বরণ বড়ুয়া (মরণোত্তর), ফেরদৌস আরা	সংগীত
নাসির আলী মামুন	আলোকচিত্র
রোকেয়া সুলতানা	চিত্রকলা
মাহফুজ উল্লা (মরণোত্তর)	সাংবাদিকতা
মাহমুদুর রহমান	সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার
মেহেদী হাসান খান (অভ্র), রিফাত নবী, তানবিন ইসলাম এবং শাবাব মুস্তাফা	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত একটি বাৎসরিক সাহিত্য পুরস্কার । এ পুরস্কারের অর্থমূল্য- তিন লক্ষ টাকা।

২০২৪ সালে ০৭টি ক্যাটাগরিতে ০৭ জন ব্যক্তিকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

বিষয়	নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম	বিষয়	নির্বাচিত ব্যক্তিদের নাম
কবিতা	মাসুদ খান	গবেষণা	মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া
প্রবন্ধ/গদ্য	সলিমুল্লাহ খান	বিজ্ঞান	রেজাউর রহমান
অনুবাদ	জিএইস হাবীব	ফোকলোর	সৈয়দ জামিল আহমেদ
নাটক ও নাট্যসাহিত্য	শুভাশিস সিনহা		

বিভিন্ন রিপোর্ট সমীক্ষায় বাংলাদেশ

বিষয়	অবস্থান	বিষয়	অবস্থান
বাস্তুচ্যুত আশ্রয়দাতা দেশ হিসেবে	১ম	জিডিপি প্রবৃদ্ধি সূচকে	৩য়
মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যায়	৪র্থ	পোশাক রপ্তানিতে (একক দেশ হিসেবে)	২য়
বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে (২০২১)	৭ম	সার্কভুক্ত দেশে জনসংখ্যায়	৩য়

বিষয়	অবস্থান	বিষয়	অবস্থান
বৈশ্বিক লিঙ্গ সমতা সূচকে (২০২৫)	২৪তম	বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচকে (২০২৫)	৩৫তম
বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা সূচকে	১০৫তম	বৈশ্বিক নারী উদ্যোক্তা সূচকে	৬৫তম
বিশ্ব অর্থনীতিতে (Visual Capitalist)	৩৫তম	বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে (২০২৫)	১২২তম
টেকসই উন্নয়ন সূচকে (২০২৪)	৭তম	বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে (২০২৩)	১০৫তম
বিশ্ব সমৃদ্ধি সূচকে	১২৪তম	খাদ্য নিরাপত্তা সূচকে (২০২২)	৮০তম
বিশ্বের জনসংখ্যায়	৮ম	সাইবার নিরাপত্তা সূচকে	৩৩তম
মানব উন্নয়ন সূচকে (২০২৫)	১৩০তম	বিশ্ব পর্যটন সূচকে	১০০তম
দুর্নীতির ধারণা সূচকে (২০২৪)	নিম্নক্রম-১৪; উর্ধ্বক্রম - ১৪৭	ডুয়িং বিজনেস সূচকে (বন্ধ হয়ে গেছে)	১৬৮তম
বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে (২০২৪)	৮৪তম	সামরিক শক্তিতে (২০২৪)	৩৭তম
রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ে (২০২৪)	৮ম	ই-গভার্নমেন্ট সূচক (২০২৩)	১১১তম
বৈশ্বিক গণতন্ত্র সূচকে (২০২৪)	১০০তম	ই-কমার্স সূচক (২০২৩)	১১৫তম
বিশ্ব গণমাধ্যমে স্বাধীনতা সূচকে (২০২৫)	১৪৯তম	ডিজিটাল জীবনমান সূচক (২০২৩)	৮২তম
সুখী দেশের তালিকায় (২০২৫)	১৩৪তম	বৈশ্বিক শান্তি সূচকে (২০২৫)	১২৩তম
ব্যস্ততম বন্দর	চট্টগ্রাম: ৬৪তম	বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানিতে	২৬তম
আইনের শাসন (২০২৩)	১২৭তম	উন্নত প্রযুক্তি সূচক	১২৬তম
শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচকে (২০২৫)	১০০তম (৪০টি দেশে ভিসা ছাড়া ভ্রমণ)	বাসযোগ্য শহরের সূচকে (ঢাকা) (২০২৩)	যোগ্যতায়: ১৬৬তম অযোগ্যতায়: ৭ম
গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (২০২৫)	৩৫তম		

মহাপ্রয়াণ হলো যাঁদের

মেজর জেনারেল (অব.) কে এম সফিউল্লাহ (২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-২৬ জানুয়ারি ২০২৫)	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের ৩নং সেক্টরের কমান্ডার। পরে তিনটি নিয়মিত আর্মি ব্রিগেড (ফোর্স নামে পরিচিত) গঠিত হলে একটিতে নেতৃত্ব দেন সফিউল্লাহ। তার নামানুসারে সেই ফোর্সের নাম ছিল 'এস' ফোর্স। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৭ এপ্রিল ১৯৭২-২৪ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।	
এ. এফ. হাসান আরিফ (১০ জুলাই ১৯৪১ – ২০ ডিসেম্বর ২০২৪)	এ. এফ. হাসান আরিফ বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।	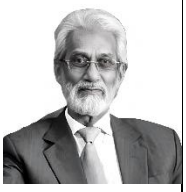
হেলাল হাফিজ (৭ অক্টোবর ১৯৪৮ – ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪)	অভিমান, নৈঃসঙ্গ্য, প্রবল তীব্র আবেগে দোলায়িত, বিরহ-সংলাপে সাজানো দুর্দান্ত এক কাব্যময় কবি ছিলেন তিনি। কর্মজীবনে তিনি 'দৈনিক পূর্বদেশ' এবং 'দৈনিক দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন। সর্বশেষ তিনি 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: যে জ্বলে আগুন জ্বলে (১৯৮৬), কবিতা একাত্তর (২০১২), এক জীবনের জন্মজখম (২০১৯) এবং বেদনাকে বলেছি কেঁদোনা (২০১৯)। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থানের সময় রচিত 'নিষিদ্ধ সম্পাদকীয়' কবিতার প্রথম দুইটি লাইন 'এখন যৌবন যার, মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়; এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়' রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হয় এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময়ও কবিতাটি মানুষের মাঝে তুমুল সাড়া ফেলে।	

জাকারিয়া পিন্টু (১ জানুয়ারি ১৯৪৩ - ১৮ নভেম্বর ২০২৪)	জাকারিয়া পিন্টু স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল ও বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠন ও তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৬টি ম্যাচ খেলেছিলেন। সেই ম্যাচ থেকে পাওয়া অর্থ স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে। তার নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে মালয়েশিয়া মারদেকা কাপে অংশ নেয় বাংলাদেশ। তিনি ১৯৭৮ সালে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার এবং ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।	
সুজেয় শ্যাম (১৪ মার্চ ১৯৪৬-১৭ অক্টোবর ২০২৪)	স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা, সুরকার ও সংগীত পরিচালক। তিনি সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। একাত্তরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শেষ গান এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর প্রথম গানটির সুর করেন সুজেয় শ্যাম। সংগীতে অবদানের জন্য তিনি ২০১৮ সালে একুশে পদক এবং ২০১৫ সালে শিল্পকলা পদক পান। তিনি চারবার শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।	
অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী (১১ অক্টোবর ১৯৩০-৪ অক্টোবর ২০২৪)	সাবেক রাষ্ট্রপতি ও প্রখ্যাত চিকিৎসক। তিনি কুমিল্লা শহরে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (BNP) প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব (১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮-১৯৮৫) ছিলেন। তিনি ১৪ নভেম্বর, ২০০১ থেকে ২১ জুন, ২০০২ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তিনি ৮ মে, ২০০৪ 'বিকল্পধারা বাংলাদেশ' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলাদেশে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামে তার প্রতিষ্ঠিত একটি ট্রাস্টের সাথে জড়িত ছিলেন। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে দেশের প্রথম মহিলা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।	
শিব নারায়ণ দাস (১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬-১৯ এপ্রিল ২০২৪)	স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকার নকশাকার। ৬ জুন ১৯৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের ১১৬ নম্বর (বর্তমান ১১৭-১১৮) কক্ষে তৎকালীন ছাত্রনেতাদের মধ্যে নানা আলাপ-আলোচনার পর পতাকার নকশা ও পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়। এ পতাকাই ২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় উত্তোলিত হয়।	
ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১-২৯ এপ্রিল, ২০২৩)	বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম দিকে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং যুক্তরাজ্য যৌথভাবে এম এ মোবিন ও জাফরুল্লাহকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য ভারতে পাঠায়। তারা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের মেঘালয়ে ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল' স্থাপন করেন। এ হাসপাতালের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন সেনাবাহিনীর ডাক্তার সিতারা বেগম।	

সাম্প্রতিক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব

পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রজাতির মশা রয়েছে, এর মধ্যে মাত্র ১০০ টির মত প্রজাতি রোগ ছড়ায়। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে মশা থেকে ২০টির মতো রোগ ছড়ায়। পুরো পৃথিবীতে কীটপতঙ্গের আক্রমণে প্রতিবছর যত মানুষ মারা যান, তাদের মধ্যে মশাবাহিত রোগে মারা যান সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষ। মশাবাহিত রোগ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ২০শে আগস্ট পালিত হয় বিশ্ব মশা দিবস বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মশাবাহিত পাঁচটি রোগের কথা জানা যায়। এর মধ্যে রয়েছে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া এবং জাপানিজ এনসেফালাইটিস।

ম্যালেরিয়া

স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু ছড়ায়। বাংলাদেশে মোট ৩৬ প্রজাতির অ্যানোফিলিস মশা দেখা যায়, এদের মধ্যে সাতটি প্রজাতি বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়। এখন ম্যালেরিয়া প্রকোপের ৯০ শতাংশের বেশি হয় দেশে তিন পার্বত্য জেলায়। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূলের পরিকল্পনা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কাজ করছে।

ফাইলেরিয়া

কিউলেক্স মশার দুটি প্রজাতি এবং ম্যানসোনিয়া মশার একটি প্রজাতির মাধ্যমে বাংলাদেশে ফাইলেরিয়া রোগ ছড়ায়। ফাইলেরিয়া রোগে মানুষের হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ওঠে। একে স্থানীয়ভাবে গোদ রোগও বলা হয়। বাংলাদেশের ৩৪টি জেলায় ফাইলেরিয়া আক্রান্ত রোগী দেখা যায়। সৈয়দপুর ও নীলফামারীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি।

চিকুনগুনিয়া

চিকুনগুনিয়া রোগও এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম চিকুনগুনিয়া ধরা পড়ে। চিকুনগুনিয়া জ্বরের লক্ষণ সাধারণ ভাইরাল ফিভারের মত। তবে মাথাব্যথা, বমি ভাব, দুর্বলতা, সর্দি-কাশি, এবং র‍্যাশের সঙ্গে শরীরে হাড়ের জয়েন্ট বা সংযোগস্থলে তীব্র ব্যথা হয়। চিকুনগুনিয়া হলে অধিকাংশ সময় তিন থেকে চার দিনের মধ্যে জ্বর সেরে যায়। কিন্তু হাড়ের সংযোগস্থলগুলোতে হওয়া ব্যথা কারো কারো ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ভোগায়।

ডেঙ্গু

এডিস মশার দুইটি প্রজাতি- এডিস ইজিপ্টি এবং অ্যালবোপিকটাস, মূলত ডেঙ্গু ভাইরাসের জীবাণু ছড়ায়। এডিস মশা পাত্রে জমা পরিষ্কার পানিতে জন্মায়। সাধারণত বর্ষাকালে এর ঘনত্ব বেশি হয়, ফলে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাবও এ সময়ে বেড়ে যায়।

ডেঙ্গু ভাইরাসে (DENV) আক্রান্ত মশকীর মাধ্যমে আক্রমণের ফলে ডেঙ্গু ভাইরাস মানবদেহে সংক্রমিত হয়। প্রতিবছর পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা আনুমানিক ১০০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন মানুষ ডেঙ্গু রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। ডেঙ্গু জ্বর তিন ধরনের হতে পারে। যথা: (১) ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর, (২) হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর, (৩) ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোম।

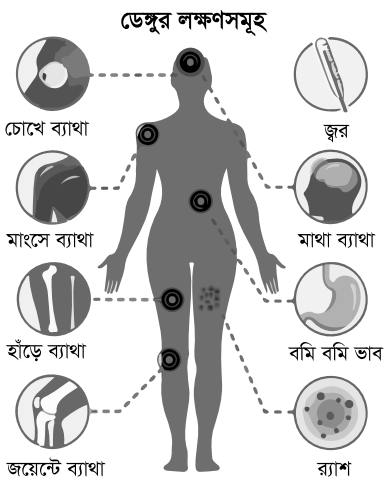

- ❑ **ডেঙ্গু ভাইরাসের সেরোটাইপসমূহ:** চারটি প্রধান সেরোটাইপ শনাক্ত হয়েছে। টাইপ-১, টাইপ-২, টাইপ-৩ এবং টাইপ-৪
- ❑ **লক্ষণ:** বেশিরভাগ ডেঙ্গু আক্রান্ত মানুষের মৃদু বা কোনো লক্ষণ দেখা যায় না এবং এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে যায়। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় ডেঙ্গু তীব্র আকার ধারণ করে মৃত্যু ঘটাতে পারে। যদি উপসর্গ দেখা দেয় তবে আক্রান্ত হওয়ার চার থেকে দশ দিনের মধ্যে শুরু হয় এবং দুই থেকে সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

আক্রান্ত হওয়ার পর যে সকল লক্ষণ দেয়া দেয়-

- মাত্রাতিরিক্ত জ্বর (৪০°C/১০৪°F)
- মাংস এবং জয়েন্টে ব্যথা
- বমি
- তীব্র মাথাব্যথা
- চোখের পিছনে ব্যথা
- গলা ফোলা
- র‍্যাশ

যারা দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হয় তাদের মারাত্মক ডেঙ্গু রোগের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেশি। মূলত জ্বর চলে যাওয়ার পর ডেঙ্গুর মারাত্মক লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়।

- তীব্র পেট ব্যথা
- অনবরত বমি (দিনে কমপক্ষে তিন বার)
- দুর্বলতা
- দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস
- রক্তপাত (মাড়িতে বা নাকে)
- বমি বা পায়খানার সাথে রক্ত
- ক্লান্তি ও অস্থিরতা
- পিপাসা লাগা
- ত্বক ফ্যাকাশে হওয়া

- ❑ **চিকিৎসা:** ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হলে জ্বর কিংবা অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। এছাড়া যে সকল পথ অবলম্বন করা যেতে পারে-
  - পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম নেওয়া।
  - জ্বর এবং ব্যথা হ্রাসে প্যারাসিটামল সেবন করা।
  - অ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধ সেবন হতে বিরত থাকা।
  - হাইড্রেটেড থাকার জন্য প্রচুর পরিমাণে তরল পান করা। পানি পান করা, বিশেষ করে ইলেকট্রোলাইটযুক্ত পানি পান করা।
  - মৃদু উপসর্গ দেখা দিলে বাসাবাড়িতে চিকিৎসা নেওয়া।

মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)/এমপক্স

মাঙ্কিপক্স (Monkeypox) এমপক্স একটি ভাইরাসজনিত প্রাণিবাহিত (জুনোটিক) রোগ। মাঙ্কিপক্স (Monkeypox) এমপক্স এর ০২ টি প্রধান ধরন আছে – (ক) ক্লেড-১ (খ) ক্লেড-২। গতবছর সেপ্টেম্বরে এমপক্স ভাইরাসের রূপান্তর ঘটে, যার ফলে ক্লেড-১ বি নামে নতুন একটি ধরন তৈরি হয়। বিজ্ঞানীরা এটিকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই ভাইরাসের উদ্ভব হয়েছে বন্য প্রাণী থেকে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ থেকে মানুষে সংক্রমিত হচ্ছে। সম্প্রতি মাঙ্কিপক্স (Monkeypox) এমপক্স ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বিশ্বজুড়ে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)/এমপক্স এর লক্ষণসমূহ

১. জ্বর (১০০.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি)।
২. প্রচণ্ড মাথাব্যথা।
৩. শরীরে বিভিন্ন জায়গায় লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা হওয়া (এটি মাঙ্কিপক্সকে গুটিবসন্ত (Small Pox) থেকে আলাদা করে)।
৪. পিঠে ও মাংসপেশিতে ব্যথা।
৫. অবসাদগ্রস্ত হওয়া।
৬. ফুসকুড়ি (Rash) দেখা দেওয়া। জ্বর শুরু হওয়ার ১-৩ দিনের মধ্যে ফুসকুড়ি শুরু হয়, যা মুখ থেকে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে হাতের তালু, পায়ের পাতাসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, যেগুলিতে ব্যথা হয় এবং চুলকায়। পরবর্তীতে ফুসকুড়ি (Rash) গুলি শুকিয়ে খোসা হয়ে যায় এবং ঝড়ে পড়ে।
৭. সাধারণত লক্ষণ শুরু হওয়ার পর ২-৪ সপ্তাহের মধ্যে মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)/এমপক্স ভালো হয়ে যায়।
৮. এ রোগটি সাধারণত সংক্রমিত হওয়ার ২১ দিনের মধ্যে লক্ষণ দেখা দেয়।

মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)/এমপক্স এর চিকিৎসা

মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)/এমপক্স এর সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। রোগীকে Isolation-এ রেখে উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা দিতে হবে। ফুসকুড়ি (Rash) বা ফোসকার ব্যথা ও প্রদাহ কমানোর জন্য ব্যথার ঔষধ দিতে হবে। পুষ্টিকর খাবার ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখতে হবে। রোগীর অবস্থা জটিল হলে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দিতে হবে। যেহেতু এমপক্স ছোঁয়াচে তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে ভাইরাস না ছড়ায়।

মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)/এমপক্স কীভাবে ছড়ায়

১. মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)/এমপক্স ভাইরাস প্রাণী থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে মানুষে শারীরিক সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়।
২. আক্রান্ত মানুষের হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়ায়।
৩. এমপক্স আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক, তোয়ালে, বিছানার চাদর ইত্যাদির ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে ভাইরাস ছড়াতে পারে।

মাঙ্কিপক্স (Monkeypox)/এমপক্স প্রতিরোধের উপায়

১. আক্রান্ত প্রাণী বা ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা।
২. সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্ক বিশেষ করে চামড়ার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে হবে।
৩. সংক্রমিত ব্যক্তির যত্ন নেওয়ার সময় গ্লাভস, মাস্ক এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।
৪. সংক্রমিত ব্যক্তিকে Isolation- এ রাখতে হবে।
৫. সাবান ও পানি দিয়ে নিয়মিত হাত ধোয়া বা অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ডস্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে।
৬. সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক ও জিনিসপত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের পর্যটনের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত-কক্সবাজার, পৃথিবীর একক বৃহত্তম জীববৈচিত্র্যে ভরপুর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল-সুন্দরবন, একই সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকনের স্থান সমুদ্রকন্যা-কুয়াকাটা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ রঙের নয়নাভিরাম চারণভূমি সিলেট, আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আচার-অনুষ্ঠানসমৃদ্ধ উচ্চ সবুজ বনভূমি ঘেরা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, সমৃদ্ধ অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরাঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো।

সাল	ভ্রমণকারীর সংখ্যা	আয়	সাল	ভ্রমণকারীর সংখ্যা	আয়
২০১৮	৫.০৬ লাখ	৩৫৭ মিলিয়ন ডলার	২০২০	১.৮২ লাখ	২১৭ মিলিয়ন ডলার
২০১৯	৫.৫২ লাখ	৩৯১ মিলিয়ন ডলার	২০২১	১.৩৫ লাখ	২৭৩ মিলিয়ন ডলার

[সূত্র: বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড।]

বর্তমানে পর্যটন খাত বৈশ্বিক জিডিপিতে প্রায় ১১ শতাংশ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে বা মোট দেশজ উৎপাদনে এ শিল্পের অবদান ৩ দশমিক ০২ শতাংশ (বিবিএস)। বাংলাদেশে পর্যটন খাতে সরাসরি কর্মরত আছেন প্রায় ১৫ লাখ মানুষ। এ ছাড়া পরোক্ষভাবে ২৩ লাখ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় চার হাজার কোটি টাকা। যা মোট কর্মসংস্থানের ৮.০৭%। বাংলাদেশে ট্যুরিজম বোর্ড বহুল কাঙ্ক্ষিত "ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান" উদ্যোগ নিয়েছে যার ফলে ২০৪১ সালের মধ্যে বছর প্রতি ৫.৫৭ মিলিয়ন পর্যটন আকর্ষণ এবং এই খাতে ২১.৯৪ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

নতুন এই প্ল্যানে ১.০৮ বিলিয়ন ডলারের সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগের লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই জন্য ট্যুরিজম খাতকে দশটি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া ভৌগোলিকভাবে দেশের পর্যটন খাতগুলোকে ৫৩টি ক্লাস্টারে ভাগ করে ক্লাস্টারভিত্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পর্যটক আকর্ষণের জন্য কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পর্যটন খাতের বিকাশে সমস্যাগুলো কী কী?

- নিরাপত্তার অভাব
- দক্ষ জনবলের অভাব
- পর্যটন ভিত্তিক বিনিয়োগের অভাব
- যোগাযোগ ও অবকাঠামোখাতে সমস্যা
- আকর্ষণীয় প্রচারণার অভাব
- পর্যটন কূটনীতির অভাব

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

- বিদেশি পর্যটকের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- ঢাকা থেকে বিমানে বা হেলিকপ্টারে যাতায়াতের ব্যবস্থা।
- দেশি-বিদেশি মিডিয়া, ম্যাগাজিন, বাণিজ্য মেলা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারণা।
- পর্যটন কূটনীতি বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- স্থানীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে স্থানীয় পর্যটনশিল্প গড়ে তোলা।
- ব্লু-ট্যুরিজম কার্যক্রম গ্রহণ।
- ট্যুরিজম মাস্টার প্ল্যান সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারি অফিস সমূহে কর্মদক্ষতা ও স্বচ্ছতা বাড়ানো।

রোহিঙ্গা সংকট

১৯৪৮	দীর্ঘ দিন ব্রিটিশদের অধীনে থাকার পর বার্মা ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি স্বাধীনতা লাভ করে।
১৯৬২	রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ১৯৬২ সালের ২ মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান নে উইনের নেতৃত্বে একটি সামরিক অভ্যুত্থান হয়।
১৯৭৮	'অপারেশন ড্রাগন কিং' সেনা অভিযানের মাধ্যমে বার্মিজ সেনারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায় যার ফলে ২.৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে চলে আসে । পরে একটি চুক্তির মাধ্যমে ১.৮ লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমারে ফিরে যায়।
১৯৮২	রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিকত্ব আইনের কারণে নাগরিকত্ব হারায়।
১৯৯২	উত্তর রাখাইনে রোহিঙ্গাদের উপর "অপারেশন ক্লিন এন্ড বিউটিফুল নেশন" নামক আরেকটি অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে ২.৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে শরণার্থী হয়।
২০১১	দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের সেনা শাসনের অবসান ঘটে মিয়ানমারে গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ফলে। ২০১২ সালের উপ-নির্বাচনে অং সান সূ চি সহ এনএলডির প্রার্থীরা জয় লাভ করে।
২০১২	১ লাখ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে।
২০১৬	৮৭ হাজার রোহিঙ্গা নিপীড়নের শিকার হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে।
২০১৭	২৫ আগস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর Ethnic Cleansing অভিযান চালায়। যার ফলে ১১.৫ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে। এরপর ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মাঝে Arrangement on return of displaced people of Rakhaine State শিরোনামে প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
২০১৮ – ২০১৯	চীনের মধ্যস্ততায় দুইবার প্রত্যাবাসনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।
২০২১	২০২০ সালের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে মিয়ানমার সেনাবাহিনী পুনরায় ১ ফেব্রুয়ারি এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নেয়।
২০২৩	প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে আসে। এরপর রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিদল রাখাইনের মডেল গ্রাম পরিদর্শন করে আসে। এই মডেল গ্রামগুলো আশ্রয়ের জন্য বানানো হয়েছিল। কিন্তু রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদল মিয়ানমারে মডেল গ্রাম প্রকল্পটি পছন্দ করেনি।
২০২৫	বিমসটেক সম্মেলনে জান্তা সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী ইউ থান শিউ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গাবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি খলিলুর রহমানকে বলেন বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে ১ লাখ ৮০ হাজার ফেরত যাওয়ার যোগ্য। চূড়ান্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর্যায়ে আছে আরও ৭০ হাজার রোহিঙ্গা।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে জাতিসংঘে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ৩ টি প্রস্তাব

১. জাতিসংঘের মহাসচিব রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় সব অংশীজনদের নিয়ে দ্রুত কনফারেন্স আয়োজন করতে পারেন। এই কনফারেন্স সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে সৃজনশীল এবং অগ্রবর্তী পন্থা নির্ধারণ করবে।
২. জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশের মধ্যেকার 'জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান' আরও বেগবান করতে হবে।
৩. রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর হওয়া গণহত্যার মতো অপরাধের বিচার ও জবাবদিহিতাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন করতে হবে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বার বার ব্যর্থ হওয়ার কারণ

- **নাগরিকত্বের অভাব:** মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নাগরিকত্বের অধিকার নিশ্চিত না হবে, ততক্ষণ তারা ফিরে যেতে চাইবে না।
- **নিরাপত্তাহীনতা:** রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। সেখানে তাদের উপর নির্যাতন, সহিংসতা এবং বৈষম্য এখনো বিদ্যমান। ফিরে গেলে আবারও একই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হওয়ার ভয় তাদের মধ্যে প্রবল।
- **আরাকান আর্মির প্রভাব ও সংঘাত:** বর্তমানে রাখাইন রাজ্যের অনেক এলাকা আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে, এবং মিয়ানমার জান্তা সরকারের সাথে তাদের যুদ্ধ চলছে। এই সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নেই।
- **পুনর্বাসনের শর্ত:** মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের জন্য অস্থায়ী আবাসনের প্রস্তাব দিয়েছে এবং তাদের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করতে চায়। রোহিঙ্গারা এটি প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ তারা নিজেদের ভূমিতে সম্পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে ফিরতে চায়।
- **অপর্যাপ্ত চাপ:** আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে চীন ও ভারতের মতো প্রভাবশালী দেশগুলো মিয়ানমারের উপর প্রত্যাবাসনের জন্য যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পারছে না। তাদের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ এখানে জড়িত।

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ কেন আন্তর্জাতিক সমর্থন পাচ্ছে না?

এর বড় কারণ হচ্ছে, মিয়ানমারের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং দেশটির কৌশলগত গুরুত্ব। চীন, জাপান, রাশিয়া এবং ভারতের সাথে মিয়ানমারের সম্পর্ক বেশ ভালো। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিক জোট আসিয়ানের সদস্য মিয়ানমার। আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সাথেও মিয়ানমারের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দেশ - চীন এবং রাশিয়া কখনোই মিয়ানমারের বিপক্ষে যায়নি।

চীনের ব্যাপক স্বার্থ

চীনের সাথে মিয়ানমারের ব্যাপক অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে। মিয়ানমারে অবকাঠামো এবং জ্বালানি খাতে চীনের ব্যাপক বিনিয়োগ আছে। তাছাড়া চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হচ্ছে মিয়ানমার। চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় রাখাইন রাজ্যের তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র থেকে চীনের ইউনান প্রদেশে একটি জ্বালানি করিডোর স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

আমেরিকার সাথে চীনের বিদ্যমান সংঘাতে মালাক্কা প্রণালি অচল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে আকিয়াব বন্দরের মাধ্যমে চীন তেল-গ্যাস নেওয়ার জন্য পাইপলাইন তৈরি করেছে। এসব কারণে মিয়ানমারের প্রতি চীনের সমর্থন এবং সহানুভূতি আছে।

আসিয়ান জোট ও জাপানের সমর্থন

রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আসিয়ান জোট মিয়ানমারের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো অবস্থান নেয়নি। সেটিরও বড় কারণ ব্যবসায়িক। এই অঞ্চলে সবচেয়ে কার্যকরী অর্থনৈতিক জোট হচ্ছে আসিয়ান। আসিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর মিয়ানমারে শীর্ষ বিনিয়োগকারী। তাদের অনুমোদিত বিনিয়োগরে পরিমাণ প্রায় ২৪০০ কোটি ডলার। অর্থাৎ মিয়ানমারে যত বিদেশি বিনিয়োগ আছে তার এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে সিঙ্গাপুরের। এছাড়া জাপান, থাইল্যান্ড এবং দক্ষিণ কোরিয়া থেকেও বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। যদিও সামরিক জান্তা ক্ষমতা নেবার পর বিদেশি বিনিয়োগ সার্বিকভাবে কমেছে। এছাড়া মিয়ানমারের প্রতি জাপানেরও এক ধরনের সমর্থন আছে।

রাশিয়ার সমর্থন

চীন এবং রাশিয়া মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছে। চীন এবং রাশিয়ার পাশাপাশি সার্বিয়াও মিয়ানমারের সামরিক সরকারকে অস্ত্র দিচ্ছে। মিয়ানমারে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গত বছর একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছে। চীন এবং রাশিয়া এ প্রস্তাবে ভোট দান থেকে বিরত ছিল।

ভারতের স্বার্থ

ভারতের সাথে মিয়ানমারের প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত আছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরেও উভয় দেশের সীমান্ত রয়েছে। ভারত ও মিয়ানমার ১৯৫১ সালে একটি মৈত্রী চুক্তি করেছিল। সংকটের শুরুর দিকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যত প্রস্তাব এসেছিল সেগুলোতে ভোটদানে বিরত ছিল ভারত। ভারতের সাথে মিয়ানমারের বাণিজ্যিক সম্পর্কও আছে। অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি, জ্বালানিসহ বিভিন্ন খাতে ভারতের বিনিয়োগ আছে মিয়ানমারে। তাছাড়া মিয়ানমারের ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মিয়ানমার হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগকারী। ভারত থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যাতে মিয়ানমারে গিয়ে আশ্রয় নিতে না পারে সেজন্য দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তিও রয়েছে। ভারতের আশঙ্কা চীনকে নিয়ে। চীন যদি মিয়ানমারে একক আধিপত্য পেয়ে যায় তাহলে মিয়ানমারকে ব্যবহার করে তারা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সমস্যা তৈরি করতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই ভারত মিয়ানমারের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলে।

পশ্চিমাদের অবস্থান

মিয়ানমার ইস্যুতে পশ্চিমা দেশগুলো শক্ত অবস্থানে আছে। রোহিঙ্গা সংকট এবং সামরিক অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং তাদের কর্মকর্তাদের উপর আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলো কিছু নিষেধাজ্ঞা দিলেও এর চেয়ে বেশি কার্যকর কিছু তারা করতে পারেনি। এর পেছনেও একটি দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্যিক স্বার্থ আছে বলে।পশ্চিমা দেশগুলো মিয়ানমারকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে চায় না।

জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ, হোটেল, তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করেছিল পশ্চিমা কোম্পানিগুলো। ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল মিয়ানমারে ব্যাপকভাবে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। দেশটির মোট জিডিপির ছয় শতাংশ হয়েছিল বিদেশি বিনিয়োগ। ইউরোপিয়ান কমিশনের ওয়েবসাইটে ২০২১ সালে দেয়া তথ্যে বলা হয়েছে চীন, থাইল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুরের পরে মিয়ানমারের চতুর্থ ব্যবসায়ী-অংশীদার ইউরোপীয় ইউনিয়ন। উভয়পক্ষের মধ্যে বছরে ২৫০ কোটি ডলারের বেশি বাণিজ্য হয়। মিয়ানমারের বিক্ষোভকারীরা দেশটির তেল-গ্যাস ফান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা দেবার দাবি তুলেছিলে। কিন্তু পশ্চিমা কোম্পানিগুলো এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন হয়তো চাইলে মিয়ানমারের উপর বাণিজ্যিক অবরোধ দিতে পারে। কিন্তু সেটা তারা দিচ্ছে না।

প্রতিক্রিয়া

থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স

মিয়ানমারের বিদ্রোহী গ্রুপগুলো এর আগে বিচ্ছিন্নভাবে জান্তাবিরোধী হামলা চালাতো কিন্তু ২০২৩ সালের অক্টোবরে বিদ্রোহীদের তিনটি নৃতাত্ত্বিক সশস্ত্র সংগঠন তা য়াং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি, আরাকান আর্মি, এবং মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স মিলে থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নামে একটি জোট গঠন করে। থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের মধ্যে আরাকান আর্মি'ই সবচেয়ে বড় ও প্রশিক্ষিত সশস্ত্র গোষ্ঠী।

কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (KNF) ইস্যু

সম্প্রতি ব্যাংক ডাকাতি ও সশস্ত্র হামলার কারণে কুকি-চীন ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামের এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি দেশে ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছে। চাঁদাবাজি, হত্যার বিভিন্ন ঘটনায় জনমনে ত্রাস সৃষ্টি করেছে এই গোষ্ঠীটি। দুই বছর আগে পাহাড়ের দুই জেলার ৯ টি উপজেলা নিয়ে একটি আলাদা রাজ্য গঠনের ঘোষণা দেয় এই সংগঠনটি। তাদের দাবি অনুযায়ী বান্দরবান ও রাঙামাটি অঞ্চলের ছয়টি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে এই কেএনএফ। জাতি গোষ্ঠীগুলো হলো, বম, পাংখোয়া, লুসাই, খিয়াং, ম্রো এবং খুমি। তারা রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম__ এই উপজেলাগুলো নিয়ে আলাদা রাজ্য দাবি করে। কে এনএফের মূল সংগঠনের সভাপতি নাথান বম।

আরাকান আর্মি

২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত আরাকান আর্মির যোদ্ধার সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। পশ্চিমাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যের আরাকানিদের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করে চলেছে তারা। বৌদ্ধ সংখ্যাগুরু বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি এই সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গাদের থেকেও সৈন্য নিয়োগ দিয়েছে। এই সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের উপর বর্বরোচিত হামলা চালায় সামরিক বাহিনী। আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে চলছে এই গণহত্যার বিচার।

মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি (এমএনডিএএ)

চীন সীমান্তের কাছে উত্তরে শান রাজ্যে কার্যক্রম চালায় এই গোষ্ঠীটি। হান ভাষাভাষী কোকাং জাতিগোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই করছে তারা। এমএনডিএএ প্রায় ২০ বছর ধরে মিয়ানমারের শান রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। এর আগে অঞ্চলটিতে মাদকের ব্যবসা বেড়ে গিয়েছিল। ২০০৯ সালে বিদ্রোহী গোষ্ঠীটির উত্থানের পর, অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সামরিক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ শুরু হয় এমএনডিএএর। এই অঞ্চলটি মানবপাচার এবং অনলাইন জালিয়াতির জন্য কুখ্যাত। ২০০৯ সালে নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর, এমাসের শুরুতে অনলাইন জালিয়াতির প্রধান কেন্দ্র লাউকাইয়ের নিয়ন্ত্রণ পুনরায় নিয়েছে এমএনডিএএ।

তাং আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ)

টিএনএলএ হলো পালাউং সেলফ লিবারেশন ফ্রন্টের সশস্ত্র শাখা। রাজনৈতিক সংগঠন পালাউং সেলফ লিবারেশন ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন টার আইক বং এবং টার বোন কিআউ। তারা দুজনেই তাং'আং সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রাক্তন যোদ্ধা। ১৯৯২ সালে নতুনভাবে জন্ম নেয় সংগঠনটি। তারা মায়ানমারের প্রকৃত কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য লড়াই করছে বলে দাবি করে। সংগঠনটি দাবি করে, তাদের পাঁচ হাজারের বেশি যোদ্ধা রয়েছে।

রোহিঙ্গাদের পাঁচটি দাবির বাস্তবায়ন

যেহেতু রোহিঙ্গারা বারবার মিয়ানমারের জান্তা সরকারের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তাই এ সমস্যা সমাধানে তাদের দাবিসমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে।

রোহিঙ্গাদের দাবিসমূহ –

- **নাগরিকত্ব:** আরাকানরাজ্যে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের 'সিটিজেন কার্ড' দিতে হবে।
- **প্রত্যাবাসন:** নিজের গ্রামে ফিরিয়ে নেওয়া ও জমিজমা ক্ষতিপূরণসহ ফেরত দিতে হবে।
- **নিরাপত্তা:** জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে হবে।
- **জবাবদিহিতা:** আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে অপরাধীদের বিচার করতে হবে।
- **ন্যাটিভ স্ট্যাটাস:** ন্যাটিভ স্ট্যাটাস বা স্থানীয় মর্যাদা সংসদে আইন করে পুনর্বহাল করতে হবে।

বর্তমান আলোচিত টপিক

জেনারেশন জেড

- জেনারেশন জেড বা জেনারেশন জি Gen Z, Gen Tech, Gen Wii, Homeland Generation, Net Gen, Digital Natives, Plurals এবং Zoomers নামেও পরিচিত।
- ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে এবং ২০০০-এর দশকের প্রথম দিকে জন্ম নেয়া আমেরিকানদের বুঝাতে 'জেনারেশন জেড' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয় (ব্রিটানিকা)।
- কিছু সোর্স আরও নির্দিষ্ট করে বলে- ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারাই জেন-জি।
- এই প্রজন্ম হলো প্রকৃত ডিজিটাল প্রজন্ম। এর আগের প্রজন্ম ইন্টারনেটের উত্থান দেখলেও তার ডিশ ক্যাবল সংযুক্ত টেলিভিশন দেখেছে, ল্যান্ডফোন ব্যবহার করেছে। কিন্তু জেন-জি গোত্রের অধিকাংশই বড় হয়েছে এক ধরনের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জেনারেশনের নাম ও সময়কাল

প্রজন্ম	সময়কাল	প্রজন্ম	সময়কাল
Greatest Generation	১৯০১ - ১৯২৭	Millennial/ Generation Y	১৯৮১ - ১৯৯৬
Silent Generation	১৯২৮ - ১৯৪৫	Generation Z	১৯৯৭ - ২০১২
Generation Baby boomers	১৯৪৬ - ১৯৬৪	Generation Alpha	২০১২ - ২০২৪
Generation X	১৯৬৫ – ১৯৮০	Generation Beta	২০২৫ - ২০৩৯

ফ্যাসিবাদ

▪ ফ্যাসিবাদ শব্দটি ইতালিয়ান ভাষা থেকে আগত।	▪ কর্তৃত্বময় শাসন ক্ষমতাই ছিল 'ফ্যাসিবাদ' এর মূলমন্ত্র।
▪ ১৯২০ সালে মুসোলিনি ইতালিতে ফ্যাসিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।	▪ ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিবাদ ধারণাটির উৎপত্তি হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে।

ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য

মার্কিন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী লরেন্স ব্রিট-এর মতে 'ফ্যাসিবাদ' এর ১৪ টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিম্নরূপ:

- জাতীয়তাবাদের ক্রমাগত প্রচার।
- মানবাধিকার হরণ।
- সেনাবাহিনীকে সুবিধা দেওয়া।
- গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ।
- কর্পোরেট স্বার্থের প্রাধান্য।
- প্রতারণার নির্বাচন।

ড. মুহাম্মদ ইউনূসের থ্রি জিরো তত্ত্ব

থ্রি-জিরো তত্ত্ব আর্থিক স্বাধীনতা, কর্মঠ জনশক্তি তৈরি এবং পরিবেশ উন্নয়নে বর্তমান পৃথিবীতে একটি জনপ্রিয় ও কার্যকর মডেল। ২৮ মে, ২০১৫ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সামাজিক ব্যবসা দিবস উদ্‌যাপনকালে প্রধান বক্তার বক্তৃতায় তিনি এ তত্ত্ব দেন। এরপর ২০১৭ সালে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের 'A World of Three Zeros' বইয়ের মাধ্যমে থ্রি-জিরো তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। থ্রি জিরো তত্ত্ব একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেগুলো হচ্ছে

১. জিরো দারিদ্র্য (Zero Poverty)
২. জিরো বেকারত্ব (Zero Unemployment)
৩. জিরো নেট কার্বন নিঃসরণ (Zero net Carbon Emission)

থ্রি-জিরো তত্ত্ব বাস্তবায়নে ড. মুহাম্মদ ইউনূস চারটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন-

- তারুণ্যের শক্তি ও সৃজনশীলতা
- সামাজিক ব্যবসা
- প্রযুক্তি
- সু-শাসন

সামাজিক ব্যবসা

সামাজিক ব্যবসা ধারণার প্রবর্তক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সামাজিক ব্যবসা হচ্ছে এমন ধরনের ব্যবসা যেখানে উদ্যোক্তা বা বিনিয়োগকারী একটি সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত লাভের আশা ছাড়াই বিনিয়োগ করেন।

সামাজিক ব্যবসা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ইউনূস সেন্টার 'সামাজিক ব্যবসা দিবস' পালন করে – ২৮ জুন (ইউনূসের জন্মদিনে)।
- বিশ্বব্যাপী সামাজিক ব্যবসা দিবস পালিত হয় – ২০১০ সাল থেকে।
- বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক ব্যবসা চালু করে – গ্রামীণ ড্যানোন (পণ্য: শক্তি দই)।

আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি

এটি নির্বাচনি ব্যবস্থার এমন একটি পদ্ধতি যেখানে আসনভিত্তিক কোনো প্রার্থী থাকে না। ভোটাররা দলীয় প্রতীকে ভোট দেন। আসন বণ্টন হয় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যদি কোনো দল মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২০ শতাংশ পায়, তাহলে সেই দল আনুপাতিক হারে সংসদের ২০ শতাংশ বা ৬০টি আসন পাবে। বিশ্বের ১৭০টি দেশের মধ্যে ৯১ টি দেশে এই পদ্ধতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার ২টি দেশ (নেপাল, শ্রীলঙ্কা) ইউরোপসহ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে আনুপাতিক পদ্ধতিতে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। উন্নত দেশগুলোর সংস্থা অর্গানাইজেশন অব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশনভুক্ত (ওইসিড)৩৯টি দেশের মধ্যে ২৫টি, অর্থাৎ প্রায় ৭০ শতাংশ দেশই আনুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করে।

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত নির্বাচন ব্যবস্থা

বিশ্বব্যাপী দুই ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি বেশি প্রচলিত। যথা:
১. ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট বা এফপিটিপি পদ্ধতি [সংসদীয় আসনভিত্তিক নির্বাচন]
২. আনুপাতিক নিবার্চন পদ্ধতি বা পিআর।
[বাংলাদেশে বর্তমানে প্রথম পদ্ধতি ব্যবহার করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়]

মব জাস্টিস

- মব (Mob) শব্দটি ইংরেজি শব্দ থেকে এসেছে।
- এটি সাধারণত উত্তেজিত, নিয়ন্ত্রণহীন বা বিশৃঙ্খল জনতাকে বোঝায়।
- মব জাস্টিস (Mob Justice) অর্থ উত্তাল জনতা বা উচ্ছৃঙ্খল জনতার বিচার কার্য।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন

- এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের জন্য শতাধিক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গঠন করা হয়। ০১ জুলাই-০৫ আগস্ট, ২০২৪ অনুষ্ঠিত আন্দোলনে হত্যা, অন্যায়ভাবে আটক বা গ্রেফতার, হয়রানি, ইন্টারনেট বন্ধসহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় বাংলাদেশে জাতিসংঘের ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করছে।

গ্রাফিতি

- Graffiti ইতালিয়ান শব্দ Graffiato (Scratched) থেকে এসেছে Graffiti যার অর্থ 'খচিত'।
- গ্রাফিতিকে বলা হয় কাউন্টার কালচার, অর্থাৎ যা গতানুগতিক সংস্কৃতির বিপরীত।

কারফিউ

- কারফিউ (Curfew) বলতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনসাধারণের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায়।
- কারফিউ এর অপর নাম সান্ধ্য আইন।
- ফরাসি শব্দ Cuevrefu থেকে কারফিউ শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ অগ্নি নির্বাপণ।
- ১৯৭৪ সালে প্রণীত বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৪ ধারার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো স্বাধীন বাংলাদেশে 'কারফিউ' বা 'সান্ধ্য আইন' প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান বাণিজ্য

- ১৯৭১ সালের পর অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে সরাসরি কোনো বাণিজ্যিক জাহাজ বাংলাদেশে আসেনি।
- ১১ নভেম্বর, ২০২৪ প্রথমবার পানামার পতাকাবাহী জাহাজ 'ইউয়ান জিয়াং ফা ঝং' পাকিস্তানের করাচি বন্দর থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য নিয়ে পৌঁছায়।
- ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ রাজস্ব বোর্ডের জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দুই দেশের মধ্যে ব্যবসার সুবিধার্থে পাকিস্তান থেকে আমদানি করা সব পণ্যের ওপর থেকে বাধ্যতামূলক শতভাগ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন (কায়িক পরীক্ষা) শর্ত প্রত্যাহার করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট -২০২৫

আয়োজক: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

সময় ও স্থান: ৭-১০ এপ্রিল, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-ঢাকা

লক্ষ্য: এফডিআই আকর্ষণে ৫০ টি দেশের ৫৫০+ বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ।

অর্জন: শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন প্রায় ৩১০০ কোটি টাকা সমমূল্যের বিনিয়োগ প্রস্তাব। এছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সমঝোতা স্মারক সাক্ষর। যেমন: মহাকাশ অনুসন্ধানে সহযোগিতার বৃদ্ধির জন্য নাসার আর্টেমিস অ্যাকর্ডে বাংলাদেশের যোগদান। এছাড়াও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সহযোগিতার জন্য সোলার পাওয়ার ইউরোপ এবং বাংলাদেশ সোলার অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

স্টারলিংক

স্টারলিংক হচ্ছে আমেরিকান মহাকাশ প্রযুক্তি কোম্পানি যা স্পেস এক্সের মালিকানাধীন একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এটি স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইন্টারনেট সেবা দেয়। পৃথিবীর নিম্নকক্ষপথে স্থাপিত হাজার হাজার স্যাটেলাইটের একটি সমষ্টি হচ্ছে স্টারলিংক। এটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩৫ হাজার ৭৮৬ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এটি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মতো কাজ করে। এর সাহায্যে পৃথিবীর যেকোনো স্থানে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা দেওয়া সম্ভব। স্টারলিংকের ইন্টারনেট ডাউনলোড গতি ২৫ থেকে ২২০ এমবিপিস। আপলোড গতি ৫ থেকে ২০ এমবিপিস। স্টারলিংকের সংযোগ নিতে বাসাবাড়ির জন্য স্টারলিংক কীট এর মূল্য পড়বে (৪৩ থেকে ৭৪ হাজার টাকা)। আবাসিক গ্রাহকদের জন্য স্টারলিংকের মাসিক সর্বনিম্ন ফি ১৫ হাজার টাকা। আবার কর্পোরেট গ্রাহকদের জন্য স্টারলিংক কিটের দাম ও মাসিক ফি দ্বিগুণের বেশি। ২০ মে, ২০২৫ বাংলাদেশে স্টারলিংকের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশে স্টারলিংকের সম্ভাবনা

- সর্বত্র ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সহজলভ্যতা
- জরুরি যোগাযোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- গোপনীয়তা রক্ষা করা
- সামরিক ও কৌশলগত নিরাপত্তা
- গবেষণা ও উদ্ভাবন

চ্যালেঞ্জ

- নিয়ন্ত্রণমূলক জটিলতা
- অর্থনৈতিক বাধা
- প্রাকৃতিক ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা

নমুনা প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন-০১ : ডেঙ্গুর কী কোনো ভ্যাক্সিন বের হয়েছে?

উত্তর : জি, Dengvaxia নামে একটি ভ্যাক্সিন বেশ কয়েকটি দেশে অনুমোদন পেয়েছে। তবে তা এখনও পরীক্ষাধীন। এটি ফ্রান্সের বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি সানোফির তৈরি, তবে এর অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। পরবর্তীতে জাপানের টাকেডা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির নতুন জেনারেশন ভ্যাকসিন 'কিউডেঙ্গা (টিএকে-০০৩)' যা ডেঙ্গু প্রতিরোধে অত্যন্ত নিরাপদ ও কার্যকরী।

প্রশ্ন-০২ : ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকার কেন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে?

উত্তর : ডেঙ্গু মশার প্রাদুর্ভাব বর্তমানে মহামারির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। ২০২৩ সালে সারা দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩,২১,১৭৯ জন, মৃত্যুর সংখ্যা ১৭০৫ জন এবং CFR (Case Fatality Rate) হলো ০.৫৩%। সরকার করোনা মহামারি সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে কিন্তু ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ডেঙ্গু মশার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সমন্বিত সকলের উদ্যোগ। সরকারের একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সকলের উচিত নিজ উদ্যোগে নিজ বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। পাশাপাশি সে সকল জায়গায় পানি জমে সেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার রাখা। তাহলে ডেঙ্গু মশার নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই সম্ভব হবে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে বর্ষাকাল দীর্ঘ হচ্ছে। আগে বর্ষাকাল সাধারণত জুলাই পর্যন্ত হয়ে থাকলেও এখন অক্টোবর-নভেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। যার ফলে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিলেও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে রাস্তা-ঘাট, নর্দমা-নালায় পানি জমে ডেঙ্গুর প্রজননের পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রশ্ন-০৩ : সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা খাদ্য ও অর্থ সহায়তা কমিয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় কী কী করণীয়?

উত্তর :

- কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো যেমন WFP, UNHCR এবং World Bank সহ অন্যান্য সংগঠনগুলোর কাছে বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরা।
- আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রোহিঙ্গা ইস্যু বারবার আলোচনায় আনা। বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা ইস্যু নানা ঘটনার আড়ালে চলে যাচ্ছে।
- বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে রোহিঙ্গা তহবিল বাড়ানোর জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন-০৪ : জুলাই অভ্যুত্থান কী জেনোসাইড না মানবতাবিরোধী অপরাধ? বুঝিয়ে বলুন।

উত্তর : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আমন্ত্রণে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের দপ্তর (OHCHR) গত ১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্টের (২০২৪) মধ্যে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে একটি স্বাধীন তথ্যানুসন্ধান মিশন পরিচালনা করে। বিগত সরকারের আমলে সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধের বিবরণ তাদের অনুসন্ধানে এসেছে। প্রায় এক মাসের এই হত্যাযজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অপরাধগুলোকে 'মানবতাবিরোধী অপরাধ' বললেই সেটা বেশি যুক্তিযুক্ত হবে।

আইনবিদ লেমকিনের ভাষায়, 'জেনোসাইড' হলো জাতিগত নিধন। আন্তর্জাতিক আইনি ভাষায়, 'ম্যাস কিলিং' অর্থ গণহত্যা। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ম্যাস কিলিং অপরাধটিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

জেনোসাইডের সংজ্ঞা আর ব্যাখ্যা বুঝাতে দুটি আইনি দলিল বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। ১৯৪৮ সালে জেনোসাইড কনভেনশন এবং অধ্যাপক গ্রেগরি এইচ স্ট্যান্টনের "Ten stages of Genocide" দলিল দুটি। জেনোসাইড কনভেনশনের (ধারা ২) অনুযায়ী, "কোন একটি সুরক্ষিত জাতিগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে একজন মানুষকেও যদি হত্যা করা হয়, তবে সেটা জেনোসাইডাল অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হবে। অধ্যাপক স্ট্যান্টনের মতে, জেনোসাইড মূলত হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শ্রেণিবিভাজন, বৈষম্যসহ অনেক ধাপ পার হয়ে শেষ ধাপটি হয় অপরাধকে অস্বীকার করা।

বাংলাদেশের ১৯৭৩ সালের আইন এবং ২০০২ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) 'মানবতাবিরোধী অপরাধ'- এর সংজ্ঞার্থ প্রায় অভিন্ন। "রাজনৈতিক, জাতিগত ও ধর্মীয় কারণে কোন বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত ব্যাপক বা পদ্ধতিগত আক্রমণের অংশ হিসেবে করা কোন অমানবিক কাজ।"

সবকিছু বিবেচনায় বলা যায়, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে শুধু 'ব্যাপক' অথবা 'পদ্ধতিগত' শর্তটি যদি নিশ্চিহ্ন করা যায়, তাহলে আইসিসি অধীন এ অপরাধের বিচার সহজেই করা সম্ভব। আইনগত জায়গা থেকে 'ক্রাইম অ্যাগেইনস্ট হিউম্যানিটির'র চেয়ে জেনোসাইডের মতো অপরাধ প্রমাণ করা দুরূহ। কারণ সেখানে 'বিশেষ উদ্দেশ্য' অকাট্যভাবে চিহ্নিত করতে হয়।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২৪

একনজরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

নির্বাচনের তারিখ	৫ নভেম্বর, ২০২৪
আনুষ্ঠানিক ফলাফল প্রকাশ	৬ জানুয়ারি, ২০২৫
মোট ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট	৫৩৮টি
ডোনাল্ড ট্রাম্পের ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট	৩১২টি
কমলা হ্যারিসের ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট	২২৬টি
নির্বাচনের ক্রম	৬০তম
প্রেসিডেন্টের ক্রম	৪৭তম
ভাইস প্রেসিডেন্ট	জেমস ডেভিস ভ্যান্স
নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট	ডোনাল্ড ট্রাম্প
যে দল থেকে নির্বাচিত হন	রিপাবলিকান পার্টি

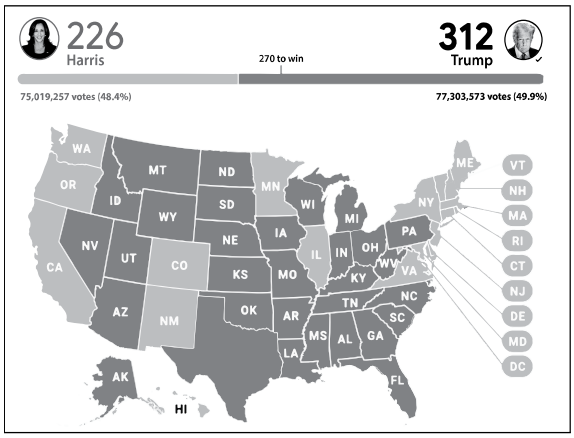

এবারের নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- এই নির্বাচনে ট্রাম্প ইলেক্টোরাল এবং জনপ্রিয় উভয় ভোটেই জয়লাভ করেছেন।
- দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যের (সুইং স্টেট) সব কটিতেই জয় পেয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সুইং স্টেট

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের আগে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে দুই দলের (ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান) কেউই সুস্পষ্টভাবে শক্ত অবস্থানে নেই, তখন সেই অঙ্গরাজ্যকে সুইং স্টেট বলে। ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ৭টি অঙ্গরাজ্যকে সুইং স্টেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলো- পেনসিলভানিয়া, উইসকনসিন, নর্থ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়া, মিশিগান, অ্যারিজোনা ও নেভাদা। এই সাত অঙ্গরাজ্যে মোট ইলেক্টোরাল ভোটের সংখ্যা ৯৩টি। সুইং স্টেটের অপর নাম ব্যাটল গ্রাউন্ড।

ইলেক্টোরাল প্রতিনিধি

ভোটাররা তাদের ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ও একজনকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করেন। একজন ভোটার নিজের পছন্দের প্রেসিডেন্টের জন্য ভোট দেওয়ার সময় একই সঙ্গে ইলেক্টোরাল প্রতিনিধির জন্যও ভোট দেন। মূলত ভোটাররা ইলেক্টর নির্বাচনের জন্য ভোট দেন। কারণ কাগজে-কলমে এ ইলেক্টরদের ভোটেই নির্বাচিত হন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের পপুলার ভোটের মাধ্যমেই ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্যদের নির্ধারণ করা হয়। এরা মনোনীত একজন প্রার্থীকে সমর্থনের অঙ্গীকার করেন।

ইলেক্টোরাল কলেজ কী

ইলেক্টোরাল কলেজের ৫৩৮ সদস্য রয়েছে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে কোন রাজ্য থেকে কতজন সদস্য হবেন, তা নির্ধারিত হয়। বেশির ভাগ রাজ্যেই প্রার্থীরা সাধারণ ভোটারদের যত বেশি ভোটই পান না কেন, তাতে কোনো লাভ হয় না। ধরা যাক ক্যালিফোর্নিয়ায় ৯৯ শতাংশ ভোটার হিলারি ক্লিনটনকে ভোট দিয়েছেন, তিনি ওই রাজ্যের পুরো ৫৫টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট পাবেন। যদি তিনি ওই রাজ্যের ৫১ শতাংশ ভোটও পান, তবুও তিনি ৫৫টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট পাবেন। ইলেক্টোরাল কলেজের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করা হয়ে থাকে দলীয় ভিত্তিতে। ৫৩৮টি ইলেক্টোরাল কলেজের মধ্যে যিনি ন্যূনতম ২৭০টি পাবেন, তিনিই বেসরকারিভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে তার রানিংমেট আপনাআপনিই নির্বাচিত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।

- হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভে একটি রাজ্যের প্রতি সদস্য এবং প্রতিটি রাজ্যের দুজন সিনেটরের জন্য একজন ইলেক্টর রয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য হওয়ায় এখানে ৫৫ জন ইলেক্টর রয়েছেন। অন্য রাজ্যগুলোর মধ্যে টেক্সাসে ৩৮ জন ইলেক্টর এবং নিউইয়র্ক ও ফ্লোরিডায় ২৯ জন করে ইলেক্টর রয়েছেন।

- অন্যদিকে কম জনসংখ্যা অধ্যুষিত আলাস্কা, ডেলাওয়্যার, ভারমন্ট ও ওইয়োমিংয়ে মাত্র তিনজন করে ইলেক্টর রয়েছেন। ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ায় তিনজন ইলেক্টর রয়েছেন।
- ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্যরাই ১৯ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন।
- সফল প্রার্থীকে ৫৩৮টি ইলেক্টোরাল ভোটের মধ্যে অবশ্যই ২৭০টি ভোট পেতে হবে।
- মার্কিন আইনসভা কংগ্রেস এর উচ্চকক্ষ সিনেট ও নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) উভয়েই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে রিপাবলিকান পার্টি।

আইনসভা	রিপাবলিকান পার্টি (প্রতীক-হাতি)	ডেমোক্রেটিক পার্টি (প্রতীক-গাধা)
প্রতিনিধি পরিষদ	২১৯	২১৩
সিনেট	৫৩	৪৭

- সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ডের পর যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ট্রাম্প মাত্র দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি একবার হেরে গিয়েও পুনরায় নির্বাচিত হলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম ও ৪৭তম প্রেসিডেন্ট।
- ডোনাল্ড ট্রাম্প সবচেয়ে বেশি বয়সে (৭৮ বছর ৭ মাস) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

শপথ ও দায়িত্ব গ্রহণ

২০ জানুয়ারি, ২০২৫ তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ওয়াশিংটন ডিসির কংগ্রেস ভবনের ভিতরে ক্যাপিটল রোটুন্ডায় শপথ নেন। শপথ সাধারণত ক্যাপিটল হিলের বারান্দায় উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ৪০ বছর আগে ১৯৫৮ সালে একই কারণে ক্যাপিটল ভবনের ভেতরে শপথ নিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান।

ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশ

২০ জানুয়ারি, ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েই একের পর এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর মাধ্যমে পুরাতন অনেক আইন বাতিল করেন। তার এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে বাইডেন প্রশাসনের ধারা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে আনার ইঙ্গিত রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য ১০টি নির্বাহী আদেশ

- বাইডেন-যুগের অভিবাসন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জাতিগত সমতার সাথে সম্পর্কিত ৭৮টি নীতি বাতিল করেন।
- জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিলের আদেশ জারি।
- যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা।
- যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থীদের প্রবেশ সাময়িকভাবে স্থগিত করেন।
- ৬ জানুয়ারি, ২০২১ ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গার সাথে সম্পর্কিত ১,৫০০ জনকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা।
- আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রত্যাহারের কার্যক্রম শুরু।
- ৯০ দিনের জন্য মার্কিন বিদেশি সাহায্য কর্মসূচির স্থগিতাদেশ জারি।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার।
- অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন বন্ধ।
- প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা।

এক নজরে ট্রাম্প প্রশাসন

ক্যাটাগরি	নাম	ক্যাটাগরি	নাম
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	মার্কো রুবিও	শিক্ষামন্ত্রী	লিন্ডা ম্যাকমাহন
প্রতিরক্ষামন্ত্রী	পিট হেগসেথ	বাণিজ্যমন্ত্রী	হওয়ার্ড লাটনিক
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	ডগ বারগাম	জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত	এলিস স্টেফানিক
স্বাস্থ্যমন্ত্রী	রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র	অ্যাটর্নি জেনারেল	ম্যাট গেৎস
জ্বালানিমন্ত্রী	ক্রিস রাইট	জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা	মাইকেল ওয়াল্টজ

ডোনাল্ড ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি

'আমেরিকা ফাস্ট' এই নীতির উপর ভিত্তি করে ২য় বারের মতো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ শপথ গ্রহণের পর তিনি একাধিক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন যা কিনা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিতে প্রভাব বিস্তার করবে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশ মতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ স্থাপন করা। তাদের ব্যয় করা প্রতিটি ডলার, তহবিলে ব্যয় করা প্রতিটি প্রোগ্রাম এবং অনুসরণ করা প্রতিটি নীতি, তিনটি সহজ প্রশ্নের উত্তর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

- এটি কী যুক্তরাষ্ট্রকে নিরাপদ করে তোলে?
- এটি কী যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করে তোলে?
- এটি কী যুক্তরাষ্ট্রকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে?

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ

অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ ও সীমান্ত সুরক্ষিত করা ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। যথাযথ অনুমোদন ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রতিশ্রুতি ছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনি প্রচারণার একটি অন্যতম প্রধান অংশ। হোয়াইট হাউজে বসে প্রথম দিন থেকেই তিনি 'যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গণ বিতারিতকরণ কর্মসূচি' শুরু করেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নিলেই যে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়া সম্ভব - অর্থাৎ জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের বিধান-বাতিল করেন ট্রাম্প।
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে, ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে তিনি গুয়ান্তানামো বে আটক শিবিরকে ৩০,০০০ পর্যন্ত অপরাধী অভিবাসীদের জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন। ৪ ফেব্রুয়ারি গুয়ান্তানামোতে অভিবাসীদের বহনকারী ফ্লাইট শুরু হয়, যার মধ্যে প্রথমটিতে ছিল ১০ জন সন্দেহভাজন সদস্য। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আদেশে মেক্সিকো সীমান্তে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। যাতে নতুন করে আসা অভিবাসীদের ঠেকানো সম্ভব হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণার বিরোধী হিসেবে পরিচিত। এর আগে তিনি গ্রিন এনার্জি বা পরিবেশবান্ধব জ্বালানির ধারণাকে এর আগে 'জালিয়াতি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি থেকে তিনি আবারো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন। ট্রাম্প কম খরচে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বেশি মাত্রায় ড্রিল করা বা কূপ খনন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার নির্বাচনি প্রচারণায়। জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়া বৈশ্বিক জলবায়ু কার্যক্রমের জন্য হুমকিস্বরূপ।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম দফায় ক্ষমতায় থাকাকালীন চীনের সাথে একপ্রকার বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। এই দফায়ও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কর আরোপ করবেন। অন্যদিকে, তাইওয়ানও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। নির্বাচনি প্রচারণার সময় ডোনাল্ড ট্রাম্প এমনও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে চীন যদি তাইওয়ান অবরোধ করার চেষ্টা করে তাহলে চীনের ওপর আরো কঠোর কর আরোপ করা হবে।

USA-ইসরায়েল সম্পর্ক

ট্রাম্পকে তার প্রথম মেয়াদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ইসরায়েলপন্থি রাষ্ট্রপতিদের একজন হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ২০২৪ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়, ট্রাম্প ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে দুই মাসের মধ্যে গাজায় যুদ্ধ শেষ করার আহ্বান জানান। তিনি হামাসকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের আগে যুদ্ধ শেষ না হলে তাদের "বড় মূল্য দিতে হবে"। নির্বাচনের পর, ট্রাম্প ২০১৭ সালের পর প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আব্বাসের সাথে কথা বলেন। তাদের ফোনালাপের সময়, ট্রাম্প গাজায় যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

নির্বাচনি প্রচারণার সময় বিভিন্ন বক্তব্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলেছেন যে, তিনি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ 'একদিনের মধ্যে' শেষ করতে পারবেন। যদিও সেটি ঠিক কীভাবে করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত কখনোই খোলাসা করেননি তিনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে যে কোটি কোটি ডলার ক্রয় করার অনুদান দিয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প সবসময়ই সেটির কড়া সমালোচক ছিলেন। তার জয়ের পর, ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ আরও না বাড়ানোর জন্য সতর্ক করেন, পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের সমাধানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নির্বাচনি প্রচারণার সময় তিনি ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে দেখা করেন।

USA-NATO সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানিসহ ৩২টি দেশের সামরিক জোট নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা ন্যাটো বহুদিন ধরেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের চক্ষুশূল। তিনি প্রথম দফায় প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন বলেছিলেন যে, কোনো দেশ যদি প্রতিরক্ষা খাতে তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ ব্যয় না করে তাহলে তারা আক্রমণের শিকার হলেও যুক্তরাষ্ট্র তাদের সহায়তা করবে না। চলতি বছরের জানুয়ারির শুরুর দিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটোর ইউরোপীয় সদস্যদের আহ্বান জানান, যেন তারা প্রতিরক্ষায় ব্যয় বাড়ায় এবং তাদের জাতীয় আয়ের পাঁচ শতাংশ প্রতিরক্ষায় বরাদ্দ করে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনি ওয়েবসাইটের বর্ণনা অনুযায়ী তার লক্ষ্য হলো – 'ন্যাটোর উদ্দেশ্য ও মূলনীতির পুনর্মূল্যায়ন'। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ন্যাটোর প্রতি গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারেন। যেমন তিনি ইউরোপে নিযুক্ত মার্কিন সেনার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন।

USA-ইউরোপ সম্পর্ক

নির্বাচনি প্রচারণার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন যে ইউরোপীয় মিত্ররা "আমাদের সাথে আমাদের তথাকথিত শত্রুদের চেয়েও খারাপ আচরণ করে"। তিনি আরও বলেন, "আমরা তাদের রক্ষা করি এবং তারপর তারা আমাদের বাণিজ্যে বাধা দেয়, আমরা আর তা হতে দেব না"। তিনি ইউরোপ সহ বাণিজ্য অংশীদারদের উপর শুল্ক আরোপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যা অর্থনীতিবিদদের মতে বাণিজ্য যুদ্ধের সূত্রপাত করতে পারে । ট্রাম্প বলেছেন যে, ইউরোপে ন্যাটো মিত্ররা যদি প্রতিরক্ষা খাতে জিডিপির ২% ব্যয়ের জোটের লক্ষ্য পূরণ না করে, তাহলে তিনি তাদের রক্ষা করবেন না, এবং পরিবর্তে তিনি রাশিয়াকে "যা খুশি তাই করতে" "উৎসাহিত" করবেন।

USA-দক্ষিণ এশিয়া সম্পর্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেছে পল কাপুরকে। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত কূটনীতিক। তাঁর দায়িত্ব হবে ভারতের পাশাপাশি এশিয়া অঞ্চলের কূটনৈতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সম্পর্ক যেরূপ ভালো হবে, তেমনি দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

USA-WHO

রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়া।

অর্থ স্থগিতকরণ

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩ মাসের জন্য বিদেশে সব ধরনের সহায়তা কার্যক্রম স্থগিত করেছে এবং নতুন সাহায্যের অনুমোদন বন্ধ করেছে। এ স্থগিতাদেশ জরুরি খাদ্য সহায়তা এবং ইসরায়েল ও মিশরের জন্য সামরিক তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ফলে, গাজা ও অন্যান্য যে সব জায়গায় খাদ্য সংকট চলছে সেখানে জরুরি খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

শুল্ক যুদ্ধ

২০২৫ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পর, ট্রাম্প চীনের সাথে পুনরায় বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেন এবং কানাডা ও মেক্সিকোর সাথে দ্বিতীয় বাণিজ্য যুদ্ধের হুমকি দেন। মেক্সিকো ও কানাডার উপর সরাসরি শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন উভয় দেশ মার্কিন সীমান্ত সুরক্ষা রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়, তখন শুল্ক আরোপ স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বেশ কয়েকটি দেশ শুল্ক যুদ্ধ এড়াতে ট্রাম্পের সাথে সক্রিয়ভাবে আলোচনা শুরু করে।

গ্রিনল্যান্ড ও পানামা খাল

গ্রিনল্যান্ড কিনতে চেয়ে ও পানামা খালের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাওয়ার মন্তব্য করে ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। আগের দফায় প্রেসিডেন্ট থাকার সময়ও ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কিনে নিতে চাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল যে এটি বিক্রি হবে না। ডেনমার্কের অধীনে থাকা গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ বিষয়ক কার্যক্রমের বড় ঘাঁটি রয়েছে। এছাড়া ওই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদও রয়েছে, যা বিভিন্ন হাই-টেক যন্ত্রপাতি ও ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, পণ্য ও মালামাল পরিবহণের পথ পানামা খাল অতিরিক্ত ব্যয়বহুল এবং এই পথ দিয়ে পণ্য পরিবহণের খরচ না কমলে যুক্তরাষ্ট্র পানামা খালের দখল নিয়ে নেবে বলেও মন্তব্য করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও যুক্তরাষ্ট্র হয়ত এই দুই অঞ্চলের একটিরও নিয়ন্ত্রণ নেবে না, তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক বক্তব্য আর 'আমেরিকা ফার্স্ট' মূলনীতির অর্থ হলো যুক্তরাষ্ট্র তাদের সীমানার বাইরে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন চালিয়ে যাবে।

মধ্যপ্রাচ্য নীতি

ডোনাল্ড ট্রাম্প যদিও গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি হওয়ার পরই প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে যোগ দিয়েছেন, তবে এর দীর্ঘমেয়াদি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তাকে বেশ চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। অর্থাৎ এই যুদ্ধ পাকাপাকিভাবে বন্ধ করাটা ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য কঠিন হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমবার প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ইসরায়েলের পক্ষে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে দাবি করা ও তেল আবিব থেকে মার্কিন অ্যাম্বাসি জেরুজালেমে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত। এছাড়া ইরানের বিরুদ্ধেও তৎকালীন ট্রাম্প প্রশাসন কঠোর অবস্থান নিয়েছিল। সেসময় যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়, ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাড়ায় ও ইরানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সামরিক কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে। তিনি ক্ষমতায় থাকার সময় আব্রাহাম অ্যাকর্ডের প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করেন এবং ইসরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান আর মরক্কোর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালান। তবে, ঐ চুক্তিতে আরব দেশগুলোর শর্ত ছিল যে ভবিষ্যতে ইসরায়েল স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে, যে শর্ত সেবারও মানা হয়নি। গাজায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন যে, তিনি আব্রাহাম অ্যাকর্ডের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্যে 'শক্তি প্রয়োগ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা' করবেন। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন এর অর্থ তিনি সৌদি আরব আর ইসরায়েলের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করার চেষ্টা করবেন।

নির্বাচনি প্রচারণার সময় ট্রাম্প 'জ্বালানির মাধ্যমে শান্তি'র ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। আরব বিশ্ব জুড়ে ট্রাম্পকে একজন বাস্তববাদী ব্যবসায়ী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এ কারণে অনেকের বিশ্বাস, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার স্বার্থেই মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর বিশ্বাস, ক্রমাগত সংঘাতের মধ্যে উন্নয়ন এবং উন্নত সম্পর্ক বিকশিত হতে পারে না। 'ব্যবসায়ী ট্রাম্প' নিজেও জানেন এই বাস্তবতা। এ দিক থেকে দেখলে, গাজা বা লেবাননের সংঘাতের লাগাম টানাই হবে ট্রাম্পের প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্য সফর

দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সফর হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যকে বেছে নেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১৩-১৬ মে ২০২৫ চার দিনের এ সফরে সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করেন তিনি।

- **যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি চুক্তি:** ১৩ মে, ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে ৩০০ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- **সিরিয়ার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার:** ১৩ মে, ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়ার ওপর থেকে সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেন। ১৪ মে, ২০২৫ সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প বৈঠক করেন, যা ২৬ মার্চ ২০০০ জেনেভায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং হাফিজ আল-আসাদের বৈঠকের পর দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে প্রথম বৈঠক।
- **যুক্তরাষ্ট্র ও কাতার চুক্তি:** যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানির কাছ থেকে ১৬০টি বিমান ক্রয় করবে কাতার এয়ারওয়েজ। ১৪ মে, ২০২৫ কাতারের রাজধানী দোহায় এমন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি। বিমানগুলোর মোট মূল্য ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। এটি বোয়িংয়ের ইতিহাসে 'সবচেয়ে বড় অর্ডার'। এছাড়াও কাতার যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে উন্নত প্রযুক্তির MQ-9B ড্রোন ক্রয় করবে।
- **যুক্তরাষ্ট্র ও আরব আমিরাত চুক্তি:** ১৫ মে, ২০২৫ সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ২০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট জায়েদ আল নাহিয়ান। এছাড়াও আমিরাতের ইতিহাদ এয়ারওয়েজ ১,৪৫০ কোটি (১৪.৫ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি ২৮টি বোয়িং ৭৮৭ এবং ৭৭৭এক্স উড়োজাহাজ ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। যুক্তরাষ্ট্র-আমিরাত 'এআই অ্যাকসেলারেশন পার্টনারশিপ ফ্রেমওয়ার্ক' গড়তে রাজি হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে সৌদি আরবে বৈঠক বসে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। যদিও এই বৈঠকে ইউক্রেনের পক্ষের কোনো প্রতিনিধি না থাকায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ঘটনাটিকে 'অপ্রত্যাশিত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে, এটি রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের একটি বড় পদক্ষেপ। তবে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন, কোনো শান্তি চুক্তির আওতায় ইউক্রেনে ন্যাটোর কোনো সদস্য দেশের সেনা মোতায়েন মেনে নেবে না রাশিয়া। সৌদি আরবে মার্কিন ও রুশ কর্মকর্তাদের মধ্যে বৈঠকের পর ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি এখন 'আরও আত্মবিশ্বাসী'। বৈঠক ফলপ্রসূ ছিল। রাশিয়া কিছু করতে চায়। তারা এই ভয়ংকর বর্বরতা বন্ধ করতে চায়। তিনি আরো বলেন, "আমি মনে করি, এই যুদ্ধ শেষ করার ক্ষমতা আমার আছে।" ইউক্রেনে ইউরোপীয় দেশগুলো সেনা পাঠাতে পারে কিনা, এই প্রশ্নে তিনি বলেন, "যদি তারা তা করতে চায়, তাহলে দারুণ! আমি এটিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।" সৌদি আরব একটি নিরপেক্ষ স্থান বিধায় এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার বৈঠক হয়েছে। এটি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার প্রথম বৈঠক।

ক্ষমতার পালাবদল

জার্মানিতে নতুন চ্যান্সেলর হলেন ফ্রিডরিখ মের্ৎস

ফ্রিডরিখ মের্ৎস (Friedrich Merz) ৬ মে, ২০২৫ তারিখে জার্মানির দশম চ্যান্সেলর হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এর আগে তিনি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (CDU) দলের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। জার্মান পার্লামেন্টে দ্বিতীয় দফার ভোটাভুটিতে ৩২৫ ভোট পেয়ে তিনি চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন।

প্রথম মার্কিন পোপ চতুর্দশ লিও

৮ মে, ২০২৫ রোমান ক্যাথলিকদের ২৬৭তম পোপ নির্বাচিত হন রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে জন্মগ্রহণকারী রবার্ট ফ্রান্সিস প্রিভোস্ট 'পোপ চতুর্দশ লিও' নামে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে ক্যাথলিক চার্চের ২,০০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম কোনো মার্কিন নাগরিক পোপ নির্বাচিত হন।

অ্যান্থনি আলবানিজ দ্বিতীয়বারের মতো অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী

৩ মে, ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ায় ৪৮তম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ১৫০টি আসনের মধ্যে ৯৩টি লাভ করে প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের লেবার পার্টি এবং বিরোধী পিটার ডাটনের লিবারেল-ন্যাশনাল জোট লাভ করে ৪৩টি। এতে দীর্ঘ ২১ বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় কোনো প্রধানমন্ত্রী টানা দ্বিতীয় মেয়াদে জয়ী হলেন। ১৩ মে, ২০২৫ অ্যান্টনি অ্যালবানিজ দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ২৩ মে, ২০২২ তিনি প্রথম মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

লরেন্স ওং পুনরায় সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত

৩ মে, ২০২৫ সিঙ্গাপুরে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে পার্লামেন্টের ৯৭টি আসনের মধ্যে ৮৭টি লাভ করে পিপল'স অ্যাকশন পার্টি (PAP)। নির্বাচনে মূল বিরোধী দল ওয়ার্কার্স পার্টি ১০টি আসনে জয় পায়। এর ফলে টানা ১৪ বারের মতো জয় পায় শাসক দল PAP। ১৯৫৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে বিজয়ী হয় দলটি। এ পর্যন্ত মাত্র ৪ জন প্রধানমন্ত্রী পায় সিঙ্গাপুর। এই প্রধানমন্ত্রীরা সবাই ক্ষমতাসীন দল PAP'র নেতা ছিলেন। সবচেয়ে বেশিদিন ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড সাবেক প্রধানমন্ত্রী লি সেইন লুং এর পিতা লি কুয়ান ইউ-এর। টানা ৩১ বছর দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তার ছেলে লি সেইন লুং প্রায় ২০ বছর দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার পর ১৫ মে, ২০২৪ পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার পরিচালনা করছিলেন দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং।

ফিলিস্তিনের নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হন হুসেন আল শেখ

২৬ এপ্রিল, ২০২৫ ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (PLO) ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তার সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে ঘনিষ্ঠ সহযোগী হুসেন আল-শেখকে মনোনয়ন দেন। এরপর তার মনোনয়ন PLO'র নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদন পায়।

হুসেন আল শেখ: ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৬০ হুসেন আল-শেখ পশ্চিম তীরের রামাল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিলিস্তিনের ফাতাহ দলের একজন নেতা। PLO-তেও গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। বিগত তিন বছরে PLO'র নির্বাহী কমিটির মহাসচিব ছিলেন তিনি। তরুণ বয়সে ইসরায়েলের কারাগারে ১১ বছর বন্দী ছিলেন হুসেন আল-শেখ।

মার্ক কার্নি কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন

২৮ এপ্রিল, ২০২৫ কানাডার ৪৫তম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আইনসভার নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের ৩৪৩ আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন লিবারেল পার্টি হাউস অব কমন্সে ১৭০ আসন লাভ করে। আর তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কনজারভেটিভ পার্টি ১৪৩টি আসন পায়। ১৩ মে, ২০২৫ কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং তার নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেন। উল্লেখ্য ৯ বছর দায়িত্ব পালনের পর, রাজনৈতিক চাপের জেরে ৬ জানুয়ারি, ২০২৫ পদত্যাগের ঘোষণা দেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি ৪ নভেম্বর, ২০১৫ দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ৯ মার্চ, ২০২৫ লিবারেল পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মার্ক কার্নি। এর আগে মার্ক কার্নি ব্যাংক অব কানাডা এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর ছিলেন।

থাইল্যান্ডের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী

১৬ আগস্ট, ২০২৪ পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে থাইল্যান্ডের নতুন ও সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান ৩৭ বছর বয়সি পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা। পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে পেতংতার্নের পক্ষে ৩১৯টি ভোট পড়ে। আর বিপক্ষে ভোট পড়ে ১৪৫টি। পেতংতার্ন সাবেক থাই প্রধানমন্ত্রী ও ধনকুবের থাকসিন সিনাওয়াত্রার কন্যা।

কিয়ের স্টারমার: আইনজীবী থেকে প্রধানমন্ত্রী

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন কিয়ের স্টারমার। ৭ মে, ২০১৫ তিনি প্রথম পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অভিবাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকলাপ নজরে রাখার জন্য স্টারমারকে 'শ্যাডো হোম সেক্রেটারি' (ছায়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেওয়ার পরে ৬ অক্টোবর ২০১৬ স্টারমারকে 'শ্যাডো ব্রেক্সিট মন্ত্রী' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ৪ এপ্রিল ২০২০ লেবার পার্টির নেতা হন। **৫ জুলাই, ২০২৪ যুক্তরাজ্যের ৫৮তম প্রধানমন্ত্রী** হিসেবে লেবার পার্টির নেতা কিয়ের স্টারমার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট

২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শ্রীলঙ্কায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জয়ী হন মার্ক্সবাদী নেতা অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে। তিনি কলম্বো থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন এবং কৃষি, ভূমি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী ছিলেন। ২০১৪ সাল থেকে তিনি জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (JVP) দলের নেতা। JVP'র বৃহত্তর জোট ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ারের (NPP) পক্ষ থেকে তাকে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট

১৯ মে, ২০২৪ ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন। ফলে ২৮ জুন, ২০২৪ ইরানের ১৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে কোনো প্রার্থী ৫০% ভোট না পাওয়ায় ৫ জুলাই, ২০২৪ সর্বাধিক ভোট পাওয়া দুই প্রার্থী- মাসুদ পেজেশকিয়ান ও সাইদ জালিলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মাসুদ পেজেশকিয়ান প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন।

জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী

১ অক্টোবর, ২০২৪ জাপানের ১০১তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। ১৪ আগস্ট, ২০২৪ জাপানের ১০০তম প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শিগেরু ইশিবা জাপানের ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (LDP) আইন প্রণেতাদের ভোটে দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন। দলীয় নেতার পদে বহাল থাকা অবস্থায় সংসদে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও একই সঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদেও বহাল থাকেন।

লেবাননের নতুন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী

১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (ICJ) প্রধান নাওয়াফ সালাম লেবাননের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন। ICJ-এর প্রধান নির্বাচিত হওয়ার পর ২০২৪ সালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে **দক্ষিণ আফ্রিকার** করা গণহত্যা মামলা এবং অন্যান্য ট্রাইব্যুনালের নেতৃত্ব দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই বিচারক আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যদিকে ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে লেবাননের প্রেসিডেন্ট পদটি খালি ছিল। এরপর ৯ জানুয়ারি, ২০২৫ লেবাননের পার্লামেন্টে ভোটাভুটির মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জোসেফ আউন।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে অভিশংসন

১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ দক্ষিণ কোরিয়ার সংসদে আইনপ্রণেতাদের ভোটাভুটিতে অভিশংসিত হন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওল। দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি সংক্রান্ত বিতর্ককে কেন্দ্র করে ইউন সুক ইওলের অভিশংসনের দাবি ওঠে। ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার পার্লামেন্টে ইউন সুক-ইওলকে অভিশংসন করার পক্ষে ভোট পড়ে। এরপর তাকে সাময়িকভাবে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। জানুয়ারি ২০২৫-এ ইউন সুক-ইওলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে প্রথম ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়ার সর্বোচ্চ আদালত ইউন সুক-ইওলকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদচ্যুতির রায় দেন। ইউন সুক-ইওলের পদচ্যুতির পর, দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্য-বাম রাজনীতিক **লি জে-মিয়ং** প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

সাম্প্রতিক আলোচিত ব্যক্তিবর্গ

ডোনাল্ড ট্রাম্প	**পুরো নাম:** ডোনাল্ড জন ট্রাম্প; **জন্ম:** ১৪ জুন ১৯৪৬; **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** স্নাতক (অর্থনীতি, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়); **বর্তমান রাজনৈতিক দল:** রিপাবলিকান পার্টি; **রচিত বই:** Save America, Our Journey Together, How to Fix Our Crippled America, Why We Want You To Be Rich ইত্যাদি। ➢ **ট্রাম্পের ৭ অঙ্গীকার:** জয়ের আগে প্রচারের সময় নানান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শুরুতেই যে সাতটি কাজ করার কথা বলেছেন- (১) অবৈধ অভিবাসীদের ফিরিয়ে দেওয়া। (২) অর্থনীতিতে মনোযোগ। (৩) জলবায়ু নীতিতে কাটছাঁট। (৪) ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ। (৫) গর্ভপাতের অধিকার বাতিল। (৬) ৬ জানুয়ারির দাঙ্গাকারীদের ক্ষমা। (৭) বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথকে চাকরিচ্যুত। ➢ ২০২৪ সালের টাইম ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব হন যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ইলন মাস্ক	**জন্ম:** ২৮ জুন, ১৯৭১ সাল, প্রিটোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সবার বড়। **শিক্ষা:** যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারটি ডিগ্রি অর্জন করেন। **ব্যবসা শুরু:** ১৯৯৫ সাল। ২৫ বছরের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের হন। **বর্তমান সম্পদমূল্য:** ৩৯৪.২ বিলিয়ন ডলার। **কোম্পানিগুলো:** জিপ ২ (১৯৯৯); এক্স.কম (অনলাইন ব্যাংক, পরে পেপাল নাম ধারণ করে); স্পেসএক্স ২০০২; টেসলা (২০০৩); সোলারসিটি (২০০৬); টুইটার (২০২২ সালে ক্রয়); ওপেনএআই (২০১৫); নিউরালিংক; বোরিং কোম্পানি (২০১৬) ও স্টারলিংক (২০১৯)।
ড. মনমোহন সিং	মনমোহন সিংয়ের জন্ম হয়েছিল ১৯৩২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের এক ছোট্ট গ্রামে। শিক্ষায় আর পেশায় অর্থনীতিবিদ মনমোহন সিং রাজনীতির ময়দানে পরিচিত হন ১৯৯১ সালে, ভারতের অর্থমন্ত্রী হিসাবে; ১৯৯১-৯৬ সাল পর্যন্ত এই পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল – এই ১০ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ড. মনমোহন সিংয়ের প্রথম পাঁচ বছরের মেয়াদকালে সবথেকে বড় জয়টা ছিল যুক্তরাষ্ট্র থেকে পারমাণবিক প্রযুক্তি পাওয়ার জন্য একটি চুক্তি সই করা। গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে ভারত সরকার সাত দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে।
ড. রিচার্ড অ্যালান ক্যাশ	প্রাণঘাতী ডায়রিয়া প্রতিরোধে খাবার স্যালাইন আবিষ্কারের অন্যতম গবেষক এবং খাবার স্যালাইন ফর্মুলার চূড়ান্ত রূপদানকারী হলেন ড. রিচার্ড অ্যালান (৯ জুন, ১৯৪১ - ২২ অক্টোবর, ২০২৪)। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায়, যুদ্ধের পক্ষে জনমত তৈরি এবং অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার অনার' প্রদান করে।
রতন নেভাল টাটা	রতন টাটা (২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৭ - ৯ অক্টোবর, ২০২৪) ভারতের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান টাটা সন্সের ইমেরিটাস চেয়ারম্যান এবং 'বিজনেস টাইকুন' নামে পরিচিত। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'পদ্মবিভূষণ' লাভ করেন ২০০৮ সালে। 'দ্য স্টোরি অব টাটা' (লেখক পিটার ক্যাবি) টাটার মালিকানাধীন ব্যক্তিদের নিয়ে লিখিত বই।
ইব্রাহীম রাইসি	ইরানের ৮ম প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম রাইসি (ডিসেম্বর, ১৯৬০-মে, ২০২৪) আজারবাইজানের সীমান্তবর্তী 'কিজ-কালাসি' বাঁধ উদ্বোধন করে আজারবাইজানের তাবরিজের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথে জোলফা এলাকার দুর্গম পাহাড়ে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে মারা যান। হেলিকপ্টারটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি বেল-২১২ মডেলের UH – 1N সংস্করণ।
নাইম কাশেম	রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা এবং লেখক শেখ নাইম কাশেম ১৯৫৩ সালে লেবাননে জন্মগ্রহণ করেন। ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ সালে লেবাননের রাজনৈতিক ও সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর মহাসচিব (৪র্থ) নিযুক্ত হন। তিনি হিজবুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং লেবাননের রাজনৈতিক দল 'আমল মুভমেন্টে' যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।
ইসমাইল হানিয়া	ফিলিস্তিনি রাজনীতিবিদ, হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান ছিলেন ইসমাইল হানিয়া (১৯৬২-২০২৪)। ছাত্র অবস্থায় মুসলিম ব্রাদারহুডের ছাত্র শাখার সদস্য ছিলেন। ১৯৮৭ সালে হামাসে যোগদান করেন। ইরান সফরে থাকাকালে ৩১ জুলাই ২০২৪ সালে গুপ্ত হত্যায় নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করা হয়।
হাসান নাসরুল্লাহ	সাঈয়েদ হাসান নাসরুল্লাহ (৩১ আগস্ট, ১৯৬০-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪) মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের একজন ছিলেন। ১৯৯২ সালে মাত্র ৩২ বছর বয়সে তিনি হিজবুল্লাহর প্রধান নিযুক্ত হন। ইসরায়েলের বিমান হামলায় বৈরুতের শহরতলিতে ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালে হাসান নাসরুল্লাহ নিহত হন।
ইয়াহিয়া সিনওয়ার	ইয়াহিয়া সিনওয়ার (২৯ অক্টোবর, ১৯৬২-১৬ অক্টোবর, ২০২৪) ছিলেন ফিলিস্তিনি ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা এবং গাজার সামরিক শাখার প্রধান। তিনি হামাসের সামরিক শাখা 'আল-কাসসাম বিগ্রেডের' সহ-প্রতিষ্ঠাতা। ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলায় প্রধান পরিকল্পনাকারী হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হয়।
জিমি কার্টার	জিমি কার্টার (১অক্টোবর, ১৯২৪-২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪) ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক দল থেকে নির্বাচিত ৩৯তম প্রেসিডেন্ট (১৯৭৭-১৯৮১) এবং নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত মানবাধিকার কর্মী। তিনি জর্জিয়ায় প্লেইনসে জন্মগ্রহণ করেন এবং মার্কিন নৌবাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি, পানামা খাল চুক্তি, এবং মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখেন। তার সময়ে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং ইরানি জিম্মি সংকট সমালোচিত হয়। প্রেসিডেন্সির পর তিনি কার্টার সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে শান্তি, স্বাস্থ্য, সেবা ও গণতন্ত্র প্রচারে ভূমিকা রাখেন। তিনি ২০০২ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।
ইব্রাহিম ট্রায়োরে	ক্যাপ্টেন ইব্রাহিম ট্রায়োরে হলেন বুরকিনা ফাসোর বর্তমান অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক নেতা। যিনি ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর লেফটেন্যান্ট কর্নেল পল-হেনরি সান্দাওগো দামিবাকে সরিয়ে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি হয়ে উঠেন আফ্রিকার সর্বকনিষ্ঠ রাষ্ট্রপ্রধান।

বিভিন্ন রিপোর্ট/সমীক্ষা/প্রতিবেদন সূচক

প্রতিবেদন / রিপোর্ট	প্রয়োজনীয় তথ্য	প্রতিবেদন / রিপোর্ট	প্রয়োজনীয় তথ্য
মানব উন্নয়ন সূচক- ২০২৫	▪ প্রকাশক- 'The United Nations Development Programme' (UNDP). ▪ শীর্ষ দেশ: আইসল্যান্ড। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: দক্ষিণ সুদান। ▪ বাংলাদেশ: ১৩০তম।	অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২৫	▪ প্রকাশক- 'The Heritage Foundation' (USA). ▪ শীর্ষ দেশ: সিঙ্গাপুর। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: সুদান। ▪ বাংলাদেশ: ১২২তম।
নোমাড পাসপোর্ট সূচক ২০২৫	▪ প্রকাশক: Nomad Capitalist (UAE). ▪ শীর্ষ দেশ: আয়ারল্যান্ড। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: আফগানিস্তান। ▪ বাংলাদেশ: ১৮১তম।	হেনলি পাসপোর্ট সূচক- ২০২৫	▪ শীর্ষ দেশ: সিঙ্গাপুর। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: আফগানিস্তান। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ১০০তম। (বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা আগাম ভিসা ছাড়া ৪০টি দেশে ভ্রমণ করতে পারে।
বৈশ্বিক অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি ২০২৫	▪ রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ আমদানিতে শীর্ষ দেশ: ইউক্রেন।	সামরিক শক্তি প্রতিবেদন- ২০২৫	▪ শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: ভুটান। ▪ বাংলাদেশ: ৩৫তম।
World Happiness Report-2025	▪ প্রকাশক: জাতিসংঘ। ▪ শীর্ষ দেশ: ফিনল্যান্ড। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: আফগানিস্তান। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ১৩৪তম।	বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন- ২০২৪	▪ প্রকাশক: আইকিউএয়ার (সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান)। ▪ বায়ু দূষণে শীর্ষ দেশ: শাদ। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ২য়। ▪ নগর হিসেবে দূষণের দিক থেকে ঢাকার অবস্থান: ৩য় (১ম- দিল্লি)। ▪ বাংলাদেশের প্রতি ঘন মিটার বায়ুতে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণার (পি এম ২.৫) উপস্থিতি ৭৮ মাইক্রোগ্রাম।
বিশ্বের অভিবাসন প্রতিবেদন- ২০২৪	▪ রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ: ভারত। ▪ রেমিট্যান্স উৎসে/প্রেরণে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান: অষ্টম। ▪ অভিবাসী প্রেরণে শীর্ষ দেশ: ভারত (বাংলাদেশ ষষ্ঠ)।	বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন- ২০২৪	▪ প্রকাশক: জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থা (UNCTAD). ▪ বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র।
বিশ্ববাণিজ্য পরিসংখ্যান- ২০২৪	▪ প্রকাশক: WTO. ▪ বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন। ▪ বৈশ্বিক আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র।	ইথনোলগ রিপোর্ট- ২০২৪ (ভাষা)	▪ সর্বাধিক ভাষার দেশ: পাপুয়া নিউগিনি। ▪ সর্বনিম্ন ভাষার দেশ: উত্তর কোরিয়া (মাত্র ১টি)। ▪ সর্বাধিক বিদেশি ভাষার ব্যবহার হয়: যুক্তরাষ্ট্রে। ▪ সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা: ইংরেজি (বাংলা-৭ম)। ▪ মাতৃভাষার বিবেচনায় ১ম: মান্দারিন (বাংলা ভাষার অবস্থান- ৫ম)।

প্রতিবেদন / রিপোর্ট	প্রয়োজনীয় তথ্য	প্রতিবেদন / রিপোর্ট	প্রয়োজনীয় তথ্য
বৈশ্বিক টেকসই প্রতিযোগিতামূলক সূচক- ২০২৪	▪ শীর্ষ দেশ: সুইডেন। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: সোমালিয়া। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ১১৬তম।	বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক ২০২৪	▪ শীর্ষ দেশ: সুইজারল্যান্ড। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: অ্যাঙ্গোলা। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ১০৬তম।
বৈশ্বিক জনসংখ্যা সূচক- ২০২৪	▪ জনসংখ্যায় শীর্ষ দেশ: ভারত। ▪ জনসংখ্যায় সর্বনিম্ন দেশ: ভ্যাটিকান সিটি। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ৮ম।	**Richest countries in the world by GDP per capita in 2024**	▪ মাথাপিছু জিডিপিতে বিশ্বের শীর্ষ ধনী দেশ: লুক্সেমবার্গ।
AI প্রস্তুতি সূচক- ২০২৪	▪ সর্বোচ্চ দেশ: সিঙ্গাপুর। ▪ সর্বনিম্ন দেশ: দক্ষিণ সুদান। ▪ বাংলাদেশের অবস্থান: ১১৩তম।	ICT খাতের অগ্রগতি সূচক- ২০২৪	▪ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান: স্কোর ৬২।
বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান- ২০২৩	▪ বৈশ্বিক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন। ▪ বৈশ্বিক আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ বস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন। ▪ বস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ: চীন। ▪ পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ: যুক্তরাষ্ট্র। ▪ পোশাক রপ্তানিতে: বাংলাদেশ দ্বিতীয় ।	অপরিণত শিশু জন্মহার	▪ শীর্ষ দেশ: বাংলাদেশ। ▪ দ্বিতীয়: মালাবি। ▪ তৃতীয়: পাকিস্তান।
বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর	▪ সবচেয়ে ব্যস্ত বন্দর: সাংহাই বন্দর, চীন। ▪ দ্বিতীয় ব্যস্ততম বন্দর: সিঙ্গাপুর। ▪ চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর: ৬৭তম।	পর্যটকদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিরাপদ শহর	▪ নিরাপদ শহর: সিঙ্গাপুর সিটি। ▪ ঝুঁকিপূর্ণ শহর: কারাকাস (ভেনেজুয়েলা)। ▪ ঝুঁকিপূর্ণ শহরে ঢাকার অবস্থান: ষষ্ঠ।

খেলাধুলা

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (২০২৩-২০২৫)

আয়োজন	তৃতীয়
জয়ী দল	দক্ষিণ আফ্রিকা (৫ উইকেটে জয়ী)
রানার্স-আপ	অস্ট্রেলিয়া
ম্যান অফ দ্য ম্যাচ	এইডেন মার্করাম (দক্ষিণ আফ্রিকা)
প্রথম ও দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন	নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া

আই.সি.সি চ্যাম্পিয়নস্ ট্রফি ২০২৫

আসর	নবম	চ্যাম্পিয়ন	ভারত (তৃতীয়বার)
স্বাগতিক	পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত	রানার্স-আপ	নিউজিল্যান্ড
সময়কাল	১৯ ফেব্রুয়ারি – ৯ মার্চ ২০২৫	ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট	রাচিন রবিন্দ্র (নিউজিল্যান্ড)
ভেন্যু	৪টি (করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি ও দুবাই)	ম্যান অব দ্য ফাইনাল	রোহিত শর্মা (ভারত)

পুরস্কার

৬৬ তম র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজয়ী

র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার- ২০২৪ লাভ করেন ৪ জন ব্যক্তি ও ১টি প্রতিষ্ঠান। এশিয়ার নোবেল খ্যাত র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার ১৯৫৮ সাল থেকে ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট- র‍্যামন ম্যাগসেসে এর নামে প্রদান করা হয়।

বিজয়ী	দেশ	বিজয়ী	দেশ
নুয়েন থি নগ ফুং	ভিয়েতনাম	ফারউইজা ফারহান	ইন্দোনেশিয়া
করমা ফুন্টসো	ভুটান	রুরাল ডক্টর মুভমেন্ট (প্রতিষ্ঠান)	থাইল্যান্ড
হায়াও মিয়াজাকি	জাপান		

অস্কার পুরস্কার-২০২৪

চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ সম্মানজনক পুরস্কার হলো অস্কার পুরস্কার। এর অন্য নাম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস। ২ মার্চ ২০২৫ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের (অস্কার) ৯৭তম আসরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এবারের উল্লেখযোগ্য বিজয়ী-

চলচ্চিত্র	আনোরা	অভিনেত্রী	মাইকি ম্যাডিসন (আনোরা)
পরিচালক	শন বেকার (আনোরা)	আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র	অ্যাম স্টিল হিয়ার (ব্রাজিল)
অভিনেতা	দ্য অ্যাড্রিয়েন ব্রডি (ব্রুটালিস্ট)	প্রামাণ্যচিত্র	নো আদার ল্যান্ড

বুকার পুরস্কার

- ১৯৬৯ সাল থেকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত মৌলিক ইংরেজি ভাষায় উপন্যাসের জন্য প্রতি বছর বুকার পুরস্কার দেওয়া হয়।
- এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০ পাউন্ড। ২০২৫ সালের বুকার পুরস্কার লাভ করেন ভারতীয় আইনজীবী ও লেখক বানু মুশতাক। Heart Lamp ছোটগল্পের জন্য তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

নোবেল পুরস্কার ২০২৪

- মোট বিজয়ী ১১ জন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান: পুরুষ ১০ ও নারী ১।
- পুরস্কার: প্রত্যেক বিভাগের নোবেলজয়ী পাবেন একটি মেডেল, একটি সনদপত্র এবং ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা (বাংলাদেশি টাকায় ১২ কোটি ৮০ লাখ)। যেসব বিভাগে একাধিক নোবেলজয়ী থাকবেন, তাদের মধ্যে ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনা বণ্টন করে দেওয়া হবে।

বিষয়	পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	দেশ	অবদান	ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান
চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শরীরতত্ত্ব	ভিক্টর অ্যামব্রোস/ গ্যারি রাভকুন	যুক্তরাষ্ট্র	মাইক্রো আরএনএ আবিষ্কার এবং ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণে	ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট
পদার্থবিজ্ঞান	জন জে হপফিল্ড	যুক্তরাষ্ট্র	কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভবপর করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য।	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স
	জিওফ্রে ই হিন্টন	কানাডা		
রসায়ন	ডেভিড বেকার	যুক্তরাষ্ট্র	কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য	দ্য রয়েল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স
	ডেমিস হাসাবিস/ জন এম জাম্পার	যুক্তরাজ্য	প্রোটিনের গঠনে ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য	
সাহিত্য	হান ক্যাং	দ. কোরিয়া	তীক্ষ্ম কাব্যিক গদ্যের জন্য যা ঐতিহাসিক আঘাতের মুখোমুখি হয়ে মানবজীবনের ভঙ্গুরতা প্রকাশ করে	সুইডিশ একাডেমি
শান্তি	নিহন হিদানকিও	জাপান	পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব অর্জনের প্রচেষ্টায়	নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি
অর্থনীতি	ড্যারস আসেমোগলু /সাইমন জনসন/ জেমস রবিনসন	যুক্তরাষ্ট্র	বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য নিয়ে গবেষণার জন্য	দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স

অন্যান্য আলোচিত বিষয়াবলি

ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রম

- **শাহ এর সময়ে সূত্রপাত (৫০ এর দশক - ১৯৭৯):** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় শাহ ১৯৫৭ সালে Atoms for Peace পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ইরানে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনা দেয়। শাহ সরকার পরবর্তীতে Atomic Energy Organization of Iran প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭৪ সালে, যার মাধ্যমে ইউরেনিয়াম অনুসন্ধান ও সমৃদ্ধকরণ শুরু করে। ইরান ১৯৬৮ সালে NPT তে স্বাক্ষর করে এবং ১৯৭০-এ তা অনুমোদন করে, যার মাধ্যমে নিউক্লিয়ার শক্তি শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারে ইরানিদের সমর্থন নিশ্চিত করা হয়।
- **ইসলামী বিপ্লব পরবর্তী সময় (১৯৭৯ - ২০০২):** ক্ষমতা গ্রহণ করে আয়াতুল্লাহ খামেনি নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিকে 'ইসলাম বিদ্বেষী' অভিযোগ করে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এর সকল কার্যক্রম বন্ধ রাখেন। পরবর্তীতে আশির দশকে খামেনি গোপনে চীন থেকে সেন্ট্রিফিউজ ডিজাইন ও ইউরেনিয়াম কনভারশন প্রযুক্তি এনে পুনরায় নিউক্লিয়ার কার্যক্রম শুরু করেন। এ সময় তাদের নাতাঞ্জ ও আরাফ নিউক্লিয়ার সাইট তৈরি করা হয়।
- **অস্ত্র তৈরির প্রচেষ্টা (৯০ এর দশক - ২০০৩):** ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সালে গোপন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড তৈরির পরিকল্পনা হাতে নেয় ইরান। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ওয়ারহেড তৈরি, বিস্ফোরণ পরীক্ষা ও সাহার-৩ মিসাইল সংযুক্তি।
- **কূটনৈতিক ক্রান্তি ও নিষেধাজ্ঞা (২০০৩ - ২০১৩):** ২০০৯ সালে ইরানের ফর্দো সাইটের তথ্য ফাঁস হয়, এর আগে সামনে আসে গোপন নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা। ফলে ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিদেশি সম্পদ জব্দ করার পাশাপাশি পারমাণবিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত সবকিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে। ২০১০ সালে মার্কিন সাইবার আক্রমণে ইরানের নাতাঞ্জ কেন্দ্রের প্রায় ১০০০ সেন্ট্রিফিউজ রড নষ্ট হয়ে যায়।
- **JCPOA চুক্তি ও চুক্তি বাতিল (২০১৫ - ২০১৮):** ২০১৫ সালে JCPOA চুক্তির মাধ্যমে ইরান মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বাতিলের বিনিময়ে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ হ্রাস, সেন্ট্রিফিউজ রডের সংখ্যা হ্রাস এবং আরাফ কেন্দ্রের অস্ত্র তৈরির সম্ভাবনা হ্রাস করে। ২০১৮ সালে ট্রাম্প প্রশাসন চুক্তি বাতিল করে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা দিলে ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং JCPOA চুক্তির সীমার চেয়ে ৪৫ গুণ বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদ করে।
- **বর্তমান অবস্থা:** সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী অস্ত্র তৈরির ক্ষমতাসম্পন্ন ইউরেনিয়াম দিয়ে ইরান প্রতি সপ্তাহে ১টি বোমা তৈরিতে সক্ষম। বর্তমানে তাদের কাছে মজুদ আধুনিক সেন্ট্রিফিউজের পরিমাণ ১৪০০ এর অধিক। ইসরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ৩টি পারমাণবিক কেন্দ্রে হামলা চালালেও তাদের দাবি তারা এখনো পারমাণবিক বোমা তৈরিতে সক্ষম এবং তাদের এ কার্যক্রম কোনোভাবেই বন্ধ হবে না।

এক নজরে ইরানের পরমাণু কার্যক্রম

১৯৬৭ : যুক্তরাষ্ট্রে তেহরানকে গবেষণার জন্য রিয়েক্টর প্রদান করে।
১৯৭৪ : Atomic Energy Organization of Iran প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ২৩টি পাওয়ার প্লান্টের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।
২০০২ : নাতাঞ্জ ও আরাক পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র প্রকাশিত হয় এবং IAEA এর অনুসন্ধান শুরু হয়।
২০০৩ : নিউক্লিয়ার অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা AMAD স্থগিত করা হয়।
২০০৯ : ইরানের ফর্দো সমৃদ্ধিকরণ সাইটের অবস্থান ফাঁস হয়ে যায়।
২০১৫ : JCPOA চুক্তি স্বাক্ষর।
২০১৮ : যুক্তরাষ্ট্র JCPOA চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।
২০২৩ : JCPOA চুক্তিতে সম্মত পরিমাণের ২২গুণ বেশি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ইরানের কাছে মজুদ থাকার তথ্য পাওয়া যায়।
২০২৫ : ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে হামলা।

বৈশ্বিক বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা

বৈশ্বিক বাণিজ্যে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, মাত্রাহীন মূল্যস্ফীতি ও ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত অতিরিক্ত রপ্তানি শুল্কের প্রভাব পড়ছে। বিশ্বব্যাংক ২০২৫ সালের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করেছে ২.৩%; যা ১৯৬০ সালের পর সবচেয়ে কম। রিপোর্ট অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাথাপিছু GDP মহামারি পূর্বের চেয়েও ৬% কমে যাবে ২০২৭ সালের মধ্যে।

ইউরোপে জ্বালানি সংক্রান্ত উদ্বেগ

১৩ জুন ইরানে ইসরায়েলের হামলার ফলে মধ্যপ্রাচ্যে সৃষ্ট সংঘাত বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে প্রভাব ফেলেছে। এই সংঘাত শুরুর পর জ্বালানি মূল্য ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে হরমুজ প্রণালি হয়ে জ্বালানি সরবরাহে অনিশ্চয়তা, যা ইউরোপের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ। বর্তমানে অপরিশোধিত তেলের বাজার মূল্য ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলার; ইরান হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিলে তা ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারেরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কংগো ও রুয়ান্ডার শান্তি চুক্তি

২৭ জুন ওয়াশিংটনে কংগো ও রুয়ান্ডার শান্তি চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের দীর্ঘ সংঘাতের অবসান আশা করছেন ভূ-রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সংঘাতের সূত্রপাত হয় রুয়ান্ডার পূর্ব সীমান্তে খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলে M23 বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে রুয়ান্ডার সমর্থনের অভিযোগ করে কংগো। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের মতে, রুয়ান্ডা এই অঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার বিদ্রোহী সৈন্যকে সমর্থন দিয়েছে, যদিও রুয়ান্ডা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

রিসিপ্রোকাল ট্যারিফ

Reciprocal Tariff বা পারস্পরিক শুল্ক হলো এমন একটি কর বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা যা, এক দেশ অন্য দেশের ওপর একই ধরনের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় আরোপ করে। পারস্পরিক শুল্কের পেছনে ধারণা হলো দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যে ভারসাম্য তৈরি করা। যদি একটি দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ায়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশটি প্রথম দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর নিজস্ব শুল্কারোপ করে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

গোল্ডেন ডোম (Golden Dome)

গোল্ডেন ডোম হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত একটি অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এটি মূলত একটি মাল্টি-লেয়ার্ড সিস্টেম যা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। যেমন - ব্যালিস্টিক, হাইপারসনিক এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র, শনাক্ত ও ধ্বংস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সেন্সর এবং স্পেস-ভিত্তিক ইন্টারসেপ্টরসহ স্যাটেলাইটের একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হবে। এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যার লক্ষ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে রক্ষা করা। এই সিস্টেমের মাধ্যমে মহাকাশ থেকে উৎক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্রও প্রতিহত করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

গোল্ডেন ডোম প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. **মাল্টি-লেয়ার্ড সিস্টেম:** এই ব্যবস্থায় একাধিক প্রতিরক্ষা স্তর থাকবে, যা বিভিন্ন উচ্চতা এবং পরিসরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম।
২. **সেন্সর ও ইন্টারসেপ্টর:** এতে উন্নত সেন্সর এবং স্পেস-ভিত্তিক ইন্টারসেপ্টর ব্যবহার করা হবে, যা ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্তকরণ ও ধ্বংস করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
৩. **স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক:** গোল্ডেন ডোমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য স্যাটেলাইটের একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হবে।
৪. **মহাকাশ-ভিত্তিক ইন্টারসেপ্টর:** এই ব্যবস্থায় মহাকাশে ইন্টারসেপ্টর স্থাপন করা হবে, যা দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবিলা করতে পারবে।
৫. **আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা:** গোল্ডেন ডোম শুধু ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করবে না, বরং সম্ভাব্য শত্রুদেরকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে বিরত রাখতেও সহায়তা করবে।

বিশ্বের প্রথম AI হাসপাতাল

বিশ্বে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক হাসপাতাল চালু করেছে চীন। যেখানে কাজ করছেন ১৪ জন AI চিকিৎসক। ৩ মে ২০২৫ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এমন উদ্যোগের ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে হাসপাতালটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিশালী AI প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল ও চিকিৎসা শাখার সমন্বিত দক্ষতা ব্যবহার করা হবে। বেইজিংয়ের সিংহুয়া চাংগুং হাসপাতাল ও এর অধিভুক্ত ইন্টারনেট হাসপাতালে এ ব্যাপারে প্রাথমিক পাইলট কর্মসূচি শুরু হতে চলেছে, যার মধ্যে জেনারেল প্র্যাকটিস, চক্ষুবিদ্যা রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনস্টিক্ ও রেসপিরেটরি মেডিসিনসহ বিভিন্ন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দীর্ঘমেয়াদে এর লক্ষ্য হলো আধুনিক-সাশ্রয়ী ও টেকসই স্বাস্থ্যসেবা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

মিয়ানমারে শক্তিশালী ভূমিকম্প

২৮ মার্চ ২০২৫ মিয়ানমারের মধ্যাঞ্চলে ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ে প্রতিবেশী দেশ থাইল্যান্ডেও। ভূমিকম্পের কাঁপুনি বাংলাদেশ, ভারত, কম্বোডিয়া ও চীন পর্যন্ত অনুভূত হয়। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মিয়ানমারের মান্দালয়, সাগাইং ও রাজধানী নাইপিদো এলাকা। ভূমিকম্পে দেশটির ৫,০০০-এর অধিক নিহত এবং আহত হয় প্রায় ১১,০০০ এর অধিক। আর বিধ্বস্ত হয় বহু ঘরবাড়ি।

PKK'র সশস্ত্র সংগ্রামের অবসান

১২ মে, ২০২৫ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম আলোচিত সশস্ত্র গোষ্ঠী কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (PKK) আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়। স্বেচ্ছায় নিজেদের বিলুপ্তির ঘোষণা দেয় গোষ্ঠীটি। এর আগে ৫-৭ মে, ২০২৫ ইরাকে PKK'র ১২তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় PKK'র সাংগঠনিক কাঠামো বিলুপ্ত এবং সশস্ত্র লড়াই বন্ধ করা হবে। গোষ্ঠীটির বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে অবসান ঘটতে যাচ্ছে তুরস্ক-PKK'র প্রায় চার দশকের সংঘাতের। পাশাপাশি সংগঠনটির স্বাধীন ও সার্বভৌম কুর্দিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নেরও ইতি ঘটলো। ২৭ নভেম্বর, ১৯৭৮ আবদুল্লাহ ওজালান PKK প্রতিষ্ঠা করে একটি পৃথক ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে লড়াই শুরু করেন। এতে ৪০,০০০-এর বেশি মানুষ প্রাণ হারান। ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইস্তানবুলের দক্ষিণ-পশ্চিমে মর্মর সাগরের ইমরালি দ্বীপের কারাগার থেকে পাঠানো একটি চিঠিতে PKK যোদ্ধাদের অস্ত্র ছেড়ে সংগঠন বিলুপ্ত করার অনুরোধ করেন আবদুল্লাহ ওজালান।

যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন খনিজ চুক্তি স্বাক্ষর

ইউক্রেনের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদকে যৌথভাবে কাজে লাগাতে ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ যুক্তরাষ্ট্র-ইউক্রেন খনিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে। রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে এ চুক্তির আওতায় উভয় দেশ মিলে একটি পুনর্গঠন বিনিয়োগ তহবিল (Reconstruction Investment Fund) গঠন করবে। ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সরঞ্জাম সহায়তা দেয়, এই পুনর্গঠন বিনিয়োগ তহবিল গঠনের মাধ্যমে তা স্বীকৃতি পাবে। ইউক্রেনের ভূগর্ভে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের তালিকাভুক্ত ৩৪টি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের মধ্যে অন্তত ২২টির সম্ভাব্য মজুত। এর মধ্যে রয়েছে লিথিয়াম, টাইটানিয়াম, নিকেল, গ্রাফাইট, জিরকোনিয়াম, কপার ও বিরল মৃত্তিকা উপাদান (খনিজ)। ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ সম্পদের জন্য চুক্তির প্রধান কারণ দেশটি চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে চায়। বর্তমানে চীন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিরল খনিজ প্রক্রিয়াজাত করে।

ইউক্রেনের খনিজ সম্পদ

ইউক্রেনে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ৫% রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ টন গ্রাফাইটের সুনির্দিষ্ট মজুত, যা খনিজ সরবরাহে ইউক্রেনকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশের একটিতে পরিণত করেছে। ইউরোপের মোট লিথিয়াম ভাণ্ডারের এক-তৃতীয়াংশই রয়েছে ইউক্রেনে। যুদ্ধ শুরুর আগে টাইটানিয়াম উৎপাদনে ইউক্রেনের বৈশ্বিক হিস্যা ছিল ৭%। বর্তমানে রাশিয়ার দখলে রয়েছে। ইউক্রেনের ৩৫,০০০ কোটি ডলারের খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার।

উত্তর কোরিয়ার প্রথম পারমাণবিক সাবমেরিন

৮ মার্চ, ২০২৫ উত্তর কোরিয়া প্রথমবারের মতো পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন উন্মোচন করে। ৮৪১ নম্বরের এই সাবমেরিনটি পরমাণু অস্ত্র বহন করতে পারে এবং দূরপাল্লার ব্যালেস্টিক মিসাইল, অল্প দূরত্বের ব্যালেস্টিক মিসাইল, এমনকি ক্রুজ মিসাইলও ছুড়তে পারে।

বিটা জেনারেশন

প্রজন্ম বলতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী মানুষদের বোঝায়, যারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় একই সূত্রে বাঁধা। ২০২৫ সালের জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে নতুন একটি প্রজন্মের সূচনা হয়। ২০২৪ সালে শেষ হয় জেনারেশন আলফার শিশুদের জন্ম এবং ১ জানুয়ারি ২০২৫ শুরু হয় জেনারেশন বিটার। ২০২৫-২০৩৯ সালে জন্মগ্রহণকারী সবাই জেনারেশন বিটার অংশ হবে। এ প্রজন্মের শিশুরা বেড়ে উঠবে তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে। জেনারেশন বিটা হবে সপ্তম প্রজন্ম, যাদের নামকরণ শুরু হয় ১৯০১ সালে গ্রেটেস্ট জেনারেশন দিয়ে।

প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন

২০২৭ সালের শেষের দিকে বা ২০২৮ সালের প্রথম দিকে মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়াবে অদ্ভুত আকার ও আকৃতির উল্লম্ব এক জাহাজ। এটি মহাশূন্যে স্পেস স্টেশনের আদলে বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র আন্তর্জাতিক মহাসাগর স্টেশন। এর নাম দেওয়া হয় 'সিঅরবিটার'। লম্বায় ৫৭ মিটার বা ১৮০ ফুট উল্লম্ব নৌযানটির ৩০ মিটার বা প্রায় ১০০ ফুট অংশ থাকবে পানির নিচে। মোট ১২টি তলায় বিভক্ত বিশাল এবং সুচিন্তিত স্থাপনাটির ওজন ৫৫০ টন।

ক্যান্সারের টিকা আবিষ্কার

মরণ রোগ ক্যান্সারের ছোবলে আর অকালেই মরতে হবে না, এবার থেকে বিনামূল্যেই মিলবে ক্যান্সারের ভ্যাকসিন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে বড় জয় রাশিয়ার। বলা চলে, গরিব-দুঃখীদের জন্যে অসাধ্য সাধন করলো রাশিয়া।

রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দাবি করেছে যে, তারা একটি ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরি করেছে, যা তারা বিনামূল্যে নাগরিকদের দিতে পারবে।

ইরানের প্রস্তাবিত নতুন রাজধানী

৭ জানুয়ারি, ২০২৫ মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরানের সরকার দেশটির রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন রাজধানী হবে উপকূলীয় **মাক্রান অঞ্চলে**। মাক্রান অঞ্চলের অবস্থান ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে। ওমান উপসাগরের নিকটবর্তী হওয়ায় মাক্রান অঞ্চলের কৌশলগত সুবিধা রয়েছে। সমুদ্রবন্দরভিত্তিক রাজধানী হলে দেশটি কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সুফল পাবে।

সুফিদের জন্য ভ্যাটিকানের মতো রাষ্ট্র

২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ জাতিসংঘে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বেকতাশি মুসলমানদের জন্য রাজধানী তিরানায় একটি সার্বভৌম ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেন। ইতালির রাজধানী রোমে অবস্থিত ভ্যাটিকান সিটির আদলে এটি প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার নাম হবে 'দ্য সভরেন স্টেট অব বেকতাশি অর্ডার'। তিরানার ২৭ একর জায়গাজুড়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করছে **আলবেনিয়ার** সরকার। এ রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা, পাসপোর্ট ও প্রশাসন থাকবে। ১৩০০ শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সময় বিকশিত হয় সুফিবাদ ও বেকতাশি আদর্শ। ১৯২৯ সালে আলবেনিয়ায় বেকতাশি আদর্শের প্রধান কার্যালয় বেকতাশি ওয়ার্ল্ড সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাইওয়ানের ডিজিটাল নোম্যাড ভিসা

২০২৫ সালের শুরু থেকেই **'ডিজিটাল নোম্যাড' বা যাযাবর ভিসা** দেওয়া শুরু করে **তাইওয়ান**। বিদেশিদের দেওয়া ছয় মাস মেয়াদি এই ভিসা প্রযুক্তিতে তাদের নিজস্ব প্রতিভার ঘাটতি কমাতে সহায়তা করবে। ২০৩২ সালের মধ্যে দেশে চার লাখ বিদেশি কর্মী আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে তাইওয়ান। অন্য দেশ থেকে আসা কর্মীদের নোম্যাড ভিসায় ছয় মাস কাজ করার সুযোগ দেবে দেশটি। এরই মধ্যে ডিজিটাল যাযাবর পেশায় পরিবেশের দিক থেকে এশিয়ার সেরা দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায় তাইওয়ান।

ইউরোপের জ্বালানি বাজারে রুশ আধিপত্যের অবসান

রাশিয়া থেকে ইউক্রেনের ওপর দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে ইউরোপে যে তরল গ্যাস সরবরাহ হতো তা বন্ধ হয়ে গেছে। ১ জানুয়ারি ২০২৫ ইউক্রেনের জাতীয় তেল- গ্যাস কোম্পানি নাফটোগাজ ও রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি কোম্পানি গ্যাজপ্রমের মধ্যে সর্বশেষ পাঁচ বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু কিয়েভ চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি না করায় তাদের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়। এর মাধ্যমে ইউরোপের জ্বালানি বাজারে কয়েক যুগের রুশ আধিপত্যের অবসান ঘটে।

চাঁদের বুকে পঞ্চম দেশ জাপান

১৯ জানুয়ারি, ২০২৪ বিশ্বের পঞ্চম দেশ হিসেবে জাপান সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি মনুষ্যবিহীন মহাকাশযান 'মুন স্নাইপার' চাঁদের শিওলি নামক জায়গায় সফলভাবে অবতরণ করে। এর আগে আমেরিকা, রাশিয়া, চীন ও ভারত এ কৃতিত্ব অর্জন করে। স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুন (SLIM) নামে পরিচিত মহাকাশযানটি তৈরি করে জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (JAXA) ও খেলনা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাকারা তোমি। দুটি ব্যর্থ চন্দ্রাভিযানের পর এবারের অভিযান সফল হয়। এর আগে ২৩ আগস্ট, ২০২৩ রোভার প্রজ্ঞানকে নিয়ে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করে ভারতের চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার বিক্রম।

মহাকাশে কাঠের তৈরি স্যাটেলাইট

৫ নভেম্বর, ২০২৪ জাপান মহাকাশে প্রথমবারের মতো কাঠের তৈরি স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। কাঠের তৈরি স্যাটেলাইটটির নাম **'লিগনোস্যাট'** (Lignosat)। জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয় ও গৃহনির্মাণ প্রতিষ্ঠান সুমিতোমো ফরেস্ট্রি যৌথভাবে স্যাটেলাইটটি তৈরি করে। এটি একটি ছোট, কিউব-আকৃতির কাঠামো যার ব্যাস প্রায় ১০ সেন্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ৩৩০ গ্রাম। প্রচলিত ধাতব স্যাটেলাইটটি কাজ শেষে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের সময় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কণা তৈরি করে। তবে কাঠের তৈরি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দূষণ কম হবে। 'লিগনোস্যাট' স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৪০০ কিলোমিটার ওপরে পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থান করে মহাকাশে থাকা পুনর্বিকিরণযোগ্য উপাদানের খোঁজ করবে।

সিরিয়ায় প্রথম নারী গভর্নর

সিরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে **মাইসা সাবরিনকে** নিয়োগ দেয় নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাইসা সাবরিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর। দেশটিতে ৭০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে এই প্রথম কোনো নারী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্ব দিবেন।

বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০৯ কোটি

১ জানুয়ারি, ২০২৫ বিশ্বের জনসংখ্যা ৮০৯ কোটিতে পৌঁছেছে। ২০২৪ সালে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ছিল ভারত। সেখানে জনসংখ্যা প্রায় ১৪১ কোটি, এর পরে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারতের প্রতিবেশী দেশ চীন।

মেক্সিকো উপসাগর এখন আমেরিকা উপসাগর

২০ জানুয়ারি, ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মেক্সিকো উপসাগরের **(Gulf of Mexico)** নাম পরিবর্তন করে আমেরিকা উপসাগর (Gulf of America) করার নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। উপসাগরের ছবি, ম্যাপ ও ডেটাবেজও প্রকাশ করে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন নামের সাথে উপসাগরীয় সীমান্তে অবৈধ অভিবাসন, মাদক পাচার রোধে নতুন অপারেশন শুরু হবে বলে জানায় ট্রাম্প প্রশাসন। সেই সাথে আলাস্কার **'ডেনালি'** পর্বত শৃঙ্গের নাম পরিবর্তন করে **'মাউন্ট ম্যাককিনাল'** রাখা হয়।

বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ

সম্প্রতি তিব্বত মালভূমির পূর্ব সীমান্তে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে চীন। ইয়ারলুং জাংবো নদীর নিম্নভাগে বাঁধটি নির্মাণ করা হবে। নির্মাণ কাজ শেষে একই প্রকল্প থেকে বছরে ৩০,০০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হলো চীনের থ্রি জর্জেস বাঁধ। এই প্রকল্পের বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ৮৮২০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা। চীন ইতোমধ্যেই তিব্বতের পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত ইয়ারলুং জাংবো নদীর উচ্চপ্রবাহে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে। চীনের ঘোষিত কাউন্টির কিছু অংশ ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের মধ্যে পড়েছে দাবি করে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানায় দেশটি।

চীন প্রতিষ্ঠার প্লাটিনাম জয়ন্তী

১ অক্টোবর, ২০২৪ চীন বিপ্লবের (গণচীন প্রতিষ্ঠার) ৭৫তম বার্ষিকী এবং চীনের জাতীয় দিবস। ১৯৪৯ সালের এ দিনে মহান নেতা মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে সফল বিপ্লবের পর পিপলস রিপাবলিক অব চায়নার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

Pariah State

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কৃত কোনো রাষ্ট্রকে সহজ ভাষায় Pariah State বলা যায়। অনিশ্চিত কূটনৈতিক অবস্থা, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা ও বড় দেশগুলোর সাথে দোদুল্যমান রাজনৈতিক সম্পর্ক একটি রাষ্ট্রকে প্যারিয়া রাষ্ট্রে পরিণত করে। ইসরায়েল এর পাশাপাশি দক্ষিণ আফ্রিকা, তাইওয়ানকে প্রাথমিকভাবে এই ধরনের রাষ্ট্র বলা চলে। বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে চিলি, পাকিস্তান ও উত্তর কোরিয়াও এই জাতীয় রাষ্ট্রের কাতারে পরে।

HMPV ভাইরাস

Human metapneumovirus (HMPV) কোভিড-১৯ এর মতোই একটি **RNA ভাইরাস**। এদের জিনের গঠন একই। এই ভাইরাসও শ্বাসযন্ত্রে আক্রমণ করে। তবে এরা একই পরিবারের ভাইরাস নয়। অর্থাৎ কোভিডের টিকা নেওয়া থাকলে বা আগে কখনো কোভিড হলেও HMPV'র সংক্রমণ হতে পারে। এইচএমপিভি ২০০১ সালে প্রথম আবিষ্কৃত হয় নেদারল্যান্ডসে। তবে ২০০১ সালের আগে থেকেই এই ভাইরাসটি পৃথিবীতে ছিল। বাংলাদেশে ২০০১ সালে প্রথম HMPV ভাইরাস শনাক্ত হয়। এ বছর সর্বপ্রথম ৯ জানুয়ারি, ২০২৫ এক ব্যক্তির শরীরে হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (HMPV) শনাক্ত হয়। ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ এইচএমপিভি ভাইরাসে আক্রান্ত সেই নারী মারা যান।

রিওভাইরাস

রিওভাইরাস এমন একটি ভাইরাস, যা সাধারণত প্রাণী বা মানুষের মধ্যে অন্ত্রের সংক্রমণ সৃষ্টি করতে পারে। পানির মাধ্যমে ছড়াতে পারে এই ভাইরাস; যা শিশুদের ডায়রিয়া বা জ্বরের সৃষ্টি করে। রিওভাইরাসের (Reovirus) পূর্ণরূপ-Respiratory Enteric Orphan Virus. এটিকে অরফান'ও বলা হয় এই কারণে যে, এটা রোগ সৃষ্টি করে না, কিন্তু অন্যান্য রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে এ ভাইরাস। এর উপস্থিতি সাধারণত বাদুড়ে পাওয়া যায়। এটি একটি ডাবল স্ট্রান্ডেড RNA Virus। বিশ্বে প্রথম রিওভাইরাস শনাক্ত হয় ১৯৫০ সালে। বাংলাদেশে ব্যাট রিওভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে।

6G'র যুগে বিশ্ব

বিশ্বে 5G প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী সংযোগের জন্য সবচেয়ে উন্নত হলেও এবার বিশ্বের প্রথম 6G ডিভাইস তৈরি করে জাপান। এটি একটি প্রোটোটাইপ, যা ৩০০ ফুটেরও বেশি দূরত্বে প্রতি সেকেন্ডে ১০০ জিবিপিএস গতিতে ডেটা প্রেরণ করতে পারে। এটি বর্তমান 5G প্রযুক্তির তুলনায় ২০ গুণ উন্নত বলে দাবি করা হয়। 6G প্রোটোটাইপ ১০০ গিগাহার্জ ব্যান্ড ব্যবহার করে ১০০ জিবিপিএস পর্যন্ত গতি অর্জন করতে পারে।

স্বল্পোন্নত দেশ এখন ৪৪টি

১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ করে। যার ফলে স্বল্পোন্নত দেশের সংখ্যা এখন ৪৪ টি।

স্বল্পোন্নত দেশ

LDCs'র পূর্ণরূপ Least Developed Countries অর্থাৎ, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ। স্বল্পোন্নত দেশের ধারণাটি আসে ষাটের দশকে। জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে উন্নয়নশীল ও উন্নত এই দুই শ্রেণিতে বিশ্বের সব দেশকে ভাগ করে। তবে উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে আবার যে সব দেশ তুলনামূলক দুর্বল, তাদের নিয়ে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) তালিকা হয়। ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১ জাতিসংঘের এক প্রস্তাবের মাধ্যমে LDC গ্রুপ গড়ে ওঠে। উন্নত দেশের পক্ষ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে শুল্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির সুবিধা দেয়। সর্বশেষ ২০১২ সালে LDC-তে যুক্ত হয় দক্ষিণ সুদান। বর্তমানে বিশ্বে ৪৪টি স্বল্পোন্নত দেশ রয়েছে।

৮ দেশের উত্তরণ

১৯৭১ সালের পর এই পর্যন্ত মোট ৮টি দেশ LDC থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হয়।

LDC থেকে উত্তরণ

দেশ	অন্তর্ভুক্তি	উত্তরণ
বতসোয়ানা	১৯৭১	১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪
কেপভার্দে	১৯৭৭	২০ ডিসেম্বর, ২০০৭
মালদ্বীপ	১৯৭১	১ জানুয়ারি, ২০১১
সামোয়া	১৯৭১	১ জানুয়ারি, ২০১৪
নিরক্ষীয় গিনি	১৯৮২	৪ জুন, ২০১৭
ভানুয়াতু	১৯৮৫	৪ ডিসেম্বর, ২০২০
ভুটান	১৯৭১	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩
সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে	১৯৮২	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪

উত্তরণের পথে যত দেশ

দেশ	অন্তর্ভুক্তি	উত্তরণ হবে
বাংলাদেশ	১৯৭৫	২৪ নভেম্বর, ২০২৬
লাওস	১৯৭১	২৪ নভেম্বর, ২০২৬
নেপাল	১৯৭১	২৪ নভেম্বর, ২০২৬
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	১৯৯১	১৩ ডিসেম্বর, ২০২৭
কম্বোডিয়া	১৯৯১	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৯
সেনেগাল	২০০০	১৯ ডিসেম্বর, ২০২৯